উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৪৩২.৮৯ (+১৯৩.৪২)

নিফটি : ২৫,৪৬১.০০ (+৫৫.৭০)

লন্ডনে পার্টি ফেরার মোদি-মালিয়ার

লন্ডনে ললিত মোদির বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ঋণখেলাপিতে আরেক অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া। তাঁদের গান গাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ৯

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা

জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কে বসবেন, তা নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে আনা হতে পারে। জল্পনায় তিন নাম। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩০°	২৫°	৩০°	২৬°	৩০°	২৬°

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ

সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। তার আগে শুক্রবার ভোররাতে মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের কলেজে আনা হয় ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে। ৭

২০ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 48

পুরোনো কাঠামোয় ধুঁকছে উত্তরের উচ্চশিক্ষা

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ শেষ কিস্তি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উত্তরের আট জেলায় মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আটটি। কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি বাদে প্রতিটি জেলাতেই একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও বহু বছর থেকেই জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চলছে। জেলাগুলিতে রয়েছে শতাধিক সরকার বা সরকার পোষিত কলেজ। এছাড়াও অসংখ্য কারিগরি, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজও তৈরি হয়েছে। তবুও অধরাই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন। কাঠামোগত উন্নয়ন দূরের কথা, মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থাপনা ও পাঠক্রম নিয়েই চলছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। চাকরিমুখী কোর্সের অভাবে প্রথাগত উচ্চশিক্ষা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ। প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পরিকল্পনামাফিক স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে আজও উচ্চশিক্ষায় মডেল করা যায়নি উত্তরবঙ্গকে।

উত্তরের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় রদবদল হচ্ছে না। আমরা এখনও অভিমুখ ঠিক করে উঠতে পারিনি। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে চাকরিমুখী কোর্স প্রয়োজন। সেগুলি চালু করতে না পারায় পেছনের সারিতে থাকা উত্তরবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু শিক্ষা দপ্তরের উপর দায় চাপালে

হবে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

শিক্ষাবিদরা সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করালেও বাস্তব ছবি অন্য কথা বলছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর মূল্যায়ন অনুসারে, শিক্ষা ও গবেষণার মান কমেছে উত্তরের সবথেকে পুরোনো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। 'এ' থেকে একধাপ নীচে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এখন 'বি-প্লাস প্লাস'। সম্প্রতি ন্যাক-এর মূল্যায়নে 'ডি' পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১২ সালে চালু হয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও আজও ন্যাক-এর মূল্যায়ন করাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২০০৮ সালে পথ চলা শুরু হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৭ বছরে মাত্র একবারই ন্যাকের দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। আর আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম পরিকাঠামোও এখনও তৈরি হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ন্যাকের মূল্যায়নের প্রশ্ন নেই।

জীববৈচিত্র্যে ভরা উত্তরবঙ্গকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলা হয়। উত্তরের জেলাগুলি গবেষণার রসদে পরিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও উত্তরের নিজস্ব বিষয় নিয়ে গবেষণা যে সেভাবে এগোয়নি, শিক্ষকদের একটা বড় অংশই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গত এক দশকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক বিশেষ কোর্স। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকারের বক্তব্য, 'সময়ের দাবি মেনে পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে একাধিক আইটি হাব গড়ে উঠতে পারত। পর্যটন, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে চাকরিমুখী কোর্স যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই চালু করতে পারে। কর সংক্রান্ত কোর্সের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু প্রথাগত ডিগ্রির সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে চাকরি পাওয়া কঠিন। পরিকল্পনার অভাবে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি থমকে গিয়েছে।'

জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এখনও প্রশাসনিক জটিলতা না কাটায় ছাত্রছাত্রীদের ভিনজেলায় দৌড়োতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং হিল, দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ- চার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখনও পর্যন্ত কোনও কলেজ আসেনি। ফলে জয়গাঁ, ইসলামপুর বা কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়ুয়াদের নানা কাজে ছুটতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

উত্তরে ক্রমে বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ স্পষ্ট

গৌতম সরকার

বলেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বরং 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' নীতিতে এখন আত্মঘাতী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে কূটনীতিতে, রাজনীতিতে। নিঃসঙ্গতাকে সাধারণত সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে সমস্যাটা রাজনীতিতে আছে, আছে কূটনীতিতেও। ব্যক্তিজীবনে কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা উপভোগ করেন বটে, আবার কেউ কেউ ডিপ্রেশনেও চলে যান নিঃসঙ্গতায় ভুগে।

রাজনীতি বা কূটনীতির নিঃসঙ্গতা আরও ভয়ংকর। অস্তিত্বের সংকটও ডেকে আনতে পারে। রাজনীতি আজকাল সঙ্গী নির্ভর। বলা হয় জোট রাজনীতির যুগ এখন। এজন্যই এনডিএ কিংবা 'ইন্ডিয়া'। অতীতে যেমন ছিল ইউপিএ। বামফ্রন্টও বাম দলগুলির যৌথ মঞ্চ। জোট শুধু দলের সঙ্গে নয়, জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও হয়। তবে অলিখিত বোঝাপড়া। দেওয়া আর নেওয়ার শর্তে সেই সমন্বয়। মূলত জনগোষ্ঠীকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ভোট আদায়ের বন্দোবস্ত।

তখন সেই জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গী। যেভাবে অতীতে দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন কংগ্রেসের ভোটব্যাংক। যেখান থেকে তোষামোদের রাজনীতি বা হালে বিজেপির মুখে 'তুষ্টিকরণ' শব্দটির জন্ম। এই শতধীন বোঝাপড়া চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। কিংবা জনগোষ্ঠীর সবাই সেই বোঝাপড়ার শরিক হবেন- এমন নিশ্চয়তাও থাকে না। বাম রাজত্বেই সংখ্যালঘু ভোটে কংগ্রেসের একাধিপত্য ভেঙে ছিল বামফ্রন্ট।

আবার এখন মুসলমান সম্প্রদায় নিরেট আঠার মতো সেঁটে আছে ঘাসফুল প্রতীকের সঙ্গে। পিরিতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না...। সেই পিরিতি ভাঙা অসম্ভব বুঝেই তো বাংলায় 'জাগো হিন্দু জাগো' নীতি আঁকড়ে ধরছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। বাম শাসনের শেষদিকে মতুয়া সম্প্রদায়কে কাছে

এরপর দশের পাতায়

পুণ্যের পথে।। জম্মু-কাশ্মীরের বালতালে অমরনাথ যাত্রীরা। শুক্রবার। -পিটিআই

টোটো থেকে টাকা তোলার সিন্ডিকেট

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় আইএনটিটিইউসি'র নাম করে টোটোচালকদের থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। পরিকল্পনামাফিক এই সিন্ডিকেট চালাচ্ছে কয়েকজন। টাকা না দিলে ওই জায়গাগুলি থেকে টোটোয় যাত্রী তুলতে দিচ্ছে না সিন্ডিকেটের মাথারা। পুরসভার তরফে টোটোস্ট্যান্ড বা পার্কিংয়ের কোনও জায়গা নির্দিষ্ট করা না থাকলেও স্ট্যান্ডের নাম করেই চলছে দাদাগিরি। এভাবে চালকদের থেকে টাকা নেওয়ায় ক্ষুব্ধ টোটোচালকদের একাংশ। যদিও আইএনটিটিইউসি'র দাবি, সংগঠন কাউকে টাকা তোলার অনুমতি দেয়নি।

আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে বলেন, 'দিনকয়েক আগে আমি নিজেও রায়কতপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় জেলখানার উলটো দিকে এক ব্যক্তিকে হাতে খাতা নিয়ে টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলে কিছু লিখতে দেখেছি। আমার ধারণা ছিল পুরসভা হয়তো স্ট্যান্ড বা পার্কিংয়ের জন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে থাকতে পারে। আমার সন্দেহ হওয়ায় পুরসভার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তারা এই ধরনের কাজের জন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়নি। সংগঠন থেকেও কাউকে এভাবে টাকা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি টোটোচালকদের বলব, সংগঠনের নামে কেউ টাকা চাইলে দেবেন না।'

দিনবাজারে করলা সেতু পার করে রায়কতপাড়া মোড়ে এসে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে পোস্ট অফিসের সামনে সার বেঁধে টোটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাতা হাতে এক ব্যক্তি টোটোর সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। মাঝেমধ্যেই টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলে খাতায় কিছু একটা লিখছেন।

এরপর দশের পাতায়

শাসক নেতা গুলিবিদ্ধ

গ্রেপ্তার বিজেপি বিধায়কের ছেলে

কোচবিহার ব্যুরো

৪ জুলাই : দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে'কে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইডাঙ্গার এই ঘটনায় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও তার সহযোগী উত্তম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ বিধায়কের কালো রংয়ের একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই গাড়িতে চেপেই অভিযুক্তরা কর্মাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শুক্রবার বেশ কয়েকটি জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যদিও বিজেপির বিধায়ক দাবি করেছেন, তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকায় একটি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ও তদন্ত চালিয়ে দীপঙ্কর রায় ও উত্তম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে গাড়িতে করে অভিযুক্তরা গুলি চালাতে গিয়েছিল সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে। পুরোনো আক্রোশের জেরে এই ঘটনা হতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

আহত রাজু দে'কে স্থানীয় বাসিন্দারা কোচবিহার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। তাঁর ডানদিকের কাঁধে গুলি লেগেছে। রাতেই অস্ত্রোপচার করা হয়। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রাজু বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এলাকায় কোনও কাজ করেননি। তাই এলাকায় ক্ষোভ জমছিল। প্রায় দুই মাস আগে চকচকা এলাকায় সুকুমার এসেছিলেন। তখন ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। আমিও তাতে শামিল হই। বৃহস্পতিবার সেই গাড়িতে করে এসেই আমার দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়। একটি গুলি আমার শরীরে লাগে। আমার ওপর যে আক্রোশ চেপে রেখেছিল তা ভাবিনি।'

বিধায়কের এই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ঝিনাইডাঙ্গায় ঝামেলা

- দলীয় নানা কর্মসূচি সেরে রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন রাজু
- ঝিনাইডাঙ্গা এলাকায় সেই তৃণমূল নেতার বাড়ি
- সেই সময় বাড়ির সামনেই তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়
- গাড়ি থেকে তিন-চারজন নেমে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে

রাজু আরও জানিয়েছেন, দলীয় নানা কর্মসূচি সেরে রাত এগারোটার দিকে তিনি ঝিনাইডাঙ্গা এলাকায় তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ির সামনেই তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়। গাড়ি থেকে তিন-চারজন নেমে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজুর বাবা মণীন্দ্রচন্দ্র দে'র কথা, 'রাতে বাড়ি থেকেই আমরা গুলির আওয়াজ পাই। বেরিয়ে দেখি ছেলে তখনই বাড়িতে ঢুকল। শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সোমা ঠাকুর বলেন, 'আমরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি। বছর দুয়েক আগেও রাজুর জ্যাঠতুতো ভাইকে গুলি করা হয়েছিল।'

তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতারা দফায় দফায় হাসপাতালে গিয়ে রাজুর স্বাস্থ্যের খবর নেন।

এরপর দশের পাতায়

ইকো সেনসিটিভ জোনে সুইমিং পুল, বিতর্ক

সুইমিং পুল তৈরির জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছে।

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ জুলাই : গরুমারা জঙ্গলের ইকো সেনসিটিভ জোনে বিনা অনুমতিতে সুইমিং পুল তৈরির অভিযোগ উঠল একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই তড়িঘড়ি ওই সুইমিং পুলের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বন দপ্তর। যদিও অনুমতি নিয়েই আগামীতে সুইমিং পুল তৈরি করা হবে বলে দাবি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। জঙ্গলের গা ঘেঁষে ইকো সেনসিটিভ জোনে সুইমিং পুল তৈরি হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন।

লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজের ঠিক শেষে ডান হাত ঘেঁষে লাটাগুড়ির জঙ্গল লাগোয়া বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে একটি বেসরকারি রিসর্ট গজিয়ে উঠেছে। স্থানীয় এক বনবস্তিবাসীর কয়েক বিঘা পাট্টা জমি লিজ নিয়ে ওই রিসর্ট তৈরি করে বেশ কয়েক বছর ধরে চালাচ্ছেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ, দিনকয়েক আগে এই রিসর্টে সুইমিং পুল তৈরির জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করেছেন ওই ব্যবসায়ী। জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় এই রিসর্টে মাঝেমধ্যেই হাতি চলে আসে। দিন কয়েক আগেও এই রিসর্টে ঢুকে একটি কুকুরকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তাছাড়া গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে এই রিসর্ট। অথচ এখানে সুইমিং পুল তৈরির জন্য ন্যূনতম কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক জানান, সুইমিং পুল তৈরি করতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকার অনুমতি আমাদের কাছ থেকে নেয়নি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানান, বন দপ্তরের তরফে আপাতত বিনা অনুমতিতে হওয়া ওই সুইমিং পুল তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রিসর্টের মালিক আমিরুল ইসলাম টেলিফোনে বলেন, 'সুইমিং পুলের জন্য কোনও কংক্রিটের নির্মাণ হবে না। শুধুমাত্র গর্ত করে রেডিমেড একটি সুইমিং পুল এনে এখানে স্থাপন করা হবে। এজন্য যে অনুমতির প্রয়োজন, তা জানা ছিল না। তবে এরপর অনুমতি নিয়েই আগামীতে কাজ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ডুয়ার্সের বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

বাগ্রাকোট বাগানে মজুরি অমিল

চারের পাতায়

ভিড় সামলাতে তৈরি জল্পেশ

পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবুও তো মা...

আঁচলের আড়ালে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ জুলাই : দুজনেরই হাতে চকোলেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাতে এতটুকু খুশি নয়। দুই বোনের একটাই প্রশ্ন, 'মা কোথায়?' শেষমেশ মাকে তাদের সামনে হাজির করা হল। দেখেই দুই খুদের অঝোরে কান্না। মা আর মেয়েদের অবশ্য মিলন হল না। মায়ের কোলে উঠে তাঁর আদর পাওয়াও হল না। আদালতে তোলা হবে বলে ওদের মাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। দুই বোনের আবারও কান্না শুরু। মাকে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে বলে বারবার বায়না জুড়ে দিল। আত্মীয়স্বজনরা কোনওমতে তাদের সামলালেন। শুক্রবার সকালে ফালাকাটা থানা এমনই করুণ দৃশ্যের সাক্ষী থাকল।

মাসখানেক আগে ফালাকাটা থানার পুলিশের কাছে একটি মিসিং ডায়েরি জমা পড়ে বাড়ি থেকে তাদের মায়ের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওই মহিলা কারও সঙ্গে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছেন। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পরে জানা যায় তিনি তামিলনাড়ুতে রয়েছেন। পরে ফালাকাটা থানার পুলিশ সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশ ফালাকাটা থেকে তামিলনাড়ুতে যায়। সেখান থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে এদিন পুলিশ ফালাকাটায় ফেরে।

মা যে এদিন ফিরে আসছেন তা পাঁচ ও আট বছর বয়সি ওই দুই খুদে জানতে পেরেছিল। দিদার সঙ্গে দুজনে এদিন সকালেই থানায় হাজির হয়েছিল। মাকে দেখবে বলে পুলিশকাকুর টেবিলের সামনে হামলে পড়ে বায়না জুড়ে দিয়েছিল। সেই পুলিশকাকু ওদের হাতে চকোলেট দিয়ে দুজনকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা ওদের বায়না থামালে তো! শেষপর্যন্ত পুলিশ ওদের মাকে দুজনের সামনে হাজির করাল। আর তারপর কী হয়েছে তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার। সন্তানদের দেখে মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবে তিনি কিছু বলতে চাননি। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বললেন, 'আমার নিজের সন্তান আছে। তাই মাকে ছাড়া সন্তানের কী সমস্যা সেটা সহজেই বুঝতে পারি। তামিলনাড়ুতে দ্রুত টিম পাঠিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।'

ফালাকাটা থানার আইসির টেবিলের সামনে দুই শিশু। শুক্রবার।

ওই মহিলার স্বামী রাজমিস্ত্রি হিসেবে কেরলে কাজ করেন। স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি সন্তানদের নিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। দুজনকে দাদু ও দিদার কাছে রেখেছিলেন। পুলিশ স্ত্রীকে ফালাকাটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর তিনি অবশ্য নিশ্চিন্ত। এদিন ওই ব্যক্তি বললেন, 'মাকে দেখতে না পেয়ে দুই মেয়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল। দিনরাত কান্নাকাটি করত। পুলিশ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনায় ভালো লাগছে। ফের ভালোভাবে সংসার করতে চাই।'

Appointment

Application for empanelment as LBS-I & LBS-II for preparation of building plan at Alipurduar Municipality here by invited from the Engineers with qualification of Diploma in Civil Engineering & Degree in Civil Engineering (with five years experience for Diploma & two years for Degree on same category of Civil Engineering works). Application with all testimonial and mobile number are required within two calls on an interview. Date of interview will informed letter. Last date of Application on 15.07.2025 at 5.00 PM For details visit www.alipuduarmunicipality.in. Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

২৫ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ পড়ুয়াদের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ জুলাই : স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে প্লাস্টিক সংগ্রহ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়িতে দারুণ সাড়া পড়ল। জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবারই প্রথম ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত ওই প্রতিযোগিতামূলক অভিনব কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়। জেলার প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা, এসএসকে ও এমএসকে মিলিয়ে ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। জেলা পরিষদের ঘোষণা মোতাবেক সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনটি স্কুলকে শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পুরস্কৃতও করা হয়। ব্লকগুলিতেও সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনজন করে ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'পড়ুয়াদের দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ নয়, ওদের মাধ্যমে সমাজকে প্লাস্টিকমুক্ত করার বার্তা দেওয়াই কর্মসূচিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল।'

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত জেলা পরিষদের প্রতিযোগিতাটির ক্যাচ লাইন ছিল 'প্লাস্টিক দাও, প্রকৃতি বাঁচাও আর পুরস্কার নাও।' স্কুলগতভাবে সেরা হয়েছে ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়। সেখানকার পড়ুয়ারা সবাই মিলে নিজেদের স্কুল সহ লোকালয় থেকে ৫৫৯.৬২ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে নাগরাকাটা ব্লকের চম্পাগুড়ির সেন্ট ক্যাপিটানিও গার্লস হাইস্কুল (৪৪৮ কিলোগ্রাম) ও ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি নীলকান্তপাল হাইস্কুল (২৮০.৫ কিলোগ্রাম)। জেলা শাসক ওই তিন স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি ২০ হাজার, ১০ হাজার এবং ৫ হাজার টাকা তুলে দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দলগতভাবে প্লাস্টিক সংগ্রহের পাশাপাশি ব্লক স্তরে ব্যক্তিগতভাবে যারা বেশি প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ময়নাগুড়িতে প্রথম হয় ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়ের শুভজিৎ রায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে ময়নাগুড়ি রথেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শ্যাম সরকার, সাপ্টিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌসোনা আখতার। ব্লক স্তরের পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩, ২ এবং ১ হাজার টাকা। সংগৃহীত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে। মালবাজার ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্লাস্টিক সংগ্রহকারী ৩ পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ওদলাবাড়ি আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্র পীযূষ শাহ (৩৮.২ কিলোগ্রাম)। দ্বিতীয় পুরস্কার পায় কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমারপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী গীতিকা বাগোয়ার (২৮ কিলোগ্রাম)। তৃতীয় হয় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলডোবা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পদ দাস (২৫ কিলোগ্রাম)। মালবাজারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলি, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচিকে ঘিরে নাগরাকাটার রহমানুর হক, বানারহাটের মিলন রায়ের মতো পড়ুয়ারা তাদের খুশির কথা জানিয়েছে।

কিছু সমস্যাও হয়েছে। মালবাজারে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মৌমাছির কামড় খায়। আর্থিক পুরস্কারের কথা শুনে বহু ছাত্রছাত্রী গ্লাভস-মাস্ক ছাড়াই যত্রতত্র প্লাস্টিক খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্যও দেখা যায়। জেলার বহু স্কুলে এদিন সংগৃহীত প্লাস্টিক সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যায়নি।

বিজয়ী স্কুলকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলা শাসক। শুক্রবার। -অভিরূপ দে

অভিনব উদ্যোগ

- প্রকৃতিকে বাঁচাতে প্লাস্টিক কুড়োনো সংক্রান্ত অভিনব প্রতিযোগিতা হয়েছিল
- জলপাইগুড়ির ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে
- শুক্রবার জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে এই উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পুরস্কৃত করা হয়
- স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি পুরস্কার হিসেবে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে

শিরদাঁড়ায় সফল অস্ত্রোপচার মালদায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ৪ জুলাই : দিল্লি ফেরত রোগীর শিরদাঁড়ার ভেতরের টিউমার সফলভাবে অস্ত্রোপচার হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই প্রথম মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন নিউরোসার্জন উজ্জ্বলকুমার বিশ্বাস।

উজ্জ্বল বলেন, 'এই রোগনির্ণয় প্রথমদিকে সম্ভব নয়। রোগীর পায়ে ব্যথা, ঝিমুনি হবে। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে পড়বে। এমনকি অস্ত্রোপচার না করলে প্রস্রাব, পায়খানা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।' জানা গিয়েছে, এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন রোগী। শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তারপর ওই রোগী বাড়িতে থেকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই বিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নিউরো বিভাগ খোলার পর এবার এই প্রথম এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে হয়েছে।'

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আধুয়া গ্রামের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি। স্বামী নুরে আলম পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে রিজিয়াও ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁদের পাঁচ সন্তান। গত পাঁচ বছর ধরে রিজিয়া কোমর ব্যথা সহ পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। এক বছর আগে দিল্লিতে গুরুতর অসুস্থ হলে, সেখানে তিনি এইমস হাসপাতালে গেলে তাঁর অসুখ ধরা পড়ে।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছিলেন সেখানের চিকিৎসকরা। কিন্তু সেখানে বারবার তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না। নুরে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে চলে আসেন। বাড়িতে স্ত্রীর সমস্যা বাড়লে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। সেখানে নিউরো বিভাগের চিকিৎসক উজ্জ্বল অস্ত্রোপচার করার কথা বলেন। এর আগে নুরে অবশ্য নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

কিছুটা সুস্থ হতেই রিজিয়া বলেন, 'আমি হাঁটতে পারছিলাম না। সবসময় ব্যথা করত কোমরে, পায়ে। অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা নেই।' এখানে চিকিৎসা পরিষেবা খুব ভালো বলে জানিয়েছেন নুরে।

আজ টিভিতে

শাক্য কি পারবে তিনদিনের মধ্যে আরশিকে নির্দোষ প্রমাণ করে, লকআপ থেকে ছাড়িয়ে আনতে? **তুই আমার হিরো** সন্ধে ৬.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঘর সংসার, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান, ১.০০ নিশাচর
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.৪০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৯.৩০ একাই একশো, ১২.০০ পাসওয়ার্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শক্তি, সন্ধে ৭.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাঠপুতলি, বিকেল ৫.০০ উগ্রম, রাত ৮.০০ রুদ্রান, ১০.৩০ ব্রাদার্স
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২৬ রক্ষা বন্ধন, ২.০৩ গদর : এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১৩ বিজনেসম্যান-টু, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.১৮ দবং
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৪ তমাশা, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ কিসকো থা পতা, ১১.৩৪ এনএইচ ১০
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৬ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ২.০৬ চক্র কা রক্ষক, বিকেল ৪.৪৮ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৮ পাণ্ডব-দ্য পাঞ্চ

রাধাকৃষ্ণ সন্ধে ৬.০০ এবং রাত ১০.০০ **জলসা মুভিজ**

বিবাহ অভিযান রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ডিমের শামি কাবাব এবং **দক্ষিণী ডিমের পোস্ত** রাঁধবেন রুমা আচার্য। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

NIT No. DDP/N-18 of 2023-24 dt. 02/07/2025

Tenders of 01 (one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 11/07/2025. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

শিয়ালদহ ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

পয়েন্ট নং ২৩২এ/২৩১বি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য, দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন সিসিআর লাইনে ০৫/০৬.০৭.২০২৫ **তারিখের (শনিবার/রবিবার)** মধ্যবর্তী রাত্রিতে ০০.১০ ঘ. থেকে ০৭.১০ ঘ. পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :— • **বাতিল (০৫.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-ডানকুনি :** আপ ৩২২৪৯/ ডাউন ৩২২৫২। • **বাতিল (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-হাবরা :** আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩/ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪। **শিয়ালদহ-দত্তপুকুর :** ডাউন ৩৩৬১২। **শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন :** আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৭/ডাউন ৩৩৮২৪, ৩৩৮২৬। **শিয়ালদহ-বারাসাত :** আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২। **শিয়ালদহ-ডানকুনি :** আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২১৮, ৩২২২০। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত :** ডাউন ৩১৩১২। **শিয়ালদহ-নৈহাটি :** আপ ৩১৪১১, ৩১৪১৫/ডাউন ৩১৪১২, ৩১৪১৪, ৩১৪২২। **কোমাগাতা মারু বজবজ-শিয়ালদহ :** আপ ৩৪১১৭। **নৈহাটি-কল্যাণী সীমান্ত :** আপ ৩১১৯১। • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : (ক) ৩১০৫১ আপ** কোমাগাতা মারু বজবজ-নৈহাটি লোকাল নৈহাটির পরিবর্তে শিয়ালদহতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। **(খ) ৩৪০৫২ ডাউন** নৈহাটি-কোমাগাতা মারু বজবজ লোকাল কোমাগাতা মারু বজবজের পরিবর্তে শিয়ালদহে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। **(গ) ৩৩৮১২ ডাউন** বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৩ আপ** শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ঘ) ৩৩৮১৪ ডাউন** বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৫ আপ** শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ঙ) ৩৩৫১২ ডাউন** হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ হাসনাবাদ থেকে ০৩.০৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৪.০৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১১ আপ** শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(চ) ৩৩৫১৪ ডাউন** হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১৩ আপ** শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট. থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ছ) ৩১৩১১ আপ** শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **মেল/এক্সপ্রেসের পুনর্নির্ধারণ : ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ২৩.১৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং ব্লক চলাকালীন বরানগর রোড স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত হবে। • **মেল/এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন : (ক) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং বেলঘরিয়ায় থামবে। **(খ) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ও **(গ) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2025-26, Dt. 02/07/2025,
Last date and time for bid submission- 18/07/2025 at 18.00 hours.
For more information please visit : **www. wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I
Development Block
Panchkolguri : Alipurduar

TENDER NOTICE

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders on Online mode as per given NIT under AMRUT (PH-II). The tender details as given below: **WBMAD/JAL/ AMRUT/ eNIT-1/2025-26 (Tender Id:2025_MAD_874083_1) & WBMAD/JAL/AMRUT/e NIT-2/2025-26 (Tender Id: 2025_MAD_874092_1) Bid Submission End Date:**-28-07-2025 At 05:00 PM. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

DDP/N-19/2025-26 Dt. 05/07/2025

e-Tenders for 01 (One) no. of works under SBM-G invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 22/07/2025 at 15.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

কর্মখালি

রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদাতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : 9000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। + OT + PF + ESI (M) 9046427575, 9064417137. (C/116879)

অ্যাফিডেভিট

গত 27/06/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rashimi Mittal থেকে Rashmi Mittal নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/116879)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 02-07-25 তারিখে Raju Das ও Raja Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117307)

•

আমি মুকুলী দাস চৌধুরী, স্বামী- বাদল দাস চৌধুরী, গ্রাম-ডেহুচি, পোঃ সমসপুর, থানা-হেমতাবাদ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ডে (KBM4104972) নাম ভুল থাকায় ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, রায়গঞ্জ কোর্টে ২৬.০৬.২০৩৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে মুকুলী দাস চৌধুরী এবং মুকুলী মন্ডল দাস চৌধুরী এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117293)

•

I, Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name), W/O- Kamal Krishna Sarkar, R/O-Vill-Ukilpara, P.O. & P.S.- Raiganj, Dist- Uttar Dinajpur, shall henceforth be known as Chaitali Das Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Raiganj, Uttar Dinajpur vide Affidavit Sl.No. 24 Dt. 04.07.2025. That Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name) and Chaitali Das Sarkar (New Name) all are same and one identical person. (C/117282)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সৌরভ রায়, পিতা- সুকান্ত রায়, ঠিকানা- উত্তর সোনাপুর, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No- WB2001SC201607939) হারিয়ে গেছে। পেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9339898155. (C/117305)

•

আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমার মায়ের দানপত্র করা জমির দলিল নং I-3063 of 1966, রেজিস্ট্রেশন ও সম্পাদনের তারিখ 25/02/1966 কাগজপত্রগুলি সহ বেশ কিছু জমির কাগজ (ওয়ারিশ আমরা) উকিলের কথা অনুযায়ী কাছারির সামনে একটি দোকানে জেরক্স করার পর উকিলকে দেখানোর সময় সেই কাগজটি হারিয়ে যায়। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানান দিনহাটা থানায় অথবা M- 8653258360. হামিদুল মিয়া, চৌধুরীহাট, কোচবিহার। (S/M)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M-9679368850. (M/M)

•

আয়ের সুযোগ-জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M-9733170439. (K)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El. Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

Flat for Sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact-9832038844 /9475806888. (C/117260)

•

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়াতে 3rd ফ্লোরে 650 sqft-এর 2BHK ফ্ল্যাট শীঘ্র বিক্রি হবে। গ্যারাজ নেই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। M-6289335655/ 8967187563.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি দিলিপ লাকড়া, S/o রতন লাকড়া তুমবাজোত, P.O+PS মাটিগাড়া গত 26/06/25 তারিখে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে আমার অরিজিনাল জমির দলিল এবং খতিয়ান কাগজগুলি হারিয়ে গেছে। যার Land Deed No-8812 তারিখ 25/9/13 Land Deed paper Plot No. 1920 LR Plot No- 1928 LR খতিয়ান No 352/2 JL No-102 মৌজা-বড় পাইকপাড়া, কেউ যদি পেয়ে থাকেন নীচের নম্বরটিতে যোগাযোগ করবেন। (M) 7431043351. (C/117290)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

6 7 8 JULY
জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিজম
8th July upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৬_২৫-২৬ তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_২৬ _২৫-২৬। কাজের নামঃ "নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি খণ্ডের রাঙাপানি-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে স্থিত লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৫ এর (মোনবনিযুক্ত) পরিবর্তে রোড অভার ব্রিজের নির্মাণের জন্যে প্রস্তাব" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,৪৭,৪১৫.৭৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪
ইমেল : z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৯ (১)-এর অনুবিধি দেখুন)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের আলিপুরদুয়ার শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৩.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুক, ভিত্তিতে টাঃ ২৪,৩০,৬৪৯/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক) আলিপুরদুয়ার শাখার কাছে শ্রীমতী তানিয়া সরকার প্রযত্নে দীপক শ্যাম চৌধুরী, সূর্যনগর, সূর্যনগর প্রাঙ্গণের পিছনে, ওয়ার্ড নং ০৮, পোস্ট : আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২-এ বসবাসরত বাসিন্দার কাছে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ফ্ল্যাট নং ২/কে এর সমস্ত অবিভাজ্য অংশ তৃতীয় তলা, ব্লক নং ২, দিশারি নিলয় শ্রীমতী তানিয়া সরকার এবং শ্রী পুষান সরকারের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত। অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং ১৫০১ ২০১৮ সালের হিসেবে মৌজা দমনপুর, পরগনা বক্সা-এর অন্তর্গত। প্লটটি যেই জমিতে অবস্থিত তার এলআর প্লট নং - ৭৯০, আরএস প্লট নং ৮৫, এল আর খতিয়ান নং- ৬৫৩২, ৬৫৩৩ এবং ৬৫৩৪, শিট নং ২৪০৮/২৪০৯, জে.এল নং ৫১, হোল্ডিং নং ৩৯৮/১২৯ এবং ৩৯৭/১২৮ এলাকা ৬৯৫ স্কোয়ার ফিট সঙ্গে সমানভাবে অবিভাজ্য অবিভক্ত জমির অংশ যেটির সঙ্গে সর্বজনীন এলাকা এবং সর্বজনীন সুবিধা রয়েছে এবং এটি গ্রাম :- কলেজপাড়া, জামাইয়ের দোকানের নিকট, আলিপুরদুয়ার পুরনিগম, ওয়ার্ড নং- ০৩, আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত। জমির সীমানা :- উত্তর :- হেমেন্দ্র চৌধুরি এবং যোগেশ মজুমদার দক্ষিণ :- ১২' পুরনিগমের রাস্তা পূর্ব :- মনেন্দ্র সাহা পশ্চিম :- অনিল ধর
সম্পত্তির প্রতি কোনওপ্রকার দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা:- ১৪,০০,০০০/- (টাকা চৌদ্দ লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা :- ১,৪০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা:- ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://banknet.com এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৩.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৩০১৭১৬৯৫৬৬২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ তে রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ইমেল করুন- support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের সমস্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://baanknet.com এ, পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd, এ এবং যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২২০
ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ০১.০৭.২০২৫
স্থান : আলিপুরদুয়ার
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (মুকেশ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং-৯১৬২৬১৯৭৬৮)
২. (বিশাল সরকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং -৭৪০৭৫৩৮১৯৯)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। আর্থিক বাধা কেটে যাবে। **বৃষ :** প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। **মিথুন :** ব্যবসায় আর্থিক মন্দা চলবে। বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। **কর্কট :** কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **সিংহ :** বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। **কন্যা :** প্রিয় কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার সমস্যা মিটবে। বিকেলের পর উপহার পেতে পারেন। **তুলা :** বাড়ির কোনও কাগজপত্র নিয়ে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা পদোন্নতির খবর পাবেন। **বৃশ্চিক :** যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। লটারিতে অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। **ধনু :** খুব কাছের আত্মীয়ের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মকর :** আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **কুম্ভ :** পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। **মীন :** বাড়ির সকলকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা দূর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ আষাঢ়, ৫ জুলাই ২০২৫, ২০ আহার, সংবৎ ১০ আষাঢ় সুদি, ৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শনিবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।৪৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।৫৬। তৈতিলকরণ প্রাতঃ ৫।৪৪ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৪১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৪১ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ৩।৮ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৩ গতে ৮।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।১ মধ্যে।

STYLE BAAZAR

SALE

FLAT 70 %OFF*

ON PURCHASE OF 3 GARMENTS

*T&C APPLY.

CELEBRATING 200 STORES

Brands Available

FOR MEN: square up CASUAL WEAR, WALSEY, KIRTLE

FOR LADIES: Awaya ETHNIC WEAR, Miss19 CLOTHING, MISS DESI

FOR KIDS: Miss12, dozo

FOR HOME: HOME FOCUS

মেনসওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ী

দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্ট্রিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

টুকরো খবর

মিছিল

ওদলাবাড়ি, ৪ জুলাই : মহরম উপলক্ষ্যে তাজিয়া সহ বিশাল মিছিলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে ওদলাবাড়িতে। স্থানীয় হুশেনিয়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের তত্ত্বাবধানে মিছিলটি রবিবারের বদলে সোমবার বিকেল তিনটে থেকে হিন্দি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে আরম্ভ হবে। সোসাইটির তরফে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ফিরোজ খান, উপদেষ্টা নফসর আলি এবং রাসেল সরকার। সোসাইটির তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ওদলাবাড়িতে সাপ্তাহিক হাটের দিন। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ রুটিরুজির জন্য এই হাটে আসেন। সেদিকে খেয়াল রেখেই এবারের মহরমের মিছিল আগামী সোমবার আয়োজন করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : চিতাবাঘের হামলায় জখম বামনডাঙ্গা চা বাগানের শ্রমিক বসন্ত ভোক্তাকে শুক্রবার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ হাজার টাকা দিল বন দপ্তর। ডায়না লাইনে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রুখতে আয়োজিত একটি সচেতনতা শিবিরে তাঁর হাতে চেক তুলে দেন খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে। বন দপ্তরের তরফে বাগানটিতে স্থানীয় ১৮ জনকে নিয়ে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে দেওয়া হল। দুটি সার্চলাইট ও কিছু পটকাও দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের সুলকাপাড়ার বিট অফিসার গজেন বর্মন, দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

সচেতনতা

ক্রান্তি, ৪ জুলাই : ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ও ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে শুক্রবার ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। আগুন লাগলে কী কী করণীয় এবং নেভানোর পদ্ধতি সম্পর্কে ক ড্রিল করা হয়। ছিলেন ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলম প্রমুখ।

জীবনাবসান

রাজগঞ্জ, ৪ জুলাই : শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা নারায়ণ কীর্তনিয়া। শুক্রবার বলরাম হাটের নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ১৯৮০ সালে বিজেপির জন্মলগ্ন থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি বিজেপির রাজগঞ্জ উত্তর মণ্ডল কমিটির সদস্য ছিলেন। শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির উত্তর মণ্ডল কমিটির সভাপতি অর্জুন মণ্ডল এবং বিজেপির জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দিলীপ চৌধুরী।

প্রয়াণ দিবস

চালসা, ৪ জুলাই : শুক্রবার চালসা গোলাই এলাকায় পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধারণ মানুষ। স্বামীজির জীবনী নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী দীপক ভুজেল, সোনা সরকার, তাপস চৌধুরী সহ অন্যরা।

সবার মাঝেও একা।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের কালদিঘিতে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা রায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পরিকল্পনার অভাবে বেহাল লক গেট

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৪ জুলাই : সেচের জন্য লকগেট বানিয়ে নদীর জল আটকানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। লক গেটের উপর দিয়ে যাতে পারাপার করা যায়, সেই পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা আর বাস্তবের মাঝে ফারাক থেকে যাওয়ায় সেচ ও যাতায়াত- কোনওটিই আর হচ্ছে না ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গির দক্ষিণ খালপাড়ায়। কৃষক না পাচ্ছেন সেচের জল, স্থানীয় বাসিন্দারা না পারছেন ওই নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে।

ফলে ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াতই হয়ে উঠেছে ভবিতব্য। ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে লক গেটের নামে একটি অর্ধসমাপ্ত নির্মাণের জন্য। এখন লকগেটটির পুনর্নির্মাণের দাবিতে সরব গ্রামবাসী। ইতিমধ্যে নদীর গতিপথ ১০-১৫ মিটার সরে যাওয়ায় সেখানে লক গেটটি তৈরি এখন অর্থহীন। ২০ বছর আগে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচে খুলনাই নদীতে লকগেটটি তৈরি করা হয়েছিল।

উদ্দেশ্য ছিল, নদীর জল ধরে রেখে শুখা মরশুমে সেচের জন্য ব্যবহার করা। অপরদিকে, গ্রামবাসীকে খুলনাই নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। স্থানীয় কৃষক জগদীশ ভক্তের কথায়, 'লকগেটটি আমাদের কোনও কাজেই আসে না। নদী থেকে অনেকটাই দূরে থাকায় জল আটকানোও সম্ভব নয়। আমরা নদী পারাপারও করতে পারছি না। বর্ষায় নদী জলে টইটুম্বুর থাকলে পারাপার করা খুবই সমস্যার হয়ে যায়।'

উত্তর ও দক্ষিণ খালপাড়ার প্রায় চার হাজার গ্রামবাসী সাঁকোর উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হন। পরিকল্পনা মাফিক লক গেটটি তৈরি হলে সাধারণ গ্রামবাসী উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু লক গেটটি তৈরি হলেও সেটি কাজে না আসায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। চৌরঙ্গি কৃষিপ্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। শ্যালো দিয়ে জমিতে জলসেচ করতে কৃষকদের মোটা টাকা গুনতে হয়।

এলাকার কৃষক কানাই বৈদ্য, সন্তোষ বৈদ্য, পরিতোষ বৈদ্যরা জানিয়েছেন, এসব জনগণের করের টাকার অপচয় ছাড়া কিছু নয়। লক গেটটি পরিকল্পনা করে বানানো হলে কয়েকশো কৃষক উপকৃত হতেন। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের কথায়, 'বাম আমলে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে লক গেটটি বানানো হয়েছিল। কারও কাজেই লাগছে না। লক গেটটি ঠিকঠাক তৈরি হলে গ্রামবাসীকে ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হত না।'

তিনি বলেন, 'এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য থাকাকালীন আমি বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' পুনরায় সেচ দপ্তরকে তিনি জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সেচ দপ্তরের মালবাজারের এক আধিকারিক বলেন, 'ঊর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- আনুমানিক ২০ বছর আগে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে খুলনাই নদীর ওপর লক গেটটি তৈরি করা হয়েছিল
- কৃষকরা জলও পাচ্ছেন না, অপরদিকে ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের
- সঠিক পরিকল্পনার অভাবে দুটোর কোনওটাই কাজে আসছে না গ্রামবাসীদের

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলোয় একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোথাও মিলছে না মজুরি, কোথাও আবার অর্ধেক বকেয়া মেটানো হয়েছে। বাকি অর্ধেক কবে দেওয়া হবে, তা নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই মালিকপক্ষের তরফে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সংকটে পড়েছেন চা শ্রমিকরা। চরম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা।

মিলছে না মজুরি, সংকটে বাগ্রাকোট

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৪ জুলাই : কাজ করেও ঠিক সময়ে মিলছে না মজুরি। দুই মাসের মজুরি বাকি পড়ে আছে। সেইসঙ্গে চা শ্রমিকরা অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। গত কয়েকমাস ধরে এমনই দুরবস্থার চিত্র ধরা পড়েছে বাগ্রাকোট চা বাগানে। বাগান মালিকদের বারবার বলা হলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে শ্রমিক পরিবারগুলি। এই পরিস্থিতিতে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করে শুক্রবার মালের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিলেন বাম ও কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সহকারী শ্রম কমিশনার শুভ্রজিৎ সরকার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে না চাইলেও বিষয়টি তিনি ডিস্ট্রিক্ট লেবার কমিশনার ও জয়েন্ট লেবার কমিশনারকে জানাবেন বলে শ্রমিক নেতৃত্বকে জানিয়েছেন।

গত কয়েকমাস ধরেই শ্রমিকদের মজুরি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। মানাবাড়ি ও বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকদের একই অবস্থা। কখনও টানা কাজ বন্ধ রেখে যেমন মানাবাড়িতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তেমনি আবার ম্যানেজার ঘেরাও কর্মসূচি, লাগাতার গেট মিটিং করেও বিক্ষোভ প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা গিয়েছে বাগ্রাকোটের শ্রমিকদের।

শুক্রবার বিকালে সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিতে যান সিটু নেতা পবন প্রধান, এনইউপিডব্লিউ নেতা অমিত ছেত্রী। এছাড়া ছিলেন অজয় বিশ্বকর্মা, হিরা বাহাদুর ছেত্রী, কিশোর প্রধান প্রমুখ। শ্রমিক নেতারা জানান, মজুরি বাকি থাকলেও মালিকপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে।

স্মারকলিপি দিতে হাজির বাম ও কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

> গত শুখা মরশুমে আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া হয়ে গিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী অগাস্টের মধ্যে পুরোনো সব বকেয়া মিটিয়ে দিতে। বাগানটি চালু রেখে কীভাবে আরও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া যায় সেদিকে সকলের সহযোগিতা কাম্য।
>
> **– সুরজিৎ বক্সী** *ডিরেক্টর টি অ্যান্ড বেভারেজেস লিমিটেড*

টি অ্যান্ড বেভারেজেস লিমিটেডের তরফে ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী এদিন বলেন, 'গত শুখা মরশুমে আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া হয়ে গিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী অগাস্টের মধ্যে পুরোনো সব বকেয়া মিটিয়ে দিতে।' তিনি বলেন, 'বাগানটি চালু রেখে কীভাবে আরও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া যায় সেদিকে সকলের সহযোগিতা কাম্য।'

মজুরি বকেয়া থাকার কারণে শ্রমিক পরিবারগুলি আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান কবে হবে, সংকট কবে কাটবে, সেদিকেই তাকিয়ে শ্রমিক মহল্লা।

গ্রাসমোড় চা বাগান নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। শুক্রবার।

বৈঠকে খুশি নয় গ্রাসমোড়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আলোচনায় সন্তুষ্ট নয় গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকরা। কবে সেখানে বকেয়া দুই পাক্ষিকের মজুরি দেওয়া হবে তা নিয়ে শুক্রবার মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মালিকপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে, এদিন ওই বাগানটির স্টাফ, সাব-স্টাফদের বকেয়া দু'মাসের মধ্যে এক মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার প্রসেনজিৎ দেব বলেন, 'আমরা কিছুটা সময় চেয়েছি। বাগান কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক করতে প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়েছে।'

এদিনের বৈঠক থেকে যে সদর্থক কিছু মেলেনি এমনটা খোলাখুলিই জানাচ্ছেন বাগানটির দুটি শ্রমিক সংগঠনই। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'পিএফ- গ্র্যাচুইটির মতো নানা খাতের কয়েক কোটি টাকার বকেয়া তো রয়েইছে। কাজ করিয়ে এখন ঠিকমতো মজুরিটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষ তৈরি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা দ্রুত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছি। দেখছি-দেখব করে বেশিদিন চলতে পারে না।' অন্যদিকে, বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা বলেন, 'এককথায় বৈঠকে আশাপ্রদ কিছু বের হয়ে আসেনি। সহকারী শ্রম কমিশনারকে বলা হয়েছে বাগানের হেড অফিসের প্রতিনিধি সহ অ্যাকাউন্ট সেকশনের কর্তাদের নিয়ে দ্রুত আরেকটি বৈঠক ডাকার জন্য।'

এর আগে গত মঙ্গলবার বকেয়ার দাবিতে নাগরাকাটার উপকণ্ঠে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া ওই বাগানটিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। দু'দিন কেউ কাজেও যোগ দেননি। বুধবার বকেয়া তিন পাক্ষিকের মধ্যে এক পাক্ষিকের মজুরি দিয়ে দেওয়া হয়। এখন সেখানে কাজকর্ম চালু থাকলেও মূল দাবি নিয়মিত মজুরি দিতে হবে। নয়তো ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের হয়ে ছিলেন আজাদ আনসারি, বৈজুনাথ নায়েক, সুরেশ ওরাওঁ, অনুপ লাকড়া, প্রেম ভুজেল, রাজু ঘলে প্রমুখ। অন্যদিকে, বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন সন্তোষ ভুজেল, বিশু বড়াইক, সঞ্জয় সাউ, সুকুরমুনি ওরাওঁ, রিংকি খালকো।

সজল গ্রাম

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাসমারি বস্তিকে সজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হল। সেখানকার ৪২৫টি বাড়ির প্রতিটিতেই জল জীবন মিশন বা জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঘাসমারি বস্তিকে নিয়ে নাগরাকাটা ব্লকের ৩টি গ্রাম এখনও পর্যন্ত সজল গ্রামের তকমা পেল। এর আগে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টন্ডু ও চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিলা চা বাগানকে সজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলপাইগুড়ির জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর রায় বলেন, 'এর ফলে প্রতি বাড়িতে দিনে ৫০ লিটার করে পানীয় জল প্রাপ্তি নিশ্চিত হল।'

ঘাসমারিতে এখন থেকে বাড়ি বাড়ি সকাল-বিকেল দু'বেলা জল পৌঁছে যাবে। এজন্য দুটি পাম্পহাউস সহ দেড় লক্ষ লিটার ধারণ ক্ষমতার জলাধার তৈরি করা হয়েছে। এলাকার স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও পানীয় জলের এই প্রকল্পটির আওতায় আসবে বলে পিএইচই কর্তারা জানিয়েছেন।

বাড়ি ফেরা।। জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তাপাড়ে ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

ছোট্ট তারা

ধূপগুড়ির দক্ষিণ খয়েরবাড়ির ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মৌসুমি রায় তাইকোন্ডোর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছে। তার সাফল্যে খুশি পরিবারের সকলে।

জঞ্জাল থেকে মুক্তি চাইছে বানারহাট

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৪ জুলাই : বানারহাট সাপ্তাহিক হাটের পরে পরিষ্কার করা হচ্ছে না বাজার চত্বর। ফলে হাটের দিন ছাড়া বাকি দিনগুলি আবর্জনা যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকছে। আর এই আবর্জনার গন্ধে দমবন্ধ অবস্থা হাটখোলা সংলগ্ন বসবাসকারী বাসিন্দাদের। শুধু হাটে আসা ব্যবসায়ীদের ফেলে রাখা আবর্জনা নয়, বাইরের বাসিন্দারাও ফাঁকা স্থান পেয়ে রাতের অন্ধকারে ফেলে রেখে যাচ্ছেন অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আবর্জনা।

যদিও বানারহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপস পাল বলেন, 'বাজার সপ্তাহে দুইদিন পরিষ্কার করা হয়। পরিষ্কার করার জন্য লোক রয়েছেন। যাঁরা ওই কাজ নিয়মিত করছেন।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, একমাত্র হাটের আগের দিন হাট পরিষ্কার করা হয়। বাকি দিনগুলিতে দুর্গন্ধে বাজার এলাকা দিয়ে যাওয়া যায় না। এছাড়া মশামাছির অত্যাচারে বাড়িতে থাকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি বাড়ির ছোট পড়ুয়ারা ওই আবর্জনার জন্য এলাকায় খেলাধুলো করতে পারে না। তাঁদের দাবি, নিয়ম করে বাজার চত্বর পরিষ্কার করুক স্থানীয় বাজার প্রশাসন। পাশাপাশি অন্য এলাকার ব্যবসায়ীরা যাতে বাজারে এসে আবর্জনা না ফেলেন তাও দেখা জরুরি।

বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কুট্টি নন্দীর বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেকদিন আবর্জনা পরিষ্কার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছি। এমনকি বাজার এলাকায় আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন দেওয়া হবে। আশা করি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সমস্যা যেখানে

- বাইরের বাসিন্দারাও ফাঁকা জায়গা পেয়ে রাতের অন্ধকারে ফেলে রেখে যাচ্ছেন অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আবর্জনা
- একমাত্র হাটের আগের দিন হাট পরিষ্কার করা হয়, বাকি দিনগুলিতে দুর্গন্ধে বাজার এলাকা দিয়ে যাওয়া যায় না
- মশামাছির অত্যাচারে বাড়িতে থাকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে

হাটখোলা এলাকার বাসিন্দা মঞ্জু মাহেশ্বরী জানিয়েছেন, বাজারের পর সঠিকভাবে সাফাই না হওয়ার কারণে আবর্জনা পড়ে থাকে। পাশাপাশি বাইরের কিছু বাসিন্দা রাতের অন্ধকারে ওই স্থানে আবর্জনা ফেলে এলাকা দূষিত করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। আরেক বাসিন্দা মীরা আগরওয়ালের বক্তব্য, 'আমরা বারবার এলাকার পঞ্চায়েত ও বাজার কমিটিকে জানিয়েছি যাতে বাজারের পরে সপ্তাহের বাকি দিনগুলি এলাকা পরিষ্কার করা হয়। এই অবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবার নিয়ে বসবাস করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' একই কথা বললেন বাসিন্দা রিতু মিত্রও। এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দাবি বাসিন্দাদের মধ্যে জোরালো হচ্ছে।

শুঁয়োপোকার উপদ্রবে ক্ষতি পাটচাষিদের

রাজগঞ্জ, ৪ জুলাই : শুঁয়োপোকার উপদ্রবে ক্ষতির মুখে পাটচাষিরা। পাট গাছের পাতা খেয়ে নিচ্ছে শুঁয়োপোকা। গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির আগেই তাই পাট কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। ফলে বিঘাপ্রতি পাট উৎপাদন কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুধু চাষে নয়, অনেক সময় বাড়িতেও ঢুকে যাচ্ছে শুঁয়োপোকা। তাতে অসুস্থ হয়ে অনেকে ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গুপাড়ার পাটচাষি হবিবর রহমান বলেন, 'পাট গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য আরও ১৫ থেকে ২০ দিন মাঠে রাখলে ভালো হত। কিন্তু শুঁয়োপোকার উপদ্রবে গাছ কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি। ফলে পাটের ওজন কম হবে। বিঘা প্রতি উৎপাদন অনেক কমে যাবে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। শুধু আমার নয়, সবার খেতেই শুঁয়োপোকার আক্রমণ বেড়েছে।'

রহিমুদ্দিন মহম্মদ নামে এক কৃষক বলেন, 'পাট কাটতে যাওয়ার সময়ে গায়ে শুঁয়োপোকা পড়েছে। গায়ের যেখানে শুঁয়োপোকা পড়ছে, সেখানে লালচে হয়ে ফুলে যাচ্ছে। পরে ঘা হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে দিনমজুররা পাট কাটতে আসছেন না। নিজেদেরই কাটতে হচ্ছে।' কীটনাশক স্প্রে করেও এই সমস্যা দূর করা যাচ্ছে না।

গৃহবধূ মর্জিনা খাতুন বলেন, 'শুঁয়োপোকার জন্য টেকা দায় হয়ে পড়েছে। রান্নাঘরে, এমনকি রাতে মশারিতে শুঁয়োপোকায় ভরে যাচ্ছে।' এই সমস্যার সমাধানে কিছুদিনের মধ্যে কৃষকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হবে বলে কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বলেন, ইতিমধ্যে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে এরকম অনেক রোগী এসেছেন। শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যে কোনও সরকারি হাসপাতালে এই ওষুধ পাওয়া যায়।

বসে আঁকো

চালসা, ৪ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে শুক্রবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চালসার একটি বেসরকারি হোটেলে মেটেলি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি করা হয়। শতাধিক পড়ুয়া এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে অভিভাবকদের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' এর বিষয়েও সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মিঝার, চালসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি হমেশ্বর রায় প্রমুখ।

স্পিডব্রেকার নেই, লাগামহীন বাইকাররা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৪ জুলাই : নিয়ন্ত্রণহীন বাইকারদের দাপটে তটস্থ পথচারীরা। বিশেষ করে প্রবীণ পথচারীরা। এর জেরে প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যাও। কিন্তু তারপরেও হুঁশ নেই কারও।

দীর্ঘদিন ধরে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওদলাবাড়ি চৌরাস্তার ট্রাফিক মোড় থেকে ক্রান্তিগামী পূর্ত সড়কজুড়ে বাইকারদের দাপট দেখা যাচ্ছে। সড়কটির প্রায় তিন কিলোমিটার অংশজুড়ে দু'পাশে রয়েছে আবাসিক এলাকা। রয়েছে সরকারি অফিস, বাচ্চাদের স্কুল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহ আরও বহু কিছু। অথচ ট্রাফিক মোড় থেকে এগিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ডন বসকো স্কুলের সামনে ছাড়া আর কোথাও স্পিডব্রেকার নেই। যে কারণে গতি নিয়ন্ত্রণের পরোয়াও নেই বাইকারদের। ফলে চার লেনের পূর্ত সড়কে মাঝেমধ্যেই বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু প্রসাদ জানান, প্রায় তিন বছর আগে দুরন্তগতির এক বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পায়ের হাড় একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক উপেন্দর ঝাঁ'র। যার জেরে আজও গৃহবন্দি জীবন কাটাতে হচ্ছে পাওয়ারহাউস কলোনির ওই বাসিন্দাকে।

এছাড়াও মাত্র সাতদিন আগেই সড়ক পেরিয়ে তিস্তা ব্যারেজ টাউনশিপে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন সেচ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নারায়ণচন্দ্র পাল। তিনি এখনও শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এর বাইরে অত্যন্ত ব্যস্ত এই সড়কের কালী মন্দির, পাওয়ারহাউস, টাউনশিপ এক নম্বর গেট প্রভৃতি এলাকায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিস্তা টাউনশিপ কলোনির বাসিন্দা বিষ্ণু সিংহ রায়। পাশাপাশি, আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সড়কের ডিভাইডারে লাগানো বেশ কিছু লোহার ব্যারিয়ার ইদানীং উধাও হয়ে গিয়েছে। ফলে রাস্তা পারাপারের নির্দিষ্ট জায়গা বাদ দিয়েও এদিক-ওদিক দিয়ে যাতায়াত শুরু করেছেন পথচারীরা। দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ার এটাও অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন অনেকে।

দুর্ঘটনা বাড়ছে ওদলাবাড়ির ব্যস্ততম পূর্ত সড়কে।

সবমিলিয়ে অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে দুরন্তগতির বাইকচালকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি সড়কের নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি জানিয়েছেন শংকর বিশ্বাসের মতো প্রবীণরা। বিষয়টি নিয়ে মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'সম্প্রতি তিস্তা ব্যারেজ দপ্তর থেকেও এমনই একটি দাবির কথা জানানো হয়েছে। পূর্ত ও সড়ক বিভাগের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' একইসঙ্গে ব্যস্ত এই পূর্ত সড়কজুড়ে যেখানে খুশি টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা, দুরন্তগতির বাইকচালকদের নিয়ন্ত্রণে আনতেও অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভিড় সামলাতে তৈরি জল্পেশ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ জুলাই : গত বছর জল্পেশের শ্রাবণীমেলা চলাকালীন এক রবিবার একসঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। তাতে ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল। চলতি বছর প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা চলাকালীন ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবছর শ্রাবণীমেলায় ভিড়ের চাপে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আগে থেকেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা তিস্তাঘাট ও জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করেন। এরপর ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে সন্ধ্যায় বৈঠক করেন তাঁরা।

বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দুর্ঘটনা রুখতে এবছর ১০০ টাকার বিশেষ টিকিট ও ২০ টাকার সাধারণ টিকিট উঠিয়ে শুধুমাত্র ৫০ টাকার একরকমেরই টিকিট করা হবে। পুরুষদের লাইন হবে একটি। যেটি হাতি গেটের বাম পাশ দিয়ে স্কাইওয়াকে দিয়ে উঠে মন্দিরে যাবে। মহিলাদের জন্য মন্দিরের নীচে ডানদিকের গেট ব্যবহার করা হবে। বের হওয়ার জন্য একটি পথ থাকবে। জল ঢালার পর কেউ আর মন্দিরে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না। জল ঢেলে মন্দিরের পশ্চিমদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে মেলার মাঠের দিক দিয়ে পুণ্যার্থীদের বের করা হবে। ভিড়ের চাপে যাতে ব্যারিকেড ভেঙে না যায় সেজন্য অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও অনেক বেশি মজবুত করে তৈরি করা হবে। যাতায়াতের জন্য জল্পেশ মন্দিরের আগে জরদা নদীর ওপর জেলা পরিষদ ও পূর্ত দপ্তরের থেকে নবনির্মিত দুটি সেতু শ্রাবণীমেলার আগেই খুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, তিস্তাঘাটে এবছর কোনও দোকান বসতে দেওয়া হবে না। তিস্তা সেতু থেকে ময়নাগুড়ির দিকে আসার সময় কেবলমাত্র রাস্তার বামদিকেই দোকান দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা।

জেলা শাসক বলেন, 'পুণ্যার্থীদের যাতে শ্রাবণীমেলায় এসে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভিড়ের চাপে যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্য শুধুমাত্র ৫০ টাকার একরকমেরই টিকিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

পুলিশ সুপারের কথায়, 'আমরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাই না। ভিড় মোকাবিলার পাশাপাশি পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে মন্দিরে জল ঢালতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করছেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্যরা।

কী কী ব্যবস্থা

- শুধুমাত্র ৫০ টাকার টিকিট করা হবে
- পুরুষদের লাইন হবে একটি
- মহিলাদের জন্য মন্দিরের নীচে ডানদিকের গেট ব্যবহার করা হবে
- বের হওয়ার জন্য একটি পথ থাকবে
- জল ঢালার পর কেউ আর মন্দিরে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না
- ব্যারিকেড অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি মজবুত করে বানানো হবে

আকাশ এত মেঘলা, যেও নাকো একলা।। *শুক্রবার ক্রান্তির চেল নদীর পাড়ে। কৌশিক দাসের তোলা ছবি।*

৩ তরুণের নামে থানায় অভিযোগ

রাজগঞ্জ, ৪ জুলাই : সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের তরফে ভোরের আলো থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে দেখার পর বৃহস্পতিবার রাতে রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজ ঘাটের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি অরুণ রায় তিন তরুণের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুই তরুণ একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অশালীন ও অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। সেটা ভিডিও রেকর্ডিং করে আরেক তরুণ সামাজিক মাধ্যমে ছেড়েছেন। তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনে নামব।' একই বক্তব্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মান্তাদারি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেনেরও। তিনি জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

এবিষয়ে বিজেপির মান্তাদারি অঞ্চল কমিটির কনভেনার দুলাল অধিকারী বলেন, 'সাংবিধানিক উচ্চপদে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা উচিত নয়। আমরা অনেক সময় দেখেছি তৃণমূল কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকায় জুতো দিয়ে মারছেন, গালিগালাজ করছেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ যদি এরকম অবমাননা করে মন্তব্য করে থাকে আমি তার নিন্দা করছি।'

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

গয়েরকাটা, ৪ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গয়েরকাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তার পাঠ দিল পুলিশ। শুক্রবার বানারহাট ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে গয়েরকাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি র‍্যালি করার পাশাপাশি তাদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সম্পর্কে সচেতন করেন জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসেন লেপচা সহ বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায়। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, হেলমেট ব্যবহার না করার ফলে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তাই এদিন সকলকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামবাসীদের তালা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৪ জুলাই : পরিকাঠামো নেই, শিক্ষিকা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। ক্ষোভে জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের বেলাকোবার ১৫৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার রাজকুমার মোদি এবং পর্যবেক্ষক নুরুন্নেসা।

বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাড়ি এলাকায় এই আইসিডিএস কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দেওয়া হয় না পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম। নিম্নমানের চাল দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। কর্মীদের অনিয়মিত উপস্থিতি নিয়েও পর্যবেক্ষক এবং প্রোজেক্ট অফিসারের সামনে সোচ্চার হন গ্রামবাসী। প্রতি শনিবার সেন্টার বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দা মেনকা রায়।

স্থানীয়রা দুই কর্মীর বদলির দাবি তুলেছেন। যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী জয়া রায় বলেন, 'শিশু, অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতি মিলিয়ে মোট ৯৪ জনকে পরিষেবা দেওয়া হয়। আমি ছয় মাস আগে এই সেন্টারে যোগ দিয়েছি। সোমবার থেকে শনিবার কেন্দ্র খোলা থাকে এবং সবাই পরিষেবা পায়।' তবে সময়মতো না আসার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'অভিভাবকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ৯টার বদলে সাড়ে ১০টায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা হয়।'

অভিযোগ

- দেওয়া হয় না পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম, শিশুদের নিম্নমানের চাল দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়
- কর্মীদের অনিয়মিত উপস্থিতির বিষয় নিয়েও পর্যবেক্ষক এবং প্রোজেক্ট অফিসারের সামনে এদিন সোচ্চার হন গ্রামবাসীরা
- বেলাকোবার ১৫৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিকাঠামো নেই, শিক্ষিকা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ
- প্রতি শনিবার সেন্টার বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা

জয়ার পালটা অভিযোগ, 'যে বাড়িতে সেন্টারটি চলে, তার মালিককে এক বস্তা করে চাল, এক প্যাকেট তেল, এক প্যাকেট লবণ, ৩-৪ কেজি ডাল দিতে হয়।' বাড়ির মালিক অঞ্জলি রায় বলেন, 'আমরা কখনও খাদ্যসামগ্রী চাইনি। কর্মী ও সহায়িকারা ব্যাগভর্তি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যান। তার মধ্যে কিছু আমাদের দেন।'

প্রোজেক্ট অফিসার রাজকুমার মোদি বলেন, 'সব অভিযোগ শুনেছি। নির্দিষ্ট মিড-ডে মিল এবং কেন্দ্র যাতে বন্ধ না থাকে, সে ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত করছি।' যদিও বদলির বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু গ্রামবাসী বদলির দাবিতে অনড়। বদলি না হওয়া পর্যন্ত আইসিডিএস সেন্টারের তালা খোলা হবে না বলে তাঁরা জানিয়ে দেওয়ায় আলোচনা ভেস্তে যায়।

রাজকুমার বলেন, 'এতগুলো শিশুকে বঞ্চিত করা যাবে না। ফের বৈঠকের আয়োজন করা হবে এবং সেন্টার চালু হবে।' সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন আরও জোরালো হবে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

মাল শহরে নিয়ম ভাঙছে বাইক, টোটো

মালবাজার, ৪ জুলাই : প্রত্যেক বছর ঘটা করে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হয়। অথচ পথ নিরাপত্তার বিধি পালনের চিহ্নমাত্র নেই। সচেতনতার অভাব রয়েই যাচ্ছে যানবাহন চালকদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মাল শহরে।

সদ্য শেষ হওয়া জুন মাসের শেষে মালবাজার থেকে ডামডিম যাওয়ার পথে একজন বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় পথ দুর্ঘটনায়। তার কয়েকদিন পরেই আরেকটি দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর জখম হয়েছিলেন। রথযাত্রার দিন মেলা থেকে ফেরার সময় মাল শহরের সুভাষ মোড়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা বলছেন, বাইকচালকদের মধ্যে হেলমেট না পরার প্রবণতা কিছুতেই কমছে না। এছাড়া জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে দিব্যি চলছে টোটো। আর সাবালক হওয়ার আগেই বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে অল্পবয়সিরা। তাদের তো লাইসেন্সও নেই।

বাড়ছে দুর্ঘটনা

জলপাইগুড়ি জেলার ট্রাফিকের ডিএসপি অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, 'আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করছি সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করার। পথনাটিকা সহ সচেতনতামূলক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার অভাব প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে ডুয়ার্স ফোরামের চন্দন রায় ও পঙ্কজ সিংঘালরা একমত। তাঁরা জানান, সচেতনতামূলক অভিযানের নামে অনেক কিছুই হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো রাস্তায় কার্যকরী ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন জেলার বিরোধী নেতারাও। তাঁরা জানাচ্ছেন, যা যা হচ্ছে সবই নাকি লোকদেখানো। সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, 'যা যা সুরক্ষাবিধি মানলে দুর্ঘটনা কমত সেগুলো না করে, কিছু অনুষ্ঠান করছে প্রশাসন।' তাঁর অভিযোগ, এসবের ফলে আদতে বিমা সংস্থাগুলোর সুবিধা হচ্ছে। বিমার দাবি ও এফআইআরের সংখ্যা বাড়লেও আগের তুলনায় কম টাকা পাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে জলপাইগুড়ির তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'প্রশাসনের কাজ প্রশাসন সঠিকভাবেই করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ নানা পরিকল্পনা আমাদের রাজ্যে হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন রাজ্যবাসী।'

ফাটাপুকুরে বিডিও

বেলাকোবা, ৪ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ফাটাপুকুরের অবস্থা বেহাল। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। আগাছা ও আবর্জনায় বুজে যাওয়া ফাটাপুকুর উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছে রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার ভূমি আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে পুকুর সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বিডিও জানান, এই পুকুরটি সংস্কার করার জন্য এবং পুকুরকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের কীভাবে আকর্ষিত করা যায় সেবিষয়ে জেলা শাসকের সাহায্যে পর্যটন দপ্তরে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দ্রুত পুকুরের সংস্কার সহ অন্যান্য কাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এভাবেই জল পান করে পড়ুয়ারা। কাজিপাড়ায়। –সংবাদচিত্র

পরিদর্শনে বিডিও প্রশান্ত বর্মন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে কিছু দোকানের আবর্জনা এই পুকুরে ফেলা হয়। এমনকি দোকানদাররা পুকুর সংলগ্ন জমি কিছুটা দখল করে নিয়েছেন। এদিন বিডিও বেশ কয়েকটি দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীদের জায়গা দখল ও পুকুরে আবর্জনা ফেলার বিষয়ে বারণ করেন। এবিষয়ে ব্যবসায়ীরা জানান, কাজ শুরু হলে তাঁরা প্রশাসনের নিয়ম মেনে চলবেন।

হস্টেল উদ্বোধনে বুলু

মেটেলি, ৪ জুলাই : শুক্রবার মেটেলিতে তপশিলি উপজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য ১০০ বেডের হস্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। ফিতে কাটেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কস্তুরবা গান্ধি বালিকা বিদ্যালয়ে ওই হস্টেল তৈরি হয়েছিল। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মেয়েরা এখানে থাকতে পারবে। সরকার খরচ বহন করবে। এদিন ২০ জন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েকে নিয়ে ওই হস্টেলের উদ্বোধনে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবশংকর দাস, মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিশা ঘোষাল, পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌমেন চক্রবর্তী এবং অন্যরা। মন্ত্রী বুলু বলেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই হস্টেলে থেকে আরও ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে।'

পাইপ থাকলেও নেই জল সরবরাহ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৪ জুলাই : পাইপলাইন থাকলেও পানীয় জলের পরিষেবা এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ফলে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিপাড়া ও আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। এমনকি কাজিপাড়া এলাকার স্কুলগুলিতেও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন জলপাইগুড়ি জেলার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) আধিকারিকরা।

ওই এলাকায় কথাপাড়া পানীয় জলপ্রকল্প থেকে ঠিকমতো জল সরবরাহ হয় না। জলের বেগ কম থাকায় অনেক জায়গায় জল পৌঁছায় না। কাজিপাড়া বিএফপি স্কুলের শিক্ষক কল্যাণ অধিকারী বলেন, 'স্কুলে জলের লাইন রয়েছে। কিন্তু জল সরবরাহ চালু হয়নি। বাধ্য হয়ে স্কুলের নলকূপ থেকেই জল পান করছে পড়ুয়ারা।' জলের পাইপ বসানোর কাজ এখনও প্রায় ৫০ শতাংশ বাকি রয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যেখানে পাইপলাইন বসেছে, সেখানেও জলের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে, জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে বলে পালটা দাবি করেছেন পিএইচই আধিকারিক। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার অশোক দাস বলেন, 'জলের বেগ কম রয়েছে। কিন্তু জলের পাইপ বসানোর কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। কিছু জায়গায় জলের সমস্যা রয়েছে। তবে কথাপাড়া জলপ্রকল্পের সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

এর আগে গাদং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশচালা, গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নলডোবার পাড়ে পানীয় জলের সমস্যা খতিয়ে দেখেছেন পিএইচই'র আধিকারিকরা। কিছু জায়গায় সমস্যা মেটানো হয়েছে, কিন্তু এখনও এলাকার একাংশে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। ওই এলাকায় প্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়ে অপরিস্রুত জল পান করছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে পিএইচই আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করছে বলে জানান গাদং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পারমিতা রায় সরকার।

মিছিল ও পথসভা

চালসা, ৪ জুলাই : আগামী ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে চালসায় শুক্রবার বিকেলে সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির উদ্যোগে মিছিল ও পথসভা করা হয়। কর্মসূচিতে সিটু, খেত মজদুর ও চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন।

চালসা

এদিন চালসার সিপিএম পার্টি অফিস থেকে লাল ঝান্ডা হাতে ওই মিছিল বের হয়ে যায় মঙ্গলবাড়ি বাজার। সেখান থেকে মিছিলটি পুনরায় চালসা গোলাইয়ে এসে শেষ হয়। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সিটু নেতা সিকান্দার মাঝি, চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের তরফে কর্নেবাহাদুর লামা, শংকর বিশ্বাস সহ অন্যরা।

রাস্তা তৈরিতে বাধা দিয়ে ধৃত ১

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৪ জুলাই : সরকারি রাস্তার কাজে বাধা দিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার একজন অভিযুক্তকে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় ধৃতের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এখনই ধৃতের নাম প্রকাশ্যে না এনে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনয় শা মোড় এলাকার ঘটনা।

বিনয় শা মোড় থেকে জলঢাকা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক বরাদ্দে প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু কাজ শুরুর পর থেকে মাঝেমধ্যেই জনাকয়েক দুষ্কৃতী নিয়মিত সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছিল। ঘটনায় বিরক্ত ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মাগুরমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বনশ্রী রায় বলেছেন, 'ঘটনার বিষয়ে শুনেছি। কেউ সরকারি কাজে বাধা দিলে তা বরদাস্ত করা হবে না। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।' এদিকে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা গিয়েছে, রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। গোটা ঘটনা প্রাথমিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আইআইটি-তে দলসিংপাড়ার বিবেক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা জেইই অ্যাডভান্স পরীক্ষায় তাক লাগানো ফল করে গুয়াহাটি আইআইটি-তে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর পরিচালিত নাগরাকাটার একলব্য মডেল স্কুলের পড়ুয়া বিবেক লামা। বন্ধ পড়ে থাকা কালচিনির দলসিংপাড়া চা বাগানের নয়া লাইনের বাসিন্দা এই মেধাবী ছাত্র অঙ্ক ও কম্পিউটিং নিয়ে বিটেক পড়বেন। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে শতকরা ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিলেন বিবেক। প্রিয় বিষয় অঙ্কে পান ১০০ নম্বর। বিবেকের বক্তব্য, 'আলাদা কোচিং তো দূর, প্রাইভেট টিউটরও ছিল না। স্কুলের হস্টেলে শিক্ষকদের দেখানো পথে পড়াশোনা করে গিয়েছি। পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়তাম। ইউটিউবের বিভিন্ন ক্লাস আমাকে ভালো ফলাফলে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে অঙ্ক নিয়ে এগোতে চাই। অন্য পড়ুয়াদের প্রতি আমার বার্তা, পরিশ্রম করলে সফলতা মিলবেই।' নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশাল বলেন, 'প্রথমে আমি অঙ্কে দুর্বল ছিলাম। একরকম ভয় কাজ করত। তবে বারবার অনুশীলন করে, সমস্যা কাটিয়ে এখন অঙ্কই আমার প্রিয় বিষয়।'

> আলাদা কোচিং তো দূর, প্রাইভেট টিউটরও ছিল না। স্কুলের হস্টেলে শিক্ষকদের দেখানো পথে পড়াশোনা করে গিয়েছি। পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়তাম। অন্য পড়ুয়াদের প্রতি আমার বার্তা, পরিশ্রম করলে সাফল্য মিলবেই।
>
> **বিবেক লামা**
> *আইআইটি-তে সুযোগ পাওয়া পড়ুয়া*

জেইই অ্যাডভান্স পরীক্ষায় তপশিলি উপজাতির পড়ুয়াদের মধ্যে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাংক ২২৫। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেইনস পরীক্ষায় র‍্যাংক ছিল ২৩৮। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। সেখানেও ভালো ফলের আশা রয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের জলপাইগুড়ির প্রকল্প আধিকারিক প্রবীণ লামা বলেন, 'বিবেকের মতো ছাত্ররা প্রত্যন্ত এলাকার অন্যদের কাছে অনুপ্রেরণা। আরও উন্নতি কামনা করি।'

একলব্য মডেল স্কুলে যারা পড়াশোনা করে তারা প্রত্যেকে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের চা বাগানের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। আগেও নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে একাধিক মেধাবী ছেলেমেয়ে। তবে আইআইটিতে বিবেকের সুযোগ পাওয়া, স্কুলের ইতিহাসে নজির। বাবা বুদ্ধ লামা চা বাগানে ছোট মুদির দোকান চালান। মা অনুপা গৃহবধূ। বুদ্ধ বলেন, 'এই বাগান কখনও খোলা, কখনও বন্ধ থাকে। প্রায়শই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। ছেলের ভবিষ্যতের পড়াশোনা চালানো নিয়ে উদ্বেগে রয়েছি।' একমাত্র সন্তানের সাফল্যে চোখে জল বিবেকের মা অনুপার। তিনি বলেন, 'অনেক কষ্ট করে আমরা ওকে পড়াশোনা করাচ্ছি। ছেলে সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছে।'

বিবেকের কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানে। অনেকেই বিবেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছেন। অত্যন্ত ভদ্র, নম্র স্বভাবের বিবেক বলেন, 'অনেক দূর যেতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সবে শুরু হল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা জয় প্রকাশ দাস - কে 22.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43C 93231 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শব্দে ব্যাক্ত করতে পারবো না আমি কতটা আনন্দিত। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের ফলে আমার জীবনশৈলী সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। যাকে অন্যান্য টিকিটের মতো একটি ক্ষুদ্র টিকিট মনে হচ্ছিল সেটি আমার জীবনের সর্বোচ্চ আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ২০ আষাঢ় ১৪৩২

সমাজের মঙ্গলে

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের দাবি, তাঁরা মানুষের স্বার্থে কাজ করেন। সেবার মনোভাব নিয়েই তাঁরা রাজনীতিতে আছেন। তাঁদের মানবসেবা এবং সমাজসেবায় দেশের কতটা উপকার হচ্ছে, সেই তর্কটা আপাতত শিকেয় তোলা থাকুক। বরং আলোচনা হতে পারে সমাজের সেবা করতে চাইলে রাজনীতি একমাত্র মাধ্যম কি না, তা নিয়ে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে শুধু ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে সমাজসেবা করার আদর্শ উদাহরণ এলিস হুবারতিনা স্পন্দরম্যান। আদতে নেদারল্যান্ডসের বাসিন্দা তিনি। ২৫ বছর আগে শ্রীনগর এসেছিলেন পর্যটক হিসেবে। তারপর দেশে ফিরে যাননি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, প্রতিদিন ডাল লেক সহ শ্রীনগরের পরিবেশ রক্ষায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তিনি।

হাতে গ্লাভস পরে শিকারায় চেপে ডাল লেকে প্লাস্টিক, আবর্জনা কুড়োন এলিস। ডাল লেককে পরিষ্কার করার এমন উদ্যোগের জন্য এলিসকে স্থানীয় বাসিন্দারা ডাল লেকের মা নামে ডাকেন। শুধু ডাল লেকে নয়, লেকের ধারে পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনাও পরিষ্কার করেন তিনি। কেন করেন, স্বেচ্ছায়। এলিসের কথায়, প্রথম কাশ্মীরে এসে ডাল লেকের অপরিচ্ছন্ন দশা দেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল।

তখন থেকেই ডাল লেককে পরিষ্কার করার স্বেচ্ছা ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত করেন তিনি। নেদারল্যান্ডসে থাকার সময়ও সমুদ্রতট পরিষ্কার রাখার কাজ স্বেচ্ছায় করতেন এলিস। ডাল লেক পরিষ্কার করার কাজ তিনি ভালোবেসে করেন। কাজটা উপভোগও করেন। এলিসের মতো সমাজসেবী, পরিবেশকর্মী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে অনেকে রয়েছেন। তাঁরাও সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নীরবে পরিবেশ রক্ষা করেন। সমাজসেবাও করেন।

এই ধরনের মানুষ খুব একটা আলোচনায় আসেন না। তাঁরা প্রচারের আলোর বাইরে থেকে যান। আসলে সমাজসেবার সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে গেলে অবধারিতভাবে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক নেতাদের আজকাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে দেখা যায়। গরিব-দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করেন। বোঝাতে চান, মানুষের ভালো করতে কতটা ব্যাকুল তাঁরা।

বাস্তবে সেই ব্যাকুলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকদেখানো। রাজনীতিবিদরা আসলে নিজেদের বায়োডেটায় মানবসেবা, সমাজসেবাকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন। সমাজসেবার নাম করে জনসংযোগ করা তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে। সমাজসেবা বা মানবসেবা সেখানে গৌণ। অথচ যিনি নিজের দেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা দেশে এসে সেখানকার মানুষকে, তাঁদের সুখ-দুঃখকে আপন করে নেন, তাঁদের সমাজসেবা আক্ষরিক অর্থেই ব্রত।

বর্তমান বিশ্বে এলিস, গ্রেটা থুনবার্গের মতো মানুষকে তাই বেশি করে দরকার। পরিবেশ রক্ষাও যে সমাজসেবার অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে করেন না। অথচ লাগাতার পরিবেশ দূষণ পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার। গোটা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতাকে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। সেই দূষণ করে মানুষই।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে অজস্র শব্দ খরচ করেন। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকারও করেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ পৃথিবীর ঘাড়েই থেকে যায়। কারণ, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসে কাজ হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে বরং অনেক বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

তবে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে শুধু রাষ্ট্র বা সরকারের এগিয়ে এলে চলে না। বাকি সবার, সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব অনেক। যার যতটুকু সামর্থ্য, যতটুকু সাধ্য সেটুকু সম্বল করে সবারই এগিয়ে আসা উচিত সমাজসেবায়, পরিবেশ রক্ষায়। রাজনৈতিক সিদ্ধি বা আখের গোছানোর মানসিকতা নিয়ে সমাজসেবা বা পরিবেশ রক্ষা, কোনওটাই হয় না। যে সমাজে আমরা বাস করছি, তাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার কর্তব্য সকলেরই। সেই কাজটি নিঃস্বার্থভাবে করে যাওয়াটাই জরুরি।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

বিদেশেই ঘুরে বেড়াব, মণিপুর যাব না

নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘতম বিদেশ সফর চলছে। তবু মণিপুর যাওয়ার সময় পান না। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নেই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সকালে যখন আপনি লেখাটা পড়ছেন, তিনি তখন ব্রায়ান লারা-লিয়ারি কনস্ট্যান্টাইনের দেশ থেকে যাচ্ছেন মারাদোনা-মেসির দেশে। থামবেন না, থামবেন না! সেখান থেকে তিনি সোজা পেলে-বড় রোনাল্ডোর দেশে।

কোনও ক্রীড়াপ্রেমীর কথা বলছি না। জয় শা নন। কল্যাণ চৌবেও নন।

নরেন্দ্র মোদির কথা বলছি। এই মুহূর্তে তিনি দীর্ঘতম বিদেশ সফরে ব্যস্ত। ৮ দিনে ৫ দেশ সফর।

কোন রাষ্ট্রনায়ক সবচেয়ে বেশি বিদেশ সফর করেছেন? প্রশ্নটা নিয়ে এআই বা গুগলের দ্বারস্থ হলে দুটো নাম ভেসে আসে বেশিবার। রানি এলিজাবেথ এবং মার্শাল টিটো।

এলিজাবেথ ১২০ দেশ ঘুরেছেন। ২৬১ বার সফর। যুগোশ্লাভিয়ার জোসিপ ব্রজ টিটো, সারা বিশ্ব যাঁকে একদা মার্শাল টিটো বলে চিনত, তিনিও ১২০ দেশে ঘুরেছেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৮০-র শাসনকালে।

আর বছর তিনেক ক্ষমতায় থাকলে মোদি সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন কোহলি বা তেন্ডুলকার স্টাইলে। এখনও পর্যন্ত তিনি ৭৭ দেশে গিয়েছেন। ৯০ বার বিদেশ সফর। হিসেব বলে, তাঁর প্রিয় দেশ আমেরিকা ও ফ্রান্স। আমেরিকা গিয়েছেন ১০ বার, ফ্রান্স ৮ বার। ৭ বার রাশিয়া, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৬ বার জার্মানি।

তাঁর অনুগামীদের অনেকে এমন ভাষায় ভারতীয় মুসলিমদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো বঙ্গজ নেতারা মুসলিমদের এত শাসানি দিয়ে থাকেন, তখন একটা তথ্য দেখলে অবাক হতে হয়। মোদি কিন্তু কিছু মুসলিম দেশে পা রাখায় ক্ষান্ত হননি, অক্লান্ত। আমিরশাহিতে ৭ বার, সৌদি আরব ও উজবেকিস্তানে ৩ বার, কাতারে ২ বার। যে দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরন্ত জায়গায়। প্রবল প্রতাপশালী। প্রশ্ন, তা হলে কি কারও প্রচুর অর্থ ও প্রতাপ থাকলে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় বিতৃষ্ণা মুহূর্তে উবে যায় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের? অর্থ থাকলে ধর্ম নিয়ে শাসানি নয়! শুভেন্দু, আপনার জন্য এটা একটা বার্তা কিন্তু!

প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে যাবেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রশ্ন জাগে দুটো তিনটে পরিস্থিতিতে। আমরা যখন দেখি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতো জমাট নয়।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের মতো দেশ আমাদের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরি দেখে বিরক্ত। যে ভুটান ছিল আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, তারাও এখন চিনের হাত ধরতে শুরু করেছে। ভারতীয়রা ভুটানে আর আগের মতো সহজে যেতে পারছেন না। উত্তরবঙ্গের লোকেরা এখানে সবচেয়ে ভুক্তভোগী।

যে নেপাল সব দিক দিয়ে আমাদের ওপর নির্ভরশীল, তারা পর্যন্ত ভারতীয়দের ঢোকায় নানা নিয়ম জারি করছে মাঝে মাঝেই। নেপালের চা হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক চা বাজারে দার্জিলিংয়ের চায়ের আতঙ্কের কারণ। নেপাল হয়েই আমাদের শিলিগুড়ি করিডরে চলে আসছে বহু দেশের সন্দেহজনক চরিত্র।

প্রশ্ন উঠবে আর একটা পরিস্থিতিতে। যখন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের খরচ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি তৈরি হবে। সেই বিভ্রান্তি তৈরি করেছে মোদিরই সরকার। বিদেশমন্ত্রক ২০২০-র সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিল, ২০১৫ থেকে ৫৮ দেশ সফরে মোদির জন্য খরচ হয় ৫১৭.৭২ কোটি। মার্চে তারাই জানায়, শেষ পাঁচ বছরে মোদির বিদেশ যাতায়াতের খরচ ৪৪৬ কোটি। ২০১৮-র ডিসেম্বরে একই মন্ত্রক জানিয়েছিল, ২০১৪ থেকে বিদেশ সফরে খরচ হয় ২০২১ কোটি।

আবার দেখুন, এই মার্চে সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, ২০০২ মে থেকে ২০২৪ ডিসেম্বরে মোদির ৩৮ বিদেশযাত্রায় খরচ হয়েছে ২৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ ২৩ সালের জুনে আমেরিকা সফরে--২২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। আবার একই দেশে যেতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খরচ হয়েছিল ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আরটিআই বা সংসদে পেশ করা তথ্যে অঙ্কটা জানা যায়, তার পিছনে যুক্তিটা জানা যায় না।

এতবার অঙ্কের মধ্যে এত বিভ্রান্তি থাকলে, কী করে চলবে? তারপর আবার সব কোটির অঙ্কে...মাথায় শূন্যের সংখ্যা ঢুকতে ঢুকতে একেবারেই শূন্য হয়ে যায়।

তবু আরও একটা বেয়াড়া প্রশ্ন মনে ঘুরঘুর করে। ২০২৩ সালের মে থেকে এবার নিয়ে ৩৫ নম্বর বিদেশ সফর হল মোদির। এত এনার্জি, এত এনার্জি! একবারও তিনি মণিপুর যেতে পারলেন না? কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, ''মোদির কাছে ইংরেজির তিনটি শব্দ রয়েছে, যা 'ই' দিয়ে শুরু। এনার্জি, এক্সাইটমেন্ট, এনথুসিয়াজম। অথচ চতুর্থ একটা 'ই' দিয়ে শুরু শব্দ মোদির ভাণ্ডারে নেই। 'এমপ্যাথি'।'' এবং 'এমপ্যাথি'--সহানুভূতি, সমবেদনা নেই বলেই, মণিপুরের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে যাওয়ার সময় পান না নমো।

বিস্ময়ের কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছে যেতে হয় মোদির বিদেশ সফরে প্রবল আগ্রহ ও মণিপুর সফরে ঔদাসীন্য পাশাপাশি রাখলে। মণিপুর তো তাঁর দলই চালাচ্ছিল, তাঁর দলেরই বেশি আসন, সেখানকার বেশি মানুষই মেইতেই, মানে হিন্দু---তবু মোদি কেন মণিপুরে পা রাখতে চান না, এটা বড় একটা রহস্য।

এখানে তাঁর পরিচিত সিলেবাস, প্রশ্নপত্র পালটে গিয়েছে বলেই কি? মণিপুরে দ্বন্দ্ব হিন্দু বনাম খ্রিস্টানের। মোদি জানেন, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বললে গোটা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। এত বিদেশযাত্রা মুশকিল। উত্তর-পূর্ব ভারতেও ভেসে থাকা কঠিন। তাঁর সরকার মণিপুরে জাতীয় মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশনও পাঠায় না। কমিশনগুলোর যত সক্রিয়তা বাংলায়, বিরোধী রাজ্যে।

এখানে আরও একটা বড় প্রশ্ন। এত বিদেশ সফর করে মোদির প্রচার বাড়ল, দেশের কতটা লাভ হল? পহলগামে আমাদের ওপর জঙ্গিহানার পর আমরা পাকিস্তানকে 'আক্রমণ' করলাম। বিরোধী সদস্যদেরও বিভিন্ন দেশে পাঠানো হল ভারতের বার্তা দেওয়ার জন্য। তাতে কি আমরা পাকিস্তানকে একঘরে করতে পেরেছি? পাক সমালোচনা হল সব ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভঙ্গিতে। আমরা দেখলাম, এর মধ্যে পাকিস্তানকে ১.৪ বিলিয়ন ডলার দিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। যা আমেরিকা না চাইলে অসম্ভব।

আমরা দেখলাম, মোদির 'বন্ধু' ট্রাম্প অন্তত ৭ বার বলে গেলেন, আমিই ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছি। আমেরিকা থেকে পায়ে শিকল বেঁধে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হল সবার আগে। অথচ মোদি বা জয়শংকর বা রাজনাথের কেউই একলাইন প্রতিবাদ করলেন না। মিনমিনে একটা প্রতিবাদ এল শুধু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্রের কাছ থেকে।

মোদির তুলনায় অতীতে আমাদের কোন প্রধানমন্ত্রী কত বিদেশ সফরে গিয়েছেন, তার একটা তুলনা করা যেতে পারে। মনমোহন সিং ১০ বছরে গিয়েছিলেন ৪৬ দেশে। ৭১ বার। মনমোহনের সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল আমেরিকা (১০ বার), রাশিয়া (৯ বার), জাপান (৫ বার)।

ইন্দিরা গান্ধি ১৫ বছরে ৬৯ দেশ গিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন (৯ বার), আমেরিকা (৬ বার)। ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া ও ব্রিটেন (৫ বার)।

এই তালিকাগুলো থেকে বোঝা যায়, কার আমলে কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দোস্তি কেমন ছিল। নেহরু-ইন্দিরার আমলে একটা জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ছিল ভারতের। ওই জমানায় আমেরিকা-সোভিয়েত জোটে আড়াআড়ি বিভক্ত পৃথিবীতে রাশিয়ান ব্লকের কাছাকাছি থেকেও জোটনিরপেক্ষতার আলাদা কণ্ঠহার ছিল ভারতের। ইন্দিরার প্রয়াণের বহু বছর পরেও তা রাজমুকুটের মতো থেকে গিয়েছিল ভারতের। এখন?

এত বিদেশ সফর থেকে কী পেলেন মোদি? ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর প্রশ্নদুটো ভাবাচ্ছে আরও। তাঁকে নিয়ে কারা উচ্ছ্বসিত? ইতালির দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী জিওর্জিয়া মেলোনি বাদে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না তো! বিশ্ব রাজনীতিতে ইতালির ভূমিকা প্রায় শূন্য। যতটুকু রয়েছে, তা ভ্যাটিকান সিটির। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালও ভারতকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। মোদির সময় ব্রিকস হয়েছে, জি টোয়েন্টি হয়েছে, আসিয়ান হয়েছে, সার্ক হয়েছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ের রাস্তায় এখনও জি টোয়েন্টির প্রতীক পড়ে আছে। তাতে লাভ কী হয়েছে? পহলগামের পর পাকিস্তানকে বিশ্ব পুরোপুরি একঘরে করল না তো?

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা জানাচ্ছে, আমাদের ৩৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। মানে চারজনের মধ্যে একজন। প্রবল দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে ৭ কোটি মানুষ। সেখানে যখন ৭ বছর আগের একটা হিসেব চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়--প্রথম চার বছরে মোদির বিদেশ সফরে শুধু বিমান খরচ, এয়ারক্রাফট দেখভাল, হটলাইন ব্যবস্থার জন্যই ১৪৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, তখন কেমন একটা লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মণিপুরে ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার ভাঙা রাস্তা। ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড, কাঁটাতার, বালির বস্তা, গুলির দাগ, গুঁড়িয়ে যাওয়া স্কুলবাড়ি, পরিত্যক্ত গ্রামে শীর্ণ বেড়ালছানার ঘোরাঘুরি, পেট্রোলের গন্ধ, রক্তের দাগ, পড়ে থাকা কফিন, মাইলের পর মাইল অসীম শূন্যতা...।

আজ

১৮৮৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত।

১৯৯৫

ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের সামনে সীমান্ত হয়তো একটা ছিল। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরে প্রতিপক্ষ ছিল তিনটি। সামনে পাকিস্তান। তাদের সবরকম সাহায্য করেছে চিন ও তুরস্ক। ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের ৮১ শতাংশই চিনের। পাকিস্তানকে চিন অস্ত্রের পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করে।

– রাহুল আর সিং (সেনাকর্তা)

ভাইরাল/১

মাইগ্রেনের ব্যথা সারছে ম্যাকডোনাল্ডসের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোক খেয়ে! তবে কোকে থাকা ক্যাফেইন-এ মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে না ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ে থাকা কার্বোহাইড্রেট কাজে দিচ্ছে, তা নিয়ে ধন্দে চিকিৎসকরা।

ভাইরাল/২

গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় ক্যাবে উঠে চালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, গালিগালাজ। রাজকীয় কায়দায় ক্যাবে বসেই মদ্যপান এক তরুণের। চালক নির্বিকার। শুধু একবার বললেন, 'স্যর, এরকম করতে নেই।' ঘটনাটি গাড়ির ক্যামেরায় বন্দি হয়। ভাইরাল ছবিতে নিন্দার ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

ইতিহাসে নিবেদিত

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্ষীয়ান ভূমিপুত্র হিমাংশুকুমার সরকার অধ্যাপনা করতেন।

হিমাংশুকুমার সরকার

ইতিহাস নিবেদিতপ্রাণ। বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। তা-ও কোনও ক্লান্তি নেই। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একের পর এক বই লিখে চলেছেন। বিভিন্ন বই ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অসংখ্য নথিপত্রের সমুদ্রে কলম হাতে তিনি শিকড়ের সন্ধান চালান।

হিমাংশুবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি- ইতিহাস সাহিত্য ও শিক্ষা, উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্ম, বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তাল উত্তরবঙ্গ, শিকড়ের সন্ধানে, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বালুরঘাট, নতুন গবেষণার আলোকে সেন রাজবংশের ইতিহাস, আত্রেয়ী ইতিকথা, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্মরণীয় যারা (প্রধান লেখক ও সম্পাদনা)।

এছাড়া আরও তিনটি বই প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেই বইগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন গবেষণার আলোকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস, প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগ। বয়সভারে নড়াচড়ায় সমস্যা। হিমাংশুবাবু বই লিখেই সময়ের বিভিন্ন সরণিতে অবাধে বিচরণ করে চলেছেন।

– গজেন মণ্ডল

বাঁশিতে প্রাণ

বাঁশিকে ভালোবেসে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে নবম শ্রেণির পড়ুয়া রায়গঞ্জের অহর্ষি দত্ত। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো।

কিন্তু আরও ভালো লাগে বাঁশি বাজাতে। ছোটবেলা থেকেই বাঁশির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সখ্য। মা-বাবার সঙ্গে গ্রামীণ মেলায় গেলে তার বরাবরের প্রথম পছন্দ বাঁশি। মেলা থেকে কিনে আনা বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে কবে যে তা থেকে সুর বেরিয়েছে মনে নেই। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন রকমের বাঁশির সুরে মজে থাকে। ঝোলায় এখন বেশ কয়েকটি বাঁশি। সময় কাটে সেগুলি নিয়েই। মূলত দেশাত্মবোধক গানের সুর তুলতে তার ভালো লাগে।

তবে শাস্ত্রীয় সংগীতও বেশ পছন্দ। নতুন কোনও গান প্রকাশ হলে সেই গান নিয়েই মশগুল থাকে অহর্ষি। যতক্ষণ না বাঁশিতে সে গানের সুর আসে ততক্ষণ ছাড়ার পাত্র নয়। মাঝে মাঝেই ডাক মেলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তার বংশীবাদন মুগ্ধ করে সবাইকে। অনায়াসে।

অহর্ষি দত্ত

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

জেন জি ডায়ালেক্ট ও জীবনশৈলী পাঠ

গুড টাচ ও ব্যাড টাচ। বিভিন্ন স্কুলে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হচ্ছে। এই পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইম।

সৌরভ মজুমদার

ক্লাস টুয়েলভের বায়োলজি ক্লাস। মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকাতে ব্যস্ত- পুরুষ জননতন্ত্র। এদিকে লাস্ট বেঞ্চে ততক্ষণে ফিশফাশ শুরু, এর ঠিক পরেই ওই জিনিসটা আসবে! মুখ চিপে হাসির চাপা গুঞ্জনের মধ্যেই স্যর সরাসরি অন্য টপিকে সুইচ করে গেলেন। পরীক্ষার জন্য স্যরের মতে এটুকুই নাকি যথেষ্ট! এই পরিচিত ক্লাসরুমের ছবি যতটুকু আমার, ততটুকু আপনারও। এভাবেই বন্ধু মুখে মিথ সেজেছে মিথ্যে, মিথ্যের গায়ে পড়েছে সত্যির পালিশ। মোটামুটি আমাদের বয়সি সকলেই একই অভিজ্ঞতার শরিক।

নব্বই ও শূন্য দশকের সামাজিক মাধ্যমহীন পৃথিবীর এটাই গূঢ় সত্য। আমাদের বড় হয়ে ওঠার পৃথিবী থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে আমাদের বেঁচে থাকার এই পৃথিবী। দূরদর্শন, কেবল টিভির যুগ পেরিয়ে- মোবাইলের স্ক্রিনে স্ক্রল করছে আমাদের সভ্যতা। সেখানে ওয়েস্টার্নাইজেশনের ছাপে দেশীয় সংকট। সাংস্কৃতিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে জীবনবোধের প্রকট বিপন্নতা। বেলাগাম ক্রাইম সিন। পার্টি অ্যানিমাল স্ট্যাটাস সেঁটে নেশার এনসাইক্লোপিডিয়ায় বয়ঃসন্ধির বিপদ। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পৃথিবীর ভেতরে যে যৌনতার গন্ধ- তাতে জেন জি ভুলেছে মন, চিনেছে হরমোন। জীবনশৈলীর রক্ষাকবচের থেকে দূরে তার অনন্ত বিস্তার। সঠিক জীবনদর্শনের অভাব সুসংহত আগামীর পথের প্রধান অন্তরায়। জীবনশৈলী বলতে মূলত যাপনের ধরন বা পদ্ধতিকেই বোঝায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অভ্যাস, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, শারীরিক, মানসিক

ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সবটা মিলিয়েই জীবনশৈলীর মূল কাঠামো নির্মিত।

আমরা ক্রমশ সরে আসছি আমাদের শিকড় থেকে। আন্তর্জাতিকতাবোধ ও নিও লিবারাল ইকনমির দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ আদতে কনজিউমার। আর এই ভোগবাদের বিবর্তিত দর্শনেই লেখা হচ্ছে বর্তমান সময়ের ইতিকথা। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস টলমল। জেন জি রিলেশনশিপের অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে সিচুয়েশনশিপ, ব্রেডক্রাম্বিং, পকেটিং- এর মতন শব্দ। সমস্ত আবেগের জন্য রকমারি নাম। আবেগ বিক্রির শপিং মলে নৈতিকতার ভিন্টেজ হাইলাইট। এই যে আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে সম্পর্কের অনায়াস ছন্দপতন- সেক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি বিবিধ চাহিদার অস্তিত্বকে বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও কম দায়ী নয়। ঠিক এবং ভুলের স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত না থাকলে ভুলপথে চালিত হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেই আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ পালটে দিতে পারে বর্তমান এই সমীকরণকে। আলোচনা কীভাবে বদলে দিতে পারে আশপাশের আবহ তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ- পিরিয়ড নিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারমূলক আলোচনা, প্যাডম্যানের মতন চলচ্চিত্র নির্মাণ। ঠিক এখানেই জেন জি দুনিয়া, সমরেশ মজুমদারের 'মনের মতো মন' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রদের সামনে লিখে দেয় নতুন পৌরুষের সংজ্ঞা। আমি বিশ্বাস করি শেখালে সবই শেখা যায়।

তাই তো এখন স্কুলে স্কুলে গুড টাচ ও ব্যাড টাচ শেখানো হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই। স্পর্শের সাদা-কালো বোধের ভেতর লুকিয়ে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার স্বর। শিশুদের প্রতি যৌন শোষণের বিরুদ্ধে যেমন এটি যথার্থ পদক্ষেপ তেমনি এই বিষয়ে শিক্ষাদান মানে বাকিদেরও পরোক্ষভাবে সচেতন করে দেওয়া- ব্যক্তিগত শরীরী ভাষায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের সহজ পাঠে। জীবনশৈলী পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইমের ৬.৯ শতাংশ নথিভুক্ত কেসের পরিসংখ্যানকে। এক সুনিশ্চিত সকাল উপহার দিতে পারে সকলকে।

(লেখক পেশায় সরকারি আধিকারিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৪

পাশাপাশি : ১। অশুভ পরিণাম, বিপর্যয়, দৈব বিড়ম্বনা ৩। শিবের পুজো বিশেষ ও উৎসব, গাজন ৫। শর্তযুক্ত দলিল ৭। পাখি,পতঙ্গ ৯। ছন্দোবদ্ধ রচনা, পদ্য, কাব্য, শ্লোক ১১। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ১৪। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১৫। শ্রীরামচন্দ্র।

উপর-নীচ : ১। কুকথা, গালি ২। কতিপয়, অল্পসংখ্যক ৩। চাঁদা মাছ ৪। বকনা বাছুর ৬। লেবু জাতীয় বড় ফল ৮। হঠাৎ লাফের ভাব ১০। গণ্যমান্য, ধনী, ওস্তাদ, চৌকশ, লায়েক ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। রঙ্গ, রঙ্গ দেখানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি ও নাচগান, কৃত্রিম ও কপট ঝগড়া ১৩। পর্বতের গুহা, আদা, ওল বা কাঁধ।

সমাধান ■ ৪১৮৩

পাশাপাশি : ১। মল্লিকা ৩। দারু ৫। দফা ৬। শরভ ৮। শিখর ১০। শর্বরী ১২। তকলি ১৪। খাস ১৫। ষড় ১৬। নবতি।

উপর-নীচ : ১। মধুনিশি ২। কাদম্বর ৪। রুধির ৭। ভড় ৯। ভাত ১০। শরাসন ১১। রীতিনীতি ১৩। করীষ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফের বর্ষণ

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে বর্ষার বাতাস। এখন বৃষ্টি চলবে।

কোর্টের দ্বারস্থ

বাম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার অভিযোগে তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার না করায় আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখলেন তাঁর স্ত্রী।

উদ্ধার পড়ুয়া

নাচের দলে সুযোগ দেওয়ার নামে স্কুল পড়ুয়াকে পাচারের অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বিহার থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত অধরা। পুলিশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা

পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ওড়িশা সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল তাঁদের পরিবার। হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের হয়েছে।

মমতার নীরবতায় প্রশ্ন

কসবা কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া কি একুশে জুলাইয়ের সভায়

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার পর গড়িয়ে গিয়েছে ১০ দিন। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করেননি। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশ কিছু ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কসবা কাণ্ডে এতদিন পরেও কেন নীরব তা নিয়ে বিরোধীরা রোজই প্রচারমাধ্যমে প্রশ্ন তুলছে।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপিও এই ইস্যুটিকে কাজে লাগাতে চাইছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, ২১-এ জুলাই শহিদ দিবসে সমাবেশ মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলকে যে কসবা কাণ্ড সহ প্রচুর অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা বিলক্ষণ জানা আছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তবু তাঁরা নীরব। দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার শুক্রবার বলেছেন, 'সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর আগে বহুবারই মমতা মহিলাদের ওপর অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে হালকা মন্তব্য করেছেন। এতে আমজনতার মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। কিন্তু এবার নীরব থেকে তিনি আরও বড় ভুল পদক্ষেপ করছেন। যেভাবে তৃণমূল প্রতিটি অস্বস্তিকর ঘটনাকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা করেছে তা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। নিঃসন্দেহে কলকাতা পুলিশ এবার আর আরজি কর কাণ্ডের মতো গাছাড়া মনোভাব দেখায়নি। কসবা কাণ্ডের ঘটনা জানাজানির পরই দ্রুত অভিযুক্তদের ধরেছে এবং তাদের 'প্রভাবশালী' আখ্যা দিয়ে যথাযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে। কিন্তু পুলিশি তৎপরতার লেশমাত্র দেখা যায়নি তৃণমূল নেতাদের বক্তব্যে।

আইন কলেজে পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিধায়ক যেমন অভিযুক্তকে চাকরির জন্য মনোনীত করা বা তাঁকে 'জেঠু' বলে ডাকার মধ্যে

> সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**

অন্যায় কিছু দেখতে পাননি। আর এক বিধায়ক মদন মিত্রও এই বিষয়ে আলগা মন্তব্য করে পরে দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এত কাণ্ডের পরও মুখ্যমন্ত্রী কোনও বয়ান দেননি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তাঁর কড়া নির্দেশেই পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি তিনি দেননি।

এর আগে অবশ্য মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিগুলি খুবই হালকা ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তাদের দাবি, তৃণমূল নেত্রী প্রথম থেকেই আরজি কর কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ করলে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গো দেখাতে পারত না। ২০১২ সালে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের ঘটনাকে 'সাজানো ঘটনা' বলেছিলেন মমতা। তার পরের বছর কামদুনি কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় নির্যাতিতার বন্ধুবান্ধব ও সহমর্মীদের 'মাওবাদী' ও 'সিপিএমের এজেন্ট' হিসেবে দেগে দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে হাঁসখালি কাণ্ডে মমতার ওদের দু'জনের মধ্যে 'প্রেম ছিল' বলে মন্তব্য করেন।

কসবা কাণ্ডের অভিযুক্ত নিজেকে 'পেশাদারি অপরাধী' বলে দাবি করতেন। ওই কলেজের ছাত্রীদের অনেকেই তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। তদন্তে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে গত পাঁচ বছরে অন্তত ১১টি এফআইআর হয়েছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনার দু'দিন পরে ২৭ জুন এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল এই ঘটনার নিন্দা করে। এবার ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কসবা কাণ্ড নিয়ে মমতা কী বলেন তা জানার জন্য সবাই অপেক্ষায়।

জীবনযুদ্ধ... শুক্রবার কলকাতায়। ছবি-আবির চৌধুরী।

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ জুলাই : অবশেষে খুলতে চলেছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। গণধর্ষণ কাণ্ডের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখে শীঘ্রই কলেজ খোলা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে কলেজ। গভর্নিং বডির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপালের। ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই নয়া মোড় নিয়েছে। ভোররাতেই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের ল কলেজে আনা হয়। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। শুক্রবার ধৃত নিরাপত্তারক্ষীকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে ৮ জুলাই পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিন সকালেই অভিযুক্তদের কলেজে এনে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ক্যানার দিয়ে চলে থ্রিডি ম্যাপিং। ঘটনাস্থলের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে অকুস্থলের বিস্তারিত তথ্য জেনে

হেনস্থায় ক্ষুব্ধ অভিযুক্তের বান্ধবী

নেওয়া হয়। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইউনিয়ন রুম থেকে ওয়াশ রুম পর্যন্ত চলে ঘটনার পুনর্নির্মাণ। এটি নির্যাতিতার বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। মনোজিতের বেতনের নথিও নিয়েছে পুলিশ। চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রভাবশালীদের সুপারিশে চাকরি হয়েছিল কি না তা জানতে চাইছে পুলিশ। ওইদিন অন্য দুই ধৃত প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের ফোন থেকে প্রভাবশালী কাউকে ফোন করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। নিরাপত্তারক্ষীকে এদিন আদালতে তোলা হলে জামিন খারিজ হয়ে যায়।

এদিন মনোজিতের বান্ধবীও মুখ খুলেছেন। ঘটনার পরে তাঁকে নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়। তিনি জানান, তাঁদের সম্পর্ক ২০১৮ সাল থেকে ছিল। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়ে তাঁকেও কটাক্ষের শিকার হতে হচ্ছে। যা ক্রমেই তাঁর পক্ষে মানসিক নির্যাতনের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার পরই প্রোফাইল থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অসম্মান পিছু ছাড়ছে না তাঁর। মনোজিতের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, কলেজের সব অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাডমিন ছিলেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। মনোজিতকে চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি। নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি বলেই সূত্রের খবর। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেরই পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

দুশো আসনে রোড ম্যাপ শমীকের

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তৎপরতা শুরু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ জুলাই : চলতি মাসেই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ জুলাই কলকাতায় রেলের একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দমদম সেন্ট্রাল জেল লাগোয়া মাঠে সভা করতে পারেন তিনি। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জুলাইয়ের মাঝামাঝি রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেসময় সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দলীয় সভা করার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।' রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সুকান্ত মজুমদারের থেকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব বুঝে নেন শমীক ভট্টাচার্য। সল্টলেকের দপ্তরে শমীককে সভাপতির চেয়ারে বসিয়ে সংবর্ধনা দেন সুকান্ত সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল, মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্য সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন নয়া রাজ্য সভাপতি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও তাঁর দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর শুক্রবারই দলের রাজ্য পদাধিকারী, মোর্চা ও সেলের পদাধিকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন শমীক। ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথভিত্তিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ব্যবধান সাকুল্যে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। বিজেপির মতে, ২৯৪টি বিধানসভার বিচারে সেই ব্যবধান বিরাট কিছু নয়। তাছাড়া পরিসংখ্যান বলছে, ১০৮টি

রাজ্য সভাপতির চেয়ারে শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার। বিজেপির রাজ্য দপ্তরে।

বিধানসভায় তৃণমূলের কাছে বিজেপি ৫ হাজারেরও কম ব্যবধানে হেরেছে। ২৪-এর লোকসভা ভোটের ফল অনুযায়ী ৯২টি বিধানসভা এলাকায় এগিয়ে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে প্রাথমিকভাবে এই ২০০টি বিধানসভা এলাকাকে টার্গেট করছে বিজেপি।

এইসব বিধানসভায় দলের ভোটবৃদ্ধিতে এদিন দলের সেল এবং মোর্চার সভাপতিদের কাছে রোড ম্যাপ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। চলতি মাসের ১০ থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে জেলায় জেলায় বৈঠক করে বুথ কমিটি তৈরির কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য হলেও জেলায় জেলায় পূর্ণশক্তির বুথ কমিটি তৈরির কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে পাঁচ সদস্যের বুথ সশক্তিকরণ কমিটিকে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলার মণ্ডলে মণ্ডলে স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতে কী ধরনের গণ আন্দোলন করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করতেও নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। বৈঠকে ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিচালনায় সিআইএসএফের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পদাধিকারীরা।

আয় ও লাভে পঞ্চম স্থানে বাগডোগরা

কলকাতা, ৪ জুলাই : দেশের বিমানবন্দরগুলির মধ্যে আয় ও লাভের নিরিখে শীর্ষস্থানে পৌঁছল কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। আয়তনে অনেক ছোট হলেও উত্তরবঙ্গের এই বিমানবন্দরটি 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট অনুযায়ী রয়েছে পঞ্চম স্থানে। কলকাতা, চেন্নাই, কালিকাট ও পুনের পরেই বাগডোগরার স্থান। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা বিমানবন্দরের লাভ ৬৭০ কোটি। এই অর্থবর্ষে বাগডোগরা বিমানবন্দরের লাভ ৮৩ কোটি।

করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে আয় ও লাভের দিক দিয়ে রেকর্ড গড়েছিল কলকাতা বিমানবন্দর। এবার সেই রেকর্ডও

শীর্ষে কলকাতা

ভেঙেছে কলকাতা। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২.১ কোটি যাত্রী কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। ২০২৩ সালের যাত্রীসংখ্যা ১.৮ কোটি। কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর প্রভাত রঞ্জন বেউরিয়া জানিয়েছেন, 'রেকর্ড অঙ্কের লাভ হলেও এখনও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে। বড় বিমান ওঠানামার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এখনও পরিকল্পনা চলছে। টার্মিনাল ও কার্গো সম্প্রসারণের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমাদের লাভ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলেই আশা করছি।' কলকাতা বিমানবন্দরের আয়ের ৭৯ শতাংশই এসেছে ট্রাফিক থেকে। প্রভাত রঞ্জন জানিয়েছেন, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান বাড়লে যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী।

ইউনিয়ন রুমে তালা, করিডরে আড্ডা নয়

হাইকোর্টের নির্দেশ পালন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ জুলাই : হাইকোর্টের নির্দেশে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকছে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়ন রুম। অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদালতের এই নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতার অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছবিটা বদলে গেল। কিছু কলেজের ইউনিয়ন রুমে সকাল থেকেই তালা ঝুলল। আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিত্র। কলকাতার নাম করা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে ইউনিয়ন বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও একমত হতে পারেনি ছাত্রনেতাদের একাংশ।

দক্ষিণ কলকাতার অতি পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশুতোষ কলেজ। শুক্রবার কলেজে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, মার্কশিট নিতে লাইন পড়ুয়াদের। কিন্তু সেখানে ইউনিয়নের নেতাদের পরিচিত প্রভাব এদিন কিছুটা কম। তালা বন্ধ ইউনিয়ন রুমেও। তবে বহিরাগতদের প্রবেশ আটকাতে এদিন একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের বর্তমান পড়ুয়াদের আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অধ্যক্ষদের অনুমতি নিয়েই কলেজ ক্যাম্পাসে প্রাক্তনিদের প্রবেশের নিয়মবিধি জারি করা হল এদিন।

কমন রুম ছাড়া করিডর বা কলেজের অন্য কোনও জায়গাতেও আড্ডা মারা যাবে না। নিরাপত্তারক্ষীদের যথেষ্ট সতর্ক করে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকেল ৫টার পর প্র্যাক্টিকাল ক্লাস ছাড়া কোনও পড়ুয়া কলেজে থাকার অনুমতি পাবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত জানান, আদালতের নির্দেশের পর তাঁদের পক্ষে ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ করা সহজ হয়ে উঠল। এর আগেই একাধিক ক্যাম্পাসের ইউনিয়ন রুমে অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। কলেজগুলির গভর্নিং বডিতে রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তে পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের থাকার পক্ষেই মত তাঁর। একইসঙ্গে যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের অধ্যক্ষের মত, 'এর আগেও একাধিকবার ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ব্যতিক্রমী চিত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কিশলয় রায় জানিয়েছেন, 'রেজিস্ট্রারের লিখিত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমরা পদক্ষেপ করতে পারছি না। সোমবার যদি নির্দেশ না আসে, আমরা তখন পদক্ষেপ করব।' এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজ জানিয়েছেন, 'যাদবপুরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন খুব শীঘ্রই করার চেষ্টায় আছি। এখানে গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচন হবে। আমরা আজকেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ইউনিয়ন রুম বন্ধের ব্যাপারে। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, আদালতের কোনও নির্দেশিকা এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছোয়নি।'

অবশ্য এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।' সোমবারের মধ্যে প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হবে। বলে মনে করছে শিক্ষক মহল।

কোথায় কী

- আশুতোষ কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঝুলল তালা
- যাদবপুরে এখনও বন্ধ হয়নি ইউনিয়ন রুম
- যোগেশচন্দ্র ডে কলেজে বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও একই পথে হাঁটছে

> আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

হাজিরা মদনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : 'সরকারি টাকা কি কর্পূর যে মাঝপথ থেকে উবে যাবে?', রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে আদালতে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নের জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সিএসটিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় শুক্রবার হাজিরা দেন অর্থসচিব, রাজ্য পরিবহণ নিগম ও সিএসটিসি এমপ্লয়িজ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মদন মিত্র ও সিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'প্রত্যেক দপ্তর একে অপরের ওপর দায় চাপাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।'

আবেদনকারীদের টাকা রাজ্যের অর্থ দপ্তর পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে সিএসটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে। তবে এখনও বহু কর্মী রয়েছেন যাঁরা টাকা পাননি। সেক্ষেত্রে ৪ মাসের মধ্যে পরিবহণ দপ্তর ও পরিবহণ সচিবকে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করে পদক্ষেপ করতে হবে। সিএসটিসি-ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বিচারপ্রার্থী শান্তনু

কলকাতা, ৪ জুলাই : চিকিৎসক হিসেবে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শান্তনু সেন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মর্মে মামলা দায়ের করতে চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতির তরফে তাঁর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। সংবাদমাধ্যম থেকে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একটি বৈঠক হয়েছিল, তাতে তিনি অংশও নিয়েছিলেন। তাঁর তরফে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে এফআরসিপি গ্লাসগো নামে একটি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তা নিয়ে শান্তনুকে নোটিশও দিয়েছিল কাউন্সিল। তারপরই তাঁর ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য বন্ধ করা হয়। কাউন্সিলের দাবি, এটি একটি সাম্মানিক ডিগ্রি।

এই ডিগ্রি থাকা ব্যক্তিরা প্র্যাক্টিস করতে পারেন কি না তা গ্লাসগোতে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন শান্তনু সেন। তাঁর বক্তব্য, 'যা হয়েছে তা মেনে নেব না। আইনি পথেই হাঁটব।' আরজি কর কাণ্ডের সময় মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল শান্তনু ও তাঁর স্ত্রীকে।

তার জেরে দলের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট। এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডে মুখ খোলার চেষ্টা করেছিলেন শান্তনু সেন। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তৃণমূলকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হলে শাস্তি অবধারিত।

নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ফেসবুক 'বন্ধু'

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবার ল' কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় সরব কলকাতা। তারই মাঝে ফের ধর্ষণের অভিযোগ তিলোত্তমায়। প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়, তারপর সেই বন্ধুত্ব থেকেই বাড়িতে আসা। ১৪ বছরের নাবালিকা বালিগঞ্জের বাড়িতে একা ছিল সোমবার।

বাবা-মা না থাকায় সুযোগ বুঝে সেখানে উপস্থিত হয় তার ১৫ বছর বয়সি ফেসবুক 'বন্ধু'। তারপরই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওই নাবালকের বিরুদ্ধে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এমনকি উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ওই বাড়িতে নাবালকের উপস্থিতির প্রমাণও মিলেছে।

সমাজমাধ্যমে নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করেছিল অভিযুক্ত। সোমবার এই ঘটনা ঘটার পর নাবালিকার মা বাড়ি ফিরলে সম্পূর্ণ ঘটনা জানতে পারেন। পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন তিনিই। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নাবালককে আটক করে পুলিশ শিশু কল্যাণ দপ্তরের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। অবশ্য তদন্ত মারফত জানা গিয়েছে, ওইদিন বালিগঞ্জের বাড়িতে অপর একজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন ঘটনা চলাকালীন। ঘটনার পর অভিযুক্ত নাবালক নির্যাতিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।

প্রবল যন্ত্রণায় থাকায় ওই অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি বলেই জানিয়েছে নাবালিকা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

পুলিশ নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনকি এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্কুলগুলিতে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের কথা ভাবা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

শমীককে সিপিএমে যোগের আহ্বান সৃজনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : সদ্য নির্বাচিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সিপিএমে আসার আহ্বান জানালেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূলকে উৎখাত করতে বাম-কংগ্রেসকে পতাকা ফেলে একসঙ্গে আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনার মঞ্চ থেকেও বাম-কংগ্রেসের উদ্দেশে বলা হয়, মূল লক্ষ্য এখন তৃণমূলকে উৎখাত করা। তাই দলীয় পতাকা ফেলে আন্দোলনে নামার জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতেই এদিন মুখ খুলেছেন সৃজন।

তাঁর বার্তা, 'শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।'

সৃজনের মতে, শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন তাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের চিন্তা বাড়বে। কারণ, তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফেরানোর আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছে যে সমস্ত মানুষ মনে করছেন তৃণমূলকে তাড়াতে হবে। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন বিজেপিকে দিয়ে আর হবে না। ওরা শুধু জিতব জিতব বলে, জিততে পারে না।' তারপরই শমীক সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একজোট হয়ে তৃণমূল বিরোধিতার কথা বলেন। শমীকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সৃজনের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাদের মতে, শমীকের বক্তব্যের মাধ্যমে পালটা ইঙ্গিত করে সৃজন আদতে বোঝাতে চেয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপির একক শক্তিতে তৃণমূলকে সরানোর ক্ষমতা নেই বলেই বিরোধীদের একযোগে নামার কথা বলেছেন। এখন রাজ্য বিজেপির ব্যাটন পরিবর্তন হয়েছে। ফলে রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব পাওয়া শমীক দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

সৃজন সিপিএমের পরিচিত মুখ। সদ্য এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

> শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।
>
> **সৃজন ভট্টাচার্য**

বৃদ্ধের বিয়ে ও ট্রোল্ড তরুণী

জমজমাট।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত দুই নাটক ‘ক্রাচ’ (ওপরে) ও ‘ট্রোল্ড’-এর দুই মুহূর্ত।

রমেনবাবু বিয়ের পাত্রী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ওল্ড হোমে থাকেন এমন একজন পাত্রী সেই বিজ্ঞাপনে সাড়াও দিয়েছেন। আজ পাত্রী নিজেই তাঁর বাড়িতে আসবেন দেখা করতে। পাত্রীকে রিসিভ করার এই আসরে থাকবেন রমেনবাবুর বন্ধু ঋষিও। আসলে বিপত্নীক রমেনবাবু নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর এখন অনেকটাই সুস্থ। তাঁর ছেলে বেঙ্গালুরু থাকেন। আর মেয়ে বিদেশে। অসুস্থতার সময় ওঁরা ব্যস্ততার জন্য বাবার কাছে আসতে পারেননি। এখানে পুরোটা সামলে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষি অকৃতদার। দাদা বৌদি ভাইপোদের নিয়ে তাঁর ‘ভরা সংসার’।

এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধার বিয়ের প্রয়াস নিয়ে চমকপ্রদভাবে শুরু হয় শিলিগুড়ি রঙ্গ মালঞ্চের নাটক ‘ক্রাচ’। এদিন ছিল এক সন্ধ্যায় দুই প্রজন্মের দুটি নাটক। একটি প্রবীণদের বিষয় নিয়ে। অন্যটি নবীন প্রজন্মকে নিয়ে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রথম নাটকই ছিল ক্রাচ। আর দ্বিতীয় নাটকের নাম ‘ট্রোল’। শিলিগুড়ির সংস্কৃতিকর্মী তথা গল্পকার সুদীপ চৌধুরীর গল্প নিয়ে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন পরিচালক। শ্যামাবাবুর পরিচালনায় ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ সহ বহু নাটকেই নিজেকে মেলে ধরেছেন শিল্পাঞ্চলের ভূমিপুত্র তপনবাবু। থটস এরিনাতেও একসময় যুক্ত ছিলেন। পরে তৈরি করেন নিজের দল রঙ্গ মালঞ্চ। এখনও পর্যন্ত এই দলে একডজনেরও বেশি নাটক পরিচালনা করেছেন তিনি। তিনি শিলিগুড়ির দর্শককে চেনেন, তাঁদের মন বোঝেন। তাই এমন নাটক বেছে নেন যেখানে মনকাড়া গল্প থাকে আর থাকে সমাজকে সচেতন করার মতো বার্তা। তাঁর পরিচালনায় এদিনের দুটি নাটকেও একই জিনিস দেখা যায়। পরিচালক হিসেবে তপনবাবুর বড় গুণ তিনি গল্পকে বিন্যস্ত করেন সুচারুভাবে।

‘ক্রাচ’ নাটকেও রমেনবাবুর ছেলে এবং মেয়ের নানা ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে শেষপর্যন্ত আটকায়নি। এই গল্প হঠাৎ মোড় নেয় ঋষি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর। তাঁর দেখভালে নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে দাদা বৌদি তাঁকে বাড়িতে ফেরাতে গররাজি হন। তখন ঋষির দু’পাশে ক্রাচ হয়ে দাঁড়ান রমেনবাবু ও তাঁর নতুন স্ত্রী।

বয়স্ক মানুষের একাকিত্ব এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের বাবা-মায়ের প্রতি আচরণ এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। দলগত অভিনয় বেশ ভালো। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজ নিজ চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অজিত মজুমদার, দেবর্ষি সাহা, সুখেন্দু সেন, কৃষ্ণা কর, প্রিয়াংকা রায় মণ্ডল, জয়ন্ত কর, বন্দনা পাল, অসীমকুমার মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় নাটক ‘ট্রোল’ রিল বানিয়ে বিখ্যাত হওয়া এক তরুণীকে নিয়ে। তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা অনেক। তিনি সেখান থেকে রোজগারও করেন। রিলের প্রয়োজনেই তাঁকে নানা রকম পোশাক কিনতে হয়। পরতেও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো সাড়া পাওয়ার জন্য ফোটোগ্রাফারের চাহিদা মতো নানা পোজও দিতে হয়। মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার নাম যশ নিয়ে মেয়ের মা খুবই খুশি। বাবা ওসবের পুরো খবর না রাখলেও তেমন অখুশি নন।

সেই তরুণী একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হন। কুৎসিত ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়। পরিণতিতে তিনি মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। ঠিক করেন আর এই জীবন রাখবেন না। তারপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন অন্য মানুষ হয়ে। এখনকার সন্তানদের আচরণ তাদের বাবা-মায়ের দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই নাটক। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মোহের পিছনে ছুটতে গিয়ে সামান্য ভুলে কী পরিণতি হতে পারে। এই নাটক অনুপম দাশগুপ্তের, পরিচালনায় ছিলেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

এই নাটকেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় পরিচালকের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সরলরৈখিক গল্পের মঞ্চায়নে শিল্পীরাও যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়াংকা রায়, সুব্রত রায়, সুস্মিতা সরকার, সুব্রত পাল, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুখেন্দু সেন, অঙ্কিতা দাস, বর্ষা চক্রবর্তী, তন্দ্রা সজ্জন, সবিতা মজুমদার, তাপস প্রামাণিক, শুভ্রা জোয়ারদার ও মমি জোয়ারদার। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শংকর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল পাল, শক্তিপদ আইচ, সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, শম্পা সাহা, সুদীপ চৌধুরী।

-ছন্দা দে মাহাতো

কোচবিহারে নজরুল স্মরণ

কোচবিহারের রাজরাজেন্দ্র রোডের কলা আরাধনা ভবনে হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট অফ কোচবিহার-এর পক্ষ থেকে ১২৭তম নজরুল জয়ন্তী পালিত হল ঘরোয়া পরিবেশে। সূচনায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ সংগীতশিল্পী শম্পাক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনে শিশুকণ্ঠে মন ভরায় সমৃদ্ধি গুহনিয়োগী। দরাজ কণ্ঠে বিদ্রোহী কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনান রুমা রায়। হাওয়াইয়ান গিটারে নজরুলগীতির সুরে মাতান শীলা চক্রবর্তী, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সাথী দাশগুপ্ত, রুমা সাহা এবং কোচবিহারে হাওয়াইয়ান

গিটারের অন্যতম বর্তমান নিরলস সাধক দেবকুমার চক্রবর্তী। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী বিদ্যুৎ ঘোষ এবং সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সনৎ মজুমদার সংগীতের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। ‘নাটকে নজরুল’ শীর্ষক ভিন্ন স্বাদের আলোচনা করেন পূর্বাচল দাশগুপ্ত। এরই মাঝে রেখা প্রসাদের নৃত্য পরিবেশন মঞ্চে বৈচিত্র্য আনে। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এবং দেবকুমার চক্রবর্তীর যথাযথ সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

-নীলাদ্রি বিশ্বাস

সমবেত।। শিলিগুড়িতে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা।

সর্বদাই পাশে

এসএসজি মিডিয়া ও বাংলার বার্তা নিউজ-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবছরেও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা-২০২৫ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান এবছরে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্মারক, উত্তরীয়, স্কুল ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, খাতা, ডিকশনারি, ছাতা ও মিষ্টি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার ও প্রকাশক প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আধিকারিক সুবীর দাস, শ্রীশ্রী অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর নরেশ আগরওয়াল, নারায়ণা স্কুলের প্রিন্সিপাল পরঞ্জয় সাহা, একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত, সমাজকর্মী সুব্রত সাহা প্রমুখ। এবারের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন মিলিয়ে মোট ৫২ জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানটির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন, বাংলার বার্তা নিউজ-এর মিডিয়া হেড সুজিত গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বাংলার বার্তা নিউজ ও এসএসজি মিডিয়ার কর্ণধার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ‘এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমি এবং আমার সংস্থার পরিবার বিগতদিনেও আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসহায় মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং আগামীদিনেও মানুষের পাশে থাকব।’ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাচিকশিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

তোমারে সেলাম।। কখনও মহিলাদের নিয়ে ম্যারাথন, কখনও সামাজিক সচেতনতা শিবির, কখনও বা নৃত্যানুষ্ঠান বা ফ্যাশন শো, শিলিগুড়ির কাকলি পাল সবাইকে চমকে দিচ্ছেন। সম্প্রতি শাইন ফিউচার অ্যাকাডেমি ফুলবাড়িতে মডেলাথন ফেস্টিভাল রানওয়ে শো’র (সিজন ২) আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ৬৭ জন প্রতিযোগী মিলে এই অভিনব শো-তে শামিল হয়েছিলেন। নিজের আট বছরের মেয়েকে নিয়ে তাতে শামিল হয়ে কাকলি সবাইকে আবারও চমকে দিলেন। সমাজমুখী নানা কাজ করে কাকলি ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। এই সূত্রে অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছেন। সবার স্বার্থে এভাবেই চিরজীবন কাজ করে যেতে চান।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

অভিনব বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বঙ্গরত্ন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে উত্তরীয় পরিয়ে স্মারক-শ্রদ্ধা প্রদান করেন সুরনন্দন সংস্থার সভাপতি ডঃ শীলা দত্ত ঘটক। ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেন সংস্থার সম্পাদক সুমিত দত্ত এবং অন্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন দল ফুটবল অ্যাকাডেমির আধিকারিকবৃন্দ সহ শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও নাট্য সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সুরনন্দন সংস্থা পরিচালিত এই সুরেলা আনন্দসন্ধ্যায় মোট ৩০ জন সংস্থার সদস্যদের মনোমুগ্ধকর অসাধারণ সংগীত পরিবেশনায় আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। তারই মাঝে পাঁচটি শিশুর নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে। এই সংগীতানুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় উজ্জীবিত করতে সুর ও ছন্দের তরীতে ভাসিয়ে নিতে, উপস্থিত সাতজন গীত-বাদ্যকরদের অবদান ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় বিপ্লব মজুমদার, রণিতা মুখোপাধ্যায় ও সুব্রত সুরের উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

ছন্দোবদ্ধ।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্যমল্লিকার অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যখন দেহের ভাষার রূপের সঙ্গে একতারে বাঁধা পড়ে, যখন গানের বাণী ও সুরের অন্তরের কম্পন বিমূর্ত হয়ে ওঠে দেহের ভঙ্গিমায়, তখনই রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাণের মন্দিরা বেজে ওঠে। শিলিগুড়ির নবীন প্রজন্মের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রিম্পি সাহা বণিককে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই অপরূপ রূপ সৃষ্টি করতে দেখা গেল। অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যমল্লিকার নবম বার্ষিক সমারোহ ‘মম চিত্তে নিতি নৃত্যে’। রিম্পির পরিচালনায় এটি ছিল তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনৃত্যের আঙ্গিকে নৃত্য আলেখ্য ‘রাধাকৃষ্ণ’। রবীন্দ্রনাথের বিষয় নিয়ে কিছু করতে গেলেই সবাই রেডিমেড ভাবনা নিয়ে গতানুগতিক পথে এগোতে চান। রিম্পি সেখানে বিষয়কে নিজের মতো করে ভেবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন। আর এজন্যই দর্শকদের কাছে তাঁর কাজ উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তী ও দিলীপ সেনগুপ্ত। ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুবীর অধিকারীও। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা জুঁই ভট্টাচার্যের কথা। মঞ্চে রবীন্দ্রভাবনা এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন সৃষ্টি যখন আলো ছড়ায় তখন সঞ্চালককেও সেই আলো অনুসরণ করে বাণী সাজাতে হয়। জুঁই সেই কাজটি করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে।

এদিন শিক্ষার্থী শিল্পীদের শাস্ত্রীয় নৃত্যের অর্ঘ্যে ছিল ভরতনাট্যম আঙ্গিকে শিববন্দনা, শিব তাণ্ডব, সরস্বতীবন্দনা, কত্থক আঙ্গিকে কৃষ্ণবন্দনা। এই পরিবেশনগুলিতেও নতুন ভাবনার ছোঁয়া ছিল আর শিক্ষার্থীরাও তাঁদের অনুশীলনে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল শিক্ষার্থীদের মায়েদের ফিউশন রিমিক্স সেমি ক্ল্যাসিকাল নাচ। শিলিগুড়ির যে মায়েদের অন্তরের সৃষ্টিশীল ভাবনা সংসারের আবর্তে রান্নাঘরের চার দেওয়ালে ঘুরপাক খায় এই অনুষ্ঠানে এদিন মঞ্চের খোলা হাওয়ায় তাকে পাখা মেলে উড়তে দেখা গেল। বেজে উঠল মায়েদের মনের মন্দিরে প্রাণের মন্দিরা।

- ছন্দা দে মাহাতো

জলপাইগুড়িতে বিশেষ উৎসব

গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে। তিস্তাগুড়ির সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিতা পাঠ করে শোনান কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী, অনুভব দে, তন্ময় সাহা প্রমুখ। এদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

–অনসূয়া চৌধুরী

বইটই

অটুট সম্পর্ক

বাংলাদেশের সঙ্গে হালে আমাদের সম্পর্ক কেমন তা সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে এমনটা কি বরাবরই? মোটেও নয়। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ মধুমিতা মণ্ডল (বেরা) সম্পাদিত দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এই বিষয়টিতেই আলোকপাত করে। এই বইয়ের অবাধ বিচরণ শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সহ অনেক কিছুতেই। ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণস্বাস্থ্য’ বহু অজানা তথ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে।

সঙ্গে থাকুক

কত কিছুই না করার আছে। এমনই ভাবনাকে সঙ্গী করে এবারে উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পী-দের নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে নতুন গোল্লাছুট। সূচিতে ঠাঁই পেয়েছেন কুষান সম্রাট বাঁশিনাথ ডাকুয়া, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত গীতা রায়, লোকশিল্পী শান্তিরাম রাভা, বিষহরা সম্রাট রাজকুমার গিদাল, নায়িকা বীণা রায়, ষাইটোল সম্রাজ্ঞী ফুলতি গিদালীর মতো আরও নামীদামি অনেকে। লেখক তালিকায় কমলেশ সরকার, সন্তোষ সিংহ, প্রমোদ নাথ, দীপায়ন ভট্টাচার্য, লাবণ্যপ্রভা বর্মন প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের লোকশিল্প যে কতটা পরিপুষ্ট তা মাধবী দাস সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যায় পরিষ্কার। পাশাপাশি, যাঁরা এই শিল্পে জড়িত তাঁদের খুঁটিনাটিও। সংগ্রহে রাখার মতো সংকলন।

মাতৃভাষার জন্য

ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু প্রাণপ্রিয় ভাষাকে আঁকড়ে ধরার সহজ পন্থাটা কি আমাদের জানা আছে? আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত প্রক্ষেপ-এর ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যা সেই চেষ্টাই করল। পবিত্র সরকার, আবদুল মতিন আহমেদ, সুদীপ্ত মাজি, সুদীপ মণ্ডল, তৃপ্তি বিশ্বাসের মতো আরও অনেকের লেখায় পরিপুষ্ট অপূর্বকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা। কর্পোরেট সংস্থাগুলির দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাষা কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে তা চৈতালি ধরিত্রীকন্যার লেখা মানুষ বড় অভ্যাসের দাস লেখাটিতে স্পষ্ট। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকের লেখাটিও মনোগ্রাহী।

অভিনব সংকলন

হাতির হানা থেকে ছেলেকে বাঁচাতে বাবা বানিয়েছেন রাবারের বর্ম। মানুষের চূড়ান্ত অনুভূতিগুলি অ্যাপে বন্দি। রোবটের জটিলতায় বিড়ম্বিত ভালোবাসা। এমনই অভিনব সমস্ত প্লটকে সঙ্গী করে অপূর্বকুমার চক্রবর্তী দশটি গল্প বুনেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প সংকলন প্রথম কৃষ্ণচূড়া। অপূর্ব তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। রেলের ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলেছেন। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। সমাজসেবামূলক কাজের সুবাদে অপূর্ব তাঁর পাশাপাশি আরও অনেকেরই পাশে। সাহিত্য ভালোবাসেন। দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কৃষ্ণচূড়া তাঁর লেখা প্রথম গল্প সংকলন। প্রতিটি গল্পই গভীর ভাবনার ফসল। কঠিন কথাকে সহজভাবে বলতেও শেখায়।

ভাবনার আড়ালে

‘ভালোবাসা আঁকড়ে ধরব বলে/ জঠরেই উন্মুক্ত করেছি মুঠোহাত।’ জয়ন্তকুমার দত্তের লেখা ‘নাভিকুণ্ডল’ কবিতার শীর্ষাংশ। আরও বেশ কয়েকটি এমনই কবিতাকে সঙ্গী করে যা প্রকাশিত হয়েছে কবির কৈফিয়তের নামাবলী-তে। জয়ন্ত কোচবিহারের চকচকার বাসিন্দা। শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত। মূলত অঙ্ক শেখান। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি দারুণ টান। নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালেখি করেন। বেশ কিছু নামী পুরস্কারে পুরস্কৃত। এ বইয়ের সমস্ত কবিতা জীবনের নানা প্রান্তকে অনায়াসে ছুঁয়ে যায়, আমাদের নানা কাজ নিয়ে প্রশ্নও তোলে। ভাবায়। ঋতুপর্ণা খাটুয়ার আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ সুন্দর।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা

বিজেপির নজরে মহিলা ভোটব্যাংক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কাকে বসানো হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে চর্চার অন্ত নেই। পদ্মশিবিরের ইঙ্গিত, বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে তিনি কে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত তিনটি নাম ভাসছে। তাঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন সভানেত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী এবং কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক বনথী শ্রীনিবাসন। তিনজনের নাম নিয়েই বিজেপি এবং আরএসএসের শীর্ষস্তরে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া। যদি শেষমেশ ওই তিন নেত্রীর মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে যেমন দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনই মহিলা ভোটব্যাংকেও বড় রকমের থাবা বসানো সম্ভব হবে। যেহেতু আগামী বছর তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোট, সেক্ষেত্রে দ্রাবিড়ভূমের কাউকে বিজেপি সভাপতি পদে বসানোর ব্যাপারে জোরালো মত শোনা যাচ্ছে। তামিলনাড়ু সহ গোটা দক্ষিণ ভারতেই বিজেপি সাংগঠনিকভাবে এখনও খুব একটা মজবুত নয়। তাই একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা নেত্রীকে জাতীয় সভাপতি করলে, সেটি সাংগঠনিক ও আঞ্চলিক দুই দিক থেকেই কৌশলগত পদক্ষেপ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অতীতে বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার মতো দাপুটে নেত্রীরা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি করা হয়নি। বরং বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপিতে মহিলাদের কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে মহিলা মুখকে বিজেপির শীর্ষপদে বসিয়ে বিহার বিধানসভা ভোটের আগে চমক দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বস্তুত, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে সেনা অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর' রেখে মহিলাদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করা হয়েছিল। ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল সেই লক্ষ্যেই আঘাত হেনেছে। এবার মহিলা মুখকে বিজেপির সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে বিহার তথা দেশের মহিলা ভোটারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

আরএসএসের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহিলারা যেভাবে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন তাতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মহিলা মুখ বেছে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। বিজেপির একাংশও মনে করছে, মহিলা সভানেত্রী পেলে ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে দলের। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাঁচদেশীয় সফর থেকে ফিরলে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই নতুন সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আশা করছেন দলেরই একাংশ। তবে নাড্ডার জায়গায় যদি শেষমেশ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে অর্থমন্ত্রক কে সামলাবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরই মন্ত্রীসভার 'বিগ ফোর'-এ রদবদলের পক্ষপাতী নন। সেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি মেনে চলা হবে কি না তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

দৌড়ে যে তিন নারী

ডি পুরন্দেশ্বরী
এনটি রামা রাওয়ের কন্যা বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। অপারেশন সিঁদুরের পর সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যও ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি রাজামুন্দ্রি লোকসভা আসনের সাংসদ।

নির্মলা সীতারামন
২০১৯ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত আস্থাভাজন। ২০১৭ সালে দেশের প্রথম পূর্ণসময়ের মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ সময়ের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীও তিনিই।

বনথী শ্রীনিবাসন
বর্তমানে কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক। ১৯৯৩ থেকে বিজেপিতে। বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হয়েছিলেন তিনি। ২০২২-এ দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির প্রথম তামিল মহিলা সদস্য হন।

এআই-এর বিরুদ্ধে আর্থিক তথ্য হাতানোর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : নয়া অভিযোগ এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অজুহাতে মৃত যাত্রীদের পরিবারের কাছ থেকে জোর করে ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করার অভিযোগ উঠেছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত যাত্রীদের পরিবার অভিযোগ করে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে তাদের কাছ থেকে জোর করে আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করা হচ্ছে। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ার বক্তব্য, বিতর্কিত প্রশ্নমালা শুধুমাত্র পরিবারিক সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য, যাতে ঠিক পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়।

এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'আমরা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া মেনে চলছি ঠিকই, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী সবরকম সহযোগিতাও করছি।' সংস্থা আরও জানিয়েছে, সেই ফর্ম ইমেল বা সরাসরি জমা দেওয়া যায় এবং কাউকে কোনও জোর করা হয়নি। মৃতদেহ সৎকার, রাখার ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য বিশেষ কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দাবি, ৪৭টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫৫টি পরিবারের কাগজপত্র তৈরির কাজ চলছে।

দলাই লামা ভারতকে বার্তা চিনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : তিব্বত বা দলাই লামা সম্পর্কিত কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ভারতের সতর্ক হওয়া উচিত। শুক্রবার দিল্লিকে এমনই 'পরামর্শ' দিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং। সম্প্রতি চিনের আপত্তি উড়িয়ে নিজের উত্তরসূরি বাছতে 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'-কে দায়িত্ব দিয়েছেন চতুর্দশ দলাই লামা। পরবর্তী দলাই লামা যে ভারত থেকে হবেন সেই ব্যাপারে কয়েক বছর আগেই ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। ভারতও যে দলাই লামার সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই ইস্যুতে ভারতের অবস্থানের বিরোধিতা করেছে চিন। মাও নিংয়ের মতে, ভারত দলাই লামাকে সমর্থন করলে চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তার গভীর প্রভাব পড়বে। তাঁর কথায়, 'চতুর্দশ দলাই লামার চিন-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ভারতের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। জিজাং (তিব্বতের চিনা নামকরণ) সম্পর্কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলা উচিত।'

সতীর্থদের মারে মৃত্যু পড়ুয়ার

চেন্নাই, ৪ জুলাই : সরকারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র সহপাঠীদের হাতে মার খেয়ে মারা গেল বলে অভিযোগ। তার 'অপরাধ' সে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছিল। ঘটনায় আটক হয়েছে দুই নাবালক। তাদের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। মৃত ছাত্র আদিত্য তামিলনাড়ুর ইরোডের বাসিন্দা। খবর, ওইদিন সকালে আদিত্যর বাবা ছেলেকে স্কুলের সামনে নামিয়ে দিলেও সে বিদ্যালয়ে না ঢুকে দুই সহপাঠীর সঙ্গে অন্যত্র যায়। সন্ধ্যাবেলায় স্কুলের সামনে রাস্তায় তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আদিত্যর বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মেজাজটাই তো আসল রাজা...

লন্ডন, ৪ জুলাই : ডার্টি পার্টি বলা যাবে না! কারণ, বিলাসী বিশিষ্টদের ওই পার্টিতে ছিলেন ক্রিস গেইলের মতো ক্রীড়াবিদ ও নানা দেশের খ্যাতনামা পুরুষ ও মহিলারা। সেই পার্টিতেই তুরীয় মেজাজে ধরা দিলেন ভারতের দুই ফেরারি ঋণখেলাপি ললিত মোদি ও বিজয় মালিয়া।

ভারতের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বহু কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা শোধ না করার অভিযোগ রয়েছে মোদি ও মালিয়ার বিরুদ্ধে। হাজতবাস এড়াতে দেশ থেকে পালিয়ে দু'জনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন বিলেতের আস্তানায়। ঋণ খেলাপ এবং আইন-আদালতের চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে তাঁরা যে দিব্যি আছেন খোশমেজাজে, সেটাও স্পষ্ট। সম্প্রতি এক পার্টিতে ললিতকে দেখা গিয়েছে 'আই ডিড ইট মাই ওয়ে' গাইতে গাইতে হুল্লোড়ে মাততেও।

মেজাজটাই যে আসল রাজা, তা ধরা পড়েছে ললিতের উদাত্ত গলায়। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কোমর দুলিয়ে তিনি বলেই ফেলেন, 'বিতর্কিত? তো! এটাই তো আমার স্টাইল!' কথা বলতে বলতেই গলা জড়িয়ে ধরেছেন বিজয় মালিয়ার। জবাবে কান এঁটো করা হাসিতে সম্মতি জানিয়েছেন প্রাক্তন কিংফিশার কর্তাও।

গত ২ জুলাই গ্রীষ্মের রাতে লন্ডনে ললিতের বিলাসবহুল বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় ওই পার্টিতে অতিথি-অভ্যাগতরা তখন ব্যস্ত ললিত-বিজয়ের ঐতিহাসিক যুগলবন্দিকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে। পার্টিতে সেদিন হাজির ছিলেন ৩১০ জন। দুই হাইপ্রোফাইল ফেরারি ঋণখেলাপির সঙ্গে গদগদ হয়ে ছবি তুলেছেন তাঁদের অনেকে। সেসব দেখা গিয়েছে দেড় মিনিটের ভাইরাল ভিডিওতে।

লন্ডনে মস্তি ফেরার ললিত-মালিয়ার

ভিডিওটা পোস্ট করেন ললিত নিজেই। তাতে লেখেন, 'আশা করি এই ভিডিও ইন্টারনেট ভাঙবে না... বিতর্কিত তো বটেই, কিন্তু এটাতেই তো আমার খ্যাতি!' তবে শেষরক্ষা হয়নি এই যা।

ইমপিচমেন্টে সায় বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে মৌখিকভাবে সায় দিয়েছে বিরোধীরা। আগামী ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সেই অধিবেশনে ওই প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

রিজিজু বলেন, 'এটা বিচারবিভাগের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সরকার চায়, সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে থাকুক এই ইস্যুতে।' তিনি জানান, প্রস্তাবটি লোকসভা না রাজ্যসভায় আনা হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। লোকসভায় প্রস্তাব আনতে অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। রাজ্যসভায় ৫০ জনের সমর্থন হলেই প্রস্তাব আনা যায়। সরকারের তরফে প্রস্তাব আনার পর তার সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হবে বলে রিজিজু জানান। বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের আইন অনুযায়ী, সংসদের যে কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গৃহীত হবে, সেই কক্ষের অধ্যক্ষ একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে সুপ্রিম কোর্ট একজন বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি, দেশের ২৫টি হাইকোর্টের মধ্যে একটির প্রধান বিচারপতি এবং একজন স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞকে রাখা হবে।

শাহি ইদগাহতে ধাক্কা হিন্দুপক্ষের

প্রয়াগরাজ, ৪ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের শাহি ইদগাহ মসজিদকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে গণ্য করল না এলাহাবাদ হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্ট জানিয়েছে, সৌধটিকে মসজিদ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

মসজিদটিকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে দেখানোর দাবিতে কিছুদিন আগে হিন্দুপক্ষের তরফে মামলা করা হয়। আবেদনটিকে হলফনামা দিয়ে সমর্থন করেছিলেন অ্যাডভোকেট মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং। অন্যদিকে, মুসলিমপক্ষ লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করে জানায়, সৌধটি মসজিদ। এতে কোনও সংশয় নেই। কোনওভাবেই যেন মসজিদের স্বীকৃতি বদলানো না হয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের এজলাসে মামলার শুনানিতে বিচারপতি হিন্দুপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মুসলিমদের আপত্তিকে গুরুত্ব দেন। মসজিদটিকে বিতর্কিত সৌধ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। আধ্যাত্মিক শহর হিসেবে মথুরার নাম আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায়। এদিকে মন্দির চত্বরেই শাহি ইদগাহ মসজিদ। ইতিহাসবিদদের একাংশের দাবি অনুযায়ী, প্রাচীন কেশবনাথ মন্দির ভেঙে ঔরঙ্গজেব মসজিদটি তৈরি করেছিলেন।

ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে মোদির মুখে বিহার

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ জুলাই : প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনার নানা খণ্ড দৃশ্য সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নেয়। চলতি ৫ দেশীয় সফরও যার ব্যতিক্রম নয়। ঘানায় মোদিকে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়রা। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর জুড়েও দেখা গেল সেই ভারত-স্পর্শ। পোর্ট অফ স্পেন বিমানবন্দরের বাইরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জড়ো হয়েছিলেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপদেশের মাটিতে পা দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে সরব হলেন মোদি। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিলেন। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরকে 'বিহার কি বেটি' সম্বোধন করেন মোদি। তাঁর কথায়, 'কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।' ব্রাত্য থাকেনি উত্তরপ্রদেশ। এদিন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের একটি রেপ্লিকা এবং সরযু নদীর পবিত্র জল উপহার দিয়েছেন মোদি। জানিয়েছেন, রাম মন্দির তৈরির সময় ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জল এবং শিলা পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা মনে রেখে ভারতের তরফে দ্বীপদেশের জন্য রাম মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং পবিত্র জল নিয়ে এসেছেন তিনি।

রাম মন্দির-রেপ্লিকা উপহার, জল্পনা বিদেশ বার্তা নিয়ে

প্রথম সাক্ষাতে একে অপরকে সম্বোধন দুই রাষ্ট্রনেতার।

চলতি সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো' তুলে দেওয়া হবে। সেদেশের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন কাঙ্গালাও এবং প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদি। বাণিজ্য, পর্যটন, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নানা বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শনিবার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো থেকে আর্জেন্টিনার উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

> কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

ধুলো, হাতকড়ায় যাত্রা শেষ বিশালের

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : আমেরিকার নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বন্দর। এক ভারতীয় তরুণকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছেন জনাকয়েক অভিবাসন আধিকারিক। হাতকড়া পরা তরুণ ছটফট করতে করতে বলছেন, 'আমি পাগল নই।' অন্য এক ভারতীয় বিমানযাত্রীর তোলা ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। ভিডিওতে দেখা যাওয়া তরুণের নাম বিশাল। হরিয়ানার কৃষক পরিবারের ছেলে বিশাল দেশে ফিরে বিদেশযাত্রার করুণ গল্প শুনিয়েছেন। ডলার রোজগারের স্বপ্ন নিয়ে এদেশ থেকে প্রতি বছর যে হাজার হাজার মানুষ বেআইনিভাবে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের বড় অংশকে কোন পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তা ২৭ বছর বয়সি হরিয়ানভি তরুণের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে তাঁর ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর নানা মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, তিনি একজন পড়ুয়া। বর্তমানে হরিয়ানার নন্দগড়ের বাড়িতে থাকা বিশাল স্বীকার করেছেন তিনি পড়ুয়া হিসাবে নন, অবৈধ অভিবাসী হিসাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য পৈতৃক জমি বিক্রি করে এক দালালকে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা বিশাল। গতবছর এপ্রিলে ভারত থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। প্রথমে দিল্লি থেকে যান ইতালির ভেরেনা। সেখান থেকে রোম হয়ে ব্রাজিল। ব্রাজিল থেকে তাঁকে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা এবং কলম্বিয়ার মধ্য দিয়ে পানামা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্রাজিল থেকে পানামা পর্যন্ত যাত্রাপথের সিংহভাগই ছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে। তখন জঙ্গলের মধ্যে বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন বিশাল।

জমি বিক্রির টাকায় আমেরিকা

তাঁর কথায়, 'আমি পানামায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চারদিন হেঁটেছি, তিনবার পাহাড়ে চড়েছি, নদী পেরিয়েছি, রাতে বন্যপ্রাণীর গর্জন শুনেছি। জানি না, কীভাবে বেঁচে ছিলাম। পথে আমি বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি।' পানামা থেকে তাঁকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাওয়া হয়। মেক্সিকোয় এক দালাল চক্র তাঁকে ২ মাস আটকে রেখেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে অন্য এক দালালকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সীমান্তে ধরা পড়ার পর তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ১০ মাস টেক্সাসের একটি জেলে রাখা হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দর দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর সময় বিশালের ভিডিওটি ভাইরাল হয়।

বাড়ি ফিরে তরুণের উপলব্ধি, 'বিদেশে যেতে হলে আইনি পথে যাও। অবৈধ পন্থা নিও না। নয়তো দালালরা তোমার জীবন ধ্বংস করে দেবে।'

দাবি ভারতীয় সেনাকর্তার

সীমান্ত এক কিন্তু প্রতিপক্ষ তিন

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তের ওপারে ভারতকে একসঙ্গে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল বলে দাবি করলেন ভারতীয় সেনার এক কর্তা। শুক্রবার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ (কেপেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাসটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তে একসঙ্গে তিন শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।'

> পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
>
> **রাহুল আর সিং**
> *ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ*

বণিক সংগঠন ফিকি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিং দাবি করেন, 'ডিজিএমও পর্যায়ের কথা যখন চলছিল, তখন আমরা কীভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই তথ্য পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছিল। তারা চিনের কাছ থেকে আমাদের গতিবিধির খোঁজখবর পাচ্ছিল।' চিন কীভাবে পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে, সেই তথ্যও জানান সেনাকর্তা। তাঁর কথায়, 'আপনারা যদি পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন, চিন লাগাতার পাকিস্তানকে সহায়তা করেছে। গত পাঁচবছরে পাকিস্তানের ৮১ শতাংশ যুদ্ধাস্ত্রের সরঞ্জাম চিনের থেকে এসেছিল। চিন তাদের সমস্ত অস্ত্রের পরীক্ষা করে পাকিস্তানে। কাজেই পাকিস্তান চিনের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের জীবন্ত গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা কোথায় কী মোতায়েন করে রেখেছি তার লাইভ আপডেট চিনের থেকে পেয়েছিল পাকিস্তান। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিই আরও দ্রুত এগোনো দরকার এবং যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত।'

চিনের পাশাপাশি তুরস্কও যে পাকিস্তানের দুঃসময়ের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, সেই তথ্য জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তিনি বলেন, 'তুরস্কও পাকিস্তানকে সমস্ত রকমের সমর্থন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা পাকিস্তানকে বেরয়াক্তার দিয়েছিল। সংঘাতের সময় আরও অনেক রকমের ড্রোন আসতে দেখেছি আমরা।' অপারেশন সিঁদুরের পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেন তায়েপ এর্দোগানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। অপারেশন সিঁদুর থেকে তাঁরা শিক্ষা নিয়েছেন বলেও জানান সেনাকর্তা। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের আকাশপথে প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সংঘাতের সময় ভারতের সমস্ত জনবসতি এলাকাকে সুরক্ষিত করা যায়নি।

কংগ্রেসে পাশ ট্রাম্পের বিগ, বিউটিফুল বিল

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : সেনেটের পর এবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাশ হয়ে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজস্ব এবং ব্যয় সংক্রান্ত অর্থ বিল। যাকে বিগ বিউটিফুল বিল বলে দাবি করেছিলেন তিনি। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ায় আমেরিকার রাজনীতিতে ট্রাম্পের হাত আরও শক্ত হল বলে মনে করা হচ্ছে। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের দিন বিলে সই করে সেটিকে আইনে পরিণত করবেন প্রেসিডেন্ট। তবে উচ্চকক্ষের মতো কংগ্রেসের নিম্নকক্ষেও বিলটি কড়া বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির একাধিক সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বিলের পক্ষে ২১৮টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে ভোট দেন ২১৪ জন কংগ্রেস সদস্য। মাত্র ৪ ভোটে বিলটি পাশ হওয়ায় শাসকদল রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এই বিল মার্কিন অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে নানা মহলে।

পাশ হওয়া বিলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে যেভাবে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের কথা বলা হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মার্কিনী স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাইরে চলে যাবেন।

সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন প্রতিবন্ধীরা। আমেরিকায় বিতর্ক হলেও বিলটি আইনে পরিণত হলে সুবিধা হবে সেদেশে বসবাসকারী বিদেশি কর্মীদের। আয়ের বড় অংশ নিজেদের দেশে পাঠান তাঁরা। যার পোশাকি নাম 'রেমিটেন্স'। প্রস্তাবিত বিলে রেমিটেন্সের ওপর ৫ শতাংশ হারে করের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে বিলটি পাশ হয়েছে তাতে এই হার মাত্র ১ শতাংশ রাখা হয়েছে। এর ফলে আমেরিকায় কর্মসূত্রে থাকা কয়েকলক্ষ ভারতীয়র সুবিধা হবে।

বিধ্বস্ত হিমাচলে মৃত বেড়ে ৬৯

সিমলা, ৪ জুলাই : মুষলধারায় বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচলপ্রদেশ। গত দু'সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা বৃষ্টি থামছেই না। বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা বান, ধসে জেরবার জনজীবন। প্রায় একপক্ষকাল ধরে অব্যাহত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। ধ্বস্ত পরিকাঠামো। সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা হিমাচলের। সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি দাঁড়িয়েছে।

চলতি দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলা। হড়পা বান এখানে বীভৎস আকার নিয়েছে। হড়পার তোড়ে জেলার অধিকাংশ বাড়ি ধসে গিয়েছে। বাড়ি ভেসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। শুধু জীবনহানিই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিপুল সম্পত্তি। বানের স্রোতে ভাসছে গাড়ির পর গাড়ি। এই পরিস্থিতিতেও সেনা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ একযোগে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিখোঁজদের সন্ধানের বিষয়টি।

সরকারের এক সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যে জলের তোড়ে ১৪টি সেতু ভেঙেছে। মৃত্যু হয়েছে ৩০০ গবাদিপশুর। রাজ্যজুড়ে ৫০০ রাস্তা বন্ধ। বেশ কিছু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। জলে ভাসছে বহু রাস্তা।

প্রেমিকাকে খুন

বারাণসী, ৪ জুলাই : বিয়ের জন্য চাপ দিতেন প্রেমিকা। চাইতেন টাকাও। বিরক্ত হয়ে প্রেমিকাকে খুন করলেন তরুণ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ঘটনা। মৃত তরুণী অলকা বিন্দ (২২) বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলেন। পরিবার জানিয়েছে, বুধবার সকালে কলেজে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান অলকা। থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার বারাণসীর মির্জামুরাদ এলাকার একটি ধাবায় তাঁর গলা কাটা দেহ মেলে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রেমিক সাহেবকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত।

বাংলার বাইরে বাংলাটা ঠিক আসে না?

বাঙালিকে অপমান! বিতর্কে বুম্বা

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : পর্দায় কখনও তিনি দুঁদে পুলিশ অফিসার 'প্রবীর চৌধুরী', কখনও আবার 'ভবানী পাঠক'। ফিরেছেন 'জাতিস্মর' হয়েও। মহানায়ক উত্তমকুমারের পর একমাত্র তিনিই বোধহয় বাঙালিকে এতদিন সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন। সকলের প্রিয় সেই 'বুম্বাদা' মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়েই এখন বাংলা ভাষাকে হেয় করার ভয়ংকর অভিযোগ, যা নিয়ে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। ভাইরাল ভিডিও দেখে ধেয়ে আসছে নানা তির্যক মন্তব্য। সত্যিই কি এটা প্রাপ্য ছিল বাঙালির! উঠছে এমন প্রশ্নও।

চলতি সপ্তাহের গোড়ার কথা। মায়ানগরী মুম্বইয়ে 'মালিক' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রসেনজিৎ। পাশে তখন বাংলার 'জামাই' অভিনেতা রাজকুমার রাও, ছবির পরিচালক পুলকিত ও আরও অনেকে। এক বাঙালি সাংবাদিক প্রসেনজিতের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'প্রবীর রায়চৌধুরী'র ধারা কি 'মালিক'-এও অব্যাহত থাকবে? প্রশ্নটা না ফুরোতেই সাংবাদিকের মুখের কথা কেড়ে নিলেন বাঙালি অভিনেতা। পালটা জানতে চাইলেন, 'বাংলায় প্রশ্ন করার দরকার কী?'

বাঙালির আঁতে ঘা লেগেছে এখানেই। যে বাংলা ভাষা তাঁকে পরিচিতি দিল, সেই বাংলা ভাষাকেই কি না অগ্রাহ্য! এই পর্যন্ত হলেও বোধহয় লঙ্কাকাণ্ড বাধত না। আসল কেলেঙ্কারি তারপর। বুম্বাদা ওই সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য নিলেন ইংরেজি আর হিন্দির। আর তাতেই রে-রে করে উঠেছে বাঙালি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভাশিস চৌধুরী যেমন লিখেছেন, এআর রহমানকে হিন্দিতে প্রশ্ন করলে উনি স্টেজ থেকে নেমে যান। মজার ছলে হলেও সাংবাদিককে বলেন, 'হিন্দিতে প্রশ্ন করলে স্টেজে উঠবেন না'। এদিকে বাংলার সুপারস্টারকে বাংলায় প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন,

মুম্বইয়ে ট্রেলার লঞ্চের সেই বিতর্কিত মুহূর্তে।

'বাংলায় কেন কথা বলতে হবে?' তফাতটা এখানেই। ওরা পারে, আমরা পারি না।

প্রসেনজিতের এমন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাংলাপক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এতদিন বাংলাকে ব্যবহার করে নিজের কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছোলেন, আর এখন বাংলা ভাষাকেই অপমান করছেন। আসলে উনি ওঁর জাতিসত্তা ভুলে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন।'

কী সাফাই দিচ্ছেন প্রসেনজিৎ? জানতে তাঁর ম্যানেজার এবং জনসংযোগ আধিকারিককে মেসেজ করা হলেও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। 'দাদা কোনও মন্তব্য করবেন না' বলেই ফোন কেটে দিয়েছেন একজন।

প্রসেনজিৎ মানেই সুপারস্টার। প্রসেনজিৎ মানেই ইন্ডাস্ট্রি। সেই প্রসেনজিৎ এমন বিতর্কে জড়ালেও ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশই কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কথা হচ্ছিল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর মনে হয়, 'যে মানুষটা বাংলা সিনেমার জন্য নিজের গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, তিনি বাঙালিকে হেয় করতে চান- এটা হতেই পারে না। জায়গাটা মুম্বই বলেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, বাংলায় কথা না বলে অন্য ভাষায় কথা বলা যেতে পারে।'

একই মত তরুণ পরিচালক নির্ঝর মিত্রের। নির্ঝরের কথায়, 'আমি ভিডিওটা দেখেছি। আমার মনে হয়নি, উনি বাংলা ভাষাকে কোথাও ছোট করতে চেয়েছেন।'

সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নে প্রসেনজিৎ যখন বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন, তখন সেখানে 'মুশকিল আসান' হয়ে ওঠেন রাজকুমার। তিনিই সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নের হিন্দি অনুবাদ করে শোনান বাংলার সুপারস্টার ও দর্শকদের। তাতেই হাততালিতে মুখরিত হয় গোটা ঘর। নেটনাগরিকদের কটাক্ষ, রাজকুমার বাঙালি নন। কিন্তু তবুও তিনি যেভাবে বাংলার কদর করলেন, তার সিকিভাগও পারলেন না প্রসেনজিৎ।

ফেসবুকে নাজিয়া সুরহ হুদা যেমন মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি সাংবাদিক বাংলায় প্রশ্ন করায় বিব্রত হলেন বাঙালি নায়ক। এদিকে, ভিন্নভাষী নায়ক বাংলা প্রশ্ন বাকি সবার জন্য অনুবাদ করে দিলেন! বুম্বাদা নিজের বাঙালি সত্তা নিয়ে বড়ই লজ্জিত। আহারে!'

এই ঘটনার অন্যরকম ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। বিতর্কিত মন্তব্য করে রোষানলে পড়তে চাইছেন না বুম্বার বহু সহ অভিনেতা। তবে এক বর্ষীয়ান অভিনেতার খোঁচা, 'পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে বম্বের দালালি করতেই হয়। নইলে ওখানে ভাত জুটবে না।'

সত্যিই কি তাই? বলিউডে পা রাখার ক্ষেত্রে বাংলাকে অপমান করাই যদি শেষ অস্ত্র হয়, তবে বাঙালির কপালে দুঃখের শেষ নেই।

জন্মদিনে বিপত্তি টয়ট্রেনের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : লোকজন মজার ছলে বলছেন, খেলনাগাড়িতে নজর লেগেছে। লেবু-লংকা ঝোলাতে হবে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের সামনে। নয়তো কি আর জন্মদিনেও দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। একটুর জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী টয়ট্রেনের ট্র্যাকের ওপর লরির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল গার্ডওয়াল। তড়িঘড়ি জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করালেন লোকোপাইলট। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলোয়। ট্রেনে থাকা কর্মীরা দ্রুত নেমে আসেন। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় মিনিট কুড়ির চেষ্টায় গার্ডওয়াল সরিয়ে ফের নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হয় টয়ট্রেনটি। প্রসঙ্গত, যাত্রীসুরক্ষায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-কে ক্লিনচিট দিয়েছে রেলের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা অডিটের বিশেষ দল।

১৮৮১ সালে ৪ জুলাই এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাত্রা শুরু করে খেলনাগাড়ি। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তাই শুক্রবার টয়ট্রেন দিবস পালন করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। সুকনা স্টেশনে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান হয়। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'বিশ্বের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আমরা টয়ট্রেন দিবস পালন করছি। নতুন প্রজন্মের কাছে টয়ট্রেনের ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। তাদের আরও বেশি করে আগ্রহ বাড়াতে চাইছি। এদিন স্কুল পড়ুয়াদেরও অনুষ্ঠানে শামিল করা হয়েছিল।'

টয়ট্রেন দিবসে সুকনা স্টেশন চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। নীল-সাদা বেলুনে মুড়ে ফেলা হয় চারদিক। এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেনটিকেও বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। সকাল ১০টায় হুইসল বাজিয়ে কু-ঝিকঝিক শব্দ তুলে খেলনাগাড়ি যখন সুকনা স্টেশনে ঢুকছিল, তখন পড়ুয়াদের তুলির টানে ট্রেনের ছবি ফুটে উঠছিল সাদা ক্যানভাসে। পাশাপাশি সুকনা স্টেশন সহ ডিএইচআর-এর সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয় পোস্টারের গায়ে ফুটিয়ে তুলছিলেন শিল্পীরা। পর্যটকদের নিয়ে ট্রেনটি বেশ কিছুক্ষণ সুকনা স্টেশনে দাঁড়ায়। সেখানে স্কুল পড়ুয়া এবং শিল্পীদের সঙ্গে পর্যটকদের আলাপ হয়। এরপর ট্রেনটি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।

উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পীরা সুকনা স্টেশনে জড়ো হন। কেউ পোস্টার তৈরি করেছেন, তো কেউ এঁকেছেন ছবি। স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে হয়েছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। যার থিম ছিল, টয়ট্রেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

ভিনরাজ্যে আতঙ্ক

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৪ জুলাই : দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের কেউ দিল্লিতে, কেউ হরিয়ানায়, আবার কেউ কেরলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন থেকে। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তির পর যে ৫৮টি পরিবার বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটমহল থেকে দিনহাটায় চলে এসেছে, এখনও তাদের সম্বল বলতে সরকারের করে দেওয়া চার দেওয়ালের কামরা ছাড়া আর কিছুই নেই। ছিটমহল বিনিময়ের সময় কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমির কোনও সুরাহা না হওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থা এককথায় শোচনীয়। তাই গায়েগতরে খাটা ছাড়া এখানকার বাসিন্দাদের বিকল্প কোনও উপায় নেই। আর সেকারণে ৫৮টি পরিবারের অধিকাংশ বাড়ির লোক ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে পরিবারের পেট চালান।

গত ২৫ জুলাই বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে তিন শিশু ও এক মহিলা সহ মোট সাতজন সাবেক ছিটের ভারতীয়কে আটক করে দিল্লি পুলিশ। নানা টালবাহানার পর ১ জুলাই দিল্লি পুলিশ তাদের ছেড়ে দিলেও এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা। করোনা পর্বের পর দ্বিতীয়বার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে তাঁরা ফের আতঙ্কিত। আটক হওয়া শ্রমিকরা বাড়ি ফিরলেও, তাঁদের পরিজনরা ফের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে দেবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সাবেক ছিটের বাসিন্দা আজিমা বেগমের কথায়, 'ছয়দিনের মাথায় স্বামী সহ সাতজনকে মুক্তি দেয় দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে খাওয়াদাওয়া ভুলেছি। এখানে আমাদের কোনও কর্মসংস্থান নেই। তাই পরিবারের পেট চালাতে বাইরে যেতেই হয়। যদি প্রশাসনের তরফে এখানে কোনও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়।'

দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রী বলেন, 'ওই পরিবারগুলির জব কার্ড থাকলে কাজের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি আমি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছি। ওখানকার যাঁরা ভিনরাজ্যে থাকেন, তাঁরা কী ধরনের কাজে পারদর্শী, তার তালিকা তৈরি করতে বলেছি। সেই অনুযায়ী যদি তাঁদের কাজের কোনও সুযোগ থাকে, তাহলে সেখানে তাঁদের যুক্ত করা যেতেই পারে। এদিন দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হওয়া সামসুল হক ফোনে জানান, আগামীকাল সন্ধ্যায় সকলে বাড়ি ফিরছেন। ফের দিল্লিতে কাজে যাবেন? সামসুল বলেন, 'না গিয়ে উপায় কী? তবে অনেকেই আতঙ্কে রয়েছে যে ভিনরাজ্যে গিয়ে যদি আবার বাংলা বলায় তাকে পুলিশ ধরে।'

ডিভি শোভাযাত্রায় খুদেদের অংশগ্রহণ। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন

মালদা, ৪ জুলাই : গত বিধানসভা ভোটে বাবা-মা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচারে নেমেছিলেন। আর তাই ভোটের পর বদলা নিতে ওই দম্পতির নয় বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল এলাকার তৃণমূল কর্মী তথা এক প্রাক্তন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ওরফে ভেলু। কিন্তু ধরাও পড়ে যায় অভিযুক্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হয়। সেই তদন্তের চার্জশিটের ভিত্তিতে মালদা আদালতে মামলা চলে। দীর্ঘ ৪৮ মাস পর গত বুধবার মালদার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (সেকেন্ড কোর্ট) অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শুক্রবার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন বিচারক।

ভোট-হিংসার প্রথম সাজা

শুক্রবার সাজা ঘোষণার পর আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সিবিআইয়ের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, 'একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৬ লক্ষ টাকা এবং আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই দুই টাকাই পাবে নির্যাতিতা নাবালিকা।' সিবিআইয়ের আইনজীবী দাবি করেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় এই রাজ্যে প্রথম সাজা ঘোষণা হল।' অভিযুক্ত প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন অতিরিক্ত দায়রা আদালত (সেকেন্ড কোর্ট)-এর বিচারক রাজীব সাহা।

তোলার সিন্ডিকেট

প্রথম পাতার পর

টোটোচালকদের কেউ কেউ আবার তাঁর হাতে টাকাও দিচ্ছেন। আবার কিছু চালককে তিনি সেখানে দাঁড়াতেও দিচ্ছেন না। টোটোচালকদের কাছেই জানা গেল, যাঁদের নাম খাতায় লেখা হচ্ছে একমাত্র তাঁরাই সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলবেন। যাঁরা টাকা দেবেন না তাঁরা ওই জায়গা থেকে যাত্রী তুলতে পারবেন না।

কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁকে কে দিয়েছে? উত্তরে ওই খাতা হাতে ব্যক্তির দাবি, টোটোচালকরাই নাকি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন স্ট্যান্ডে লাইন করে দাঁড়ানোর বিষয়টি দেখাশোনা করতে। তার জন্য চালকরাই তাঁকে ১০-২০ টাকা করে দেন।

একই ছবি পাহাড়পুর মোড়েও। সেখানেও দেখা গেল এক ব্যক্তি একটি ফাঁকা টোটোয় খাতা নিয়ে বসে রয়েছেন। সেখানে টোটোচালকরাই তাঁর কাছে গিয়ে নাম লেখাচ্ছেন। পাহাড়পুর মোড়ে দেখা গেল এক টোটোচালক ওই স্ট্যান্ডের আশপাশে দাঁড়াতেই অপর এক চালক রে-রে করে তেড়ে এলেন। কেন স্ট্যান্ডের সামনে টোটো দাঁড় করিয়েছেন, তা নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা বেধে গেল। ক্ষোভের মুখে পড়ে স্ট্যান্ড ছেড়ে বাধ্য হয়ে খানিকটা এগিয়ে এলেন দিলীপ সরকার নামে ওই টোটোচালক। কেন সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না প্রশ্ন করায় দিলীপ বলেন, 'আমরা যারা সিন্ডিকেটে টাকা দিই না তাদের ওরা স্ট্যান্ডের সামনে থেকে যাত্রী তুলতে দেবে না। পাহাড়াপুর, রায়কতপাড়া, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে সর্বত্রই এই দাদাগিরি চলছে।'

শহরের এক টোটোচালক জানান, রায়কতপাড়া স্ট্যান্ডে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আগে বেশ কয়েকবার ২০ টাকা করে দিয়েছেন। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নাম করে খাতায় নাম লিখে এই টাকা নেওয়া হত বলে দাবি করেন তিনি। প্রশ্ন উঠেছে, এই সমস্ত স্ট্যান্ড স্বীকৃতি কীভাবে পেল? শহরের বাসিন্দা কাজল সেন বলেন, 'টোটোর সংখ্যা শহরে এমনিতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এরপর যদি স্ট্যান্ড তৈরি হয় তাহলে যানজট আরও বাড়বে। ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় টোটো দাঁড়াতে দেওয়া উচিত নয়।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি শুনেছি কিছু জায়গায় টোটোর স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। তবে পুরসভা কোথাও টোটোর কোনও স্ট্যান্ড বা পার্কিংয়ের অনুমতি দেয়নি। শহরে যদি কোথাও এই ধরনের স্ট্যান্ড তৈরি করে টাকা নেওয়া হয়, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি।' শহরে আইএনটিটিইউসি'র টোটো সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন বর্তমানে সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি পুণ্যব্রত মিত্র। তিনি বলেন, 'সংগঠন থেকে কোনও টাকা নেওয়ার কথা বলা হয়নি। চালকরা নিজেদের সুবিধার জন্য রায়কতপাড়া স্ট্যান্ডে নিজেরা টাকা দিয়ে একজনকে রেখেছেন লাইন ঠিক রাখার জন্য।'

উচ্চশিক্ষা

প্রথম পাতার পর

তেমনি রায়গঞ্জ বা বালুরঘাটের ছাত্রছাত্রীদের যেতে হচ্ছে মালদায়। ফলে জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার প্রশাসনিক সুবিধা পাচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়োজন থাকলেও একমাত্র উত্তরবঙ্গ বাদে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়নি দূরশিক্ষা বিভাগ। দূরশিক্ষাও আটকে সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রথাগত কোর্সে। দূরশিক্ষার মাধ্যমেও যে চাকরিমুখী কোর্স চালু করে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা সম্ভব তা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই যুগের দাবি। তাই নতুন কিছু বিষয় চালুর ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। কিছু ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করা হবে।' সঠিক পথে চালনার জন্য আদৌ কোনও পরিকল্পনা হবে, নাকি ধুঁকতে ধুঁকতে মুখ থুবড়ে পড়বে উত্তরের উচ্চশিক্ষা, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না কেউই। (শেষ)

সুইমিং পুল

প্রথম পাতার পর

শ্যামাপ্রসাদ পান্ডের আশঙ্কা, সুইমিং পুল তৈরি হলে এই রিসর্টে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। সুইমিং পুলে হইহুল্লোড়ে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। ইকো সেনসিটিভ জোনে নতুন করে আর কোনও এ ধরনের নির্মাণ না হওয়াই ভালো। তাছাড়া অনুমতি ছাড়া কী করে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কাজ করে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ফের আন্দোলন

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : দ্রুত চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে জয়েন্ট ফোরাম। বিভিন্ন চা শ্রমিকদের ওই যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে এর আগে বাগানগুলিতে একদিনের গেট মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার চা বাগান অধ্যুষিত ডুয়ার্সের একাধিক ব্লকের বিডিও অফিসে মিছিল করে গিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা জানিয়ে আসে তারা। এদিন নাগরাকাটায় বিডিও অফিসের পাশাপাশি চা বাগানের জমি ইস্যুতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের কাছেও নিজেদের দাবিপত্র পেশ করা হয়। জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'প্রায় সব বাগানে মালিকপক্ষের তুঘলকিরাজ চলছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছু দেখেশুনে চুপচাপ বসে রয়েছে। বাগানে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ

রয়েছে দিনের পর দিন। ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়ন নিয়ে কারও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। যন্ত্রের প্রয়োগ ব্যবহার শুরু হওয়ায় বহু অস্থায়ী শ্রমিকের রুটিরুজি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এককথায় জুলুম নেমে এসেছে সর্বত্র। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে।

জিয়াউলের সংযোজন, শীতের সময় দিল্লি থেকে যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়ার ফরমান জারি করা হচ্ছে। এর ফলে কাঁচা পাতা থাকলেও সেই বাগান উৎপাদন করতে পারছে না। এর ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ বাগানেরই বার্ষিক উৎপাদন ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। এর রেশ এসে পড়ছে শ্রমিকদের ওপর।

চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা নিয়ে জয়েন্ট ফোরাম জানাচ্ছে, যে যেখানে যেভাবে বসবাস করছে সেই পুরো জমিরই পাট্টা শ্রমিকদের দিতে হবে। ৫ ডেসিমাল করে পাট্টা দেওয়ার সরকারি ঘোষণা মেনে নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। জয়েন্ট ফোরাম তাঁদের আন্দোলনে ন্যূনতম মজুরি, জমির পাট্টা সহ মোট ১২টি বিষয়ের কথা তুলে ধরেছে। এর মধ্যে মোটরচালিত যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে যে সমস্ত শ্রমিক জড়িত তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বেশি হারের মজুরি প্রদান, লিজ হোল্ড জমিকে ফ্রি হোল্ডে পরিণত করা সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহার, সময়মতো শ্রমিকদের প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশনের টাকা দেওয়ার মতো বিষয়গুলি রয়েছে।

আদালত চত্বরে মার

আলিপুরদুয়ার ও জয়গাঁ, ৪ জুলাই : জয়গাঁর গণধর্ষণ মামলায় সাক্ষীদের মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। তা-ও আবার খোদ আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে। শুক্রবারের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা সকলেই অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন। ধৃতদের মধ্যে দুজন মহিলা।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনায় তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' গত বছর লক্ষ্মীপুজোর পর জয়গাঁয় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল। আপাতত সেই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব চলছে। সেইমতো এদিন সাক্ষ্য দিতে কোর্ট চত্বরে এসেছিলেন ৩ জন। তাঁরাই নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। সাক্ষীদের ছবি মোবাইলবন্দি করার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যান আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ অন্য পুলিশকর্মীরাও। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

শাসক নেতা গুলিবিদ্ধ

প্রথম পাতার পর

দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'যে গাড়িতে বিধায়ক ঘুরে বেড়ান সেই গাড়িতে চেপেই তার ছেলে এসে আমাদের জনপ্রতিনিধির উপরে গুলি ছোড়ে। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে সুকুমার বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কোনওদিনই জিততে পারেনি। তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠতে না পেরে বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। গুলির ঘটনার পেছনে কারা যুক্ত রয়েছে সেটা আমার জানা নেই। তবে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ আমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।'

ঘটনার তদন্তে নেমে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ রাতেই খাগড়াবাড়ি মোড়, চকচকা চেকপোস্ট, পুণ্ডিবাড়ি হাই রোড মোড় সহ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তদন্তের কাজে পুণ্ডিবাড়ি থানায় পৌঁছান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজু রাজভর নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল দীপঙ্করের। সেই ঘটনায় রাজু রাজভরের বদলে ভুল করে রাজু দে'র উপর আক্রমণ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার রাতেই বিধায়ক সুকুমার রায়ের বড় ছেলে শুভঙ্কর দে'কে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরবর্তীতে শুক্রবার দুপুরে বিধায়কের ছোট ছেলে দীপঙ্কর ও সেই গাড়ির চালক উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার জেরে কোচবিহার-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা এদিন থমথমে ছিল।

বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ স্পষ্ট

প্রথম পাতার পর

টানতে পেরেছিল তৃণমূল। মতুয়া ভোট সঙ্গে থাকলে বাংলার বেশ কয়েকটি আসনে যে তুড়ি মেরে কিস্তিমাত করা যায়, তা প্রমাণিত।

ক্ষমতায় আসার পর মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া আরও নিবিড় হয়েছিল প্রথমদিকে। কিন্তু মতুয়া ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরীণ কলহের পরিণতিতে এই সম্প্রদায়ের ঘাসফুল প্রীতি চিরস্থায়ী হল না। সম্প্রদায়টির গুরুত্ব বুঝে বিজেপি দখল করে ফেলল মতুয়া ভোটের একাংশ। আপাতত দুই ফুলে ভাগাভাগি করে আছে মতুয়া ভোট।

ভোটে সমর্থনের নিরিখে উত্তরবঙ্গের গোষ্ঠীগত বিন্যাস অনেকটা সেই রসিকতার মতো- যখন যেমন তখন তেমন বন্দে মাতরম। অথবা যেদিকে বৃষ্টি আসছে, সেদিকে ছাতা ধরো। মোদ্দা কথায় ক্ষমতার সঙ্গে লেপটে থাকা। সে কারণেই তো বাম জমানা উলটে যেতেই রাজবংশী, আদিবাসী, নস্যশেখ জনগোষ্ঠীগতভাবে তৃণমূলের সঙ্গী হয়েছিল। বামফ্রন্ট রাজত্বেই অবশ্য বামেদের নেপালি, গোর্খা সমর্থনে চিড় ধরেছিল। আত্মপরিচয়ের বোধ উসকে তৈরি হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন।

একই কারণে বাম শাসনের শেষ কয়েক বছরে কামতাপুর আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। আদিবাসী বিকাশ পরিষদ কার্যত চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বামেদের একাধিপত্য উৎখাত করে দিয়েছিল। বামফ্রন্টের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙালি ভোটের স্বার্থে জনগোষ্ঠীগত স্বশাসনের দাবিকে আমল দেননি। যে কারণে তিনিও একসময় জনগোষ্ঠীগত সঙ্গী হারিয়েছেন। যে বিমল গুরুং একসময় মমতাকে 'পাহাড়ের মা' সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন শত্রু।

অথচ জিটিএ চুক্তি কিংবা জিটিএ'র ক্ষমতায় গুরুংয়ের অভিষেকের পেছনে মমতার অবদান কম নয়। সেই গোর্খা, নেপালি জনগোষ্ঠীর সখ্য পাকাপাকিভাবে হারিয়ে ফেলেছে তৃণমূল। বাম শাসন থেকে মুক্তি পেতে রাজবংশী, আদিবাসীরা একসময় ঢেলে ভোট দিয়েছিল ঘাসফুল প্রতীকে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদ ও রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে সেই অনুগ্রহের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন মমতা।

শেষরক্ষা হয়নি। ভাবনার ঐক্য, নিদেনপক্ষে ভাবনার বোঝাপড়া বা আদর্শগত বন্ধন না থাকলে এধরনের বন্ধন খুবই পলকা হয়। তৃণমূলের সঙ্গে বন্ধন ঢিলে হতেই বিজেপি নতুন সঙ্গী বানায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে। উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার মরিয়া চেষ্টায় বিজেপি নেতাদের অনেকে আলাদা রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন। পৃথক রাজ্যের প্রবক্তা স্বঘোষিত মহারাজ অনন্ত থুড়ি নগেন রায়কে রাজ্যসভা সাংসদ বানিয়ে দেয়।

একই কারণে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের টোপ দিয়ে কেএলও প্রধান জীবন সিংহকে মায়ানমারের জঙ্গি ডেরা থেকে টেনে এনেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়ার শর্ত পূরণ বাস্তবে কঠিন। পাহাড় সমস্যা সমাধানের আশ্বাসের গাজর ঝুলিয়ে বছরের পর বছর দার্জিলিং লোকসভা আসনটি বিজেপি জিতে চললেও নেপালি, গোর্খা জনগোষ্ঠী ক্রমশ হতাশ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট লাগাতার চেষ্টা করলেও গোর্খা জনগোষ্ঠীর আশাপূরণে ব্যর্থ।

পাহাড় সমস্যা ঝুলে থাকার পাশাপাশি রাজ্যের দাবি ছেড়ে জীবন সিংহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজি হলেও তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অনেকবার জীবনের মুখে দিন-তারিখ আর হুংকার শোনা গিয়েছে মাত্র। আবার মাথার ওপর কেন্দ্রে বিজেপি আছে ভেবে চা বাগানের দুর্দশা লাঘবের যে স্বপ্ন আদিবাসী শ্রমিকরা দেখেছিলেন, তাতেও ধাক্কা লেগেছে। বাগান ছেড়ে শ্রমিকরা এখন দলে দলে ভিনরাজ্যে মজুর হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে তাই বিজেপির নিঃসঙ্গতা বাড়ছে। বিজেপির রাজবংশী বন্ধন যে আলগা হতে শুরু করেছে, তা গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার হাতছাড়া হওয়ায় ইঙ্গিত মেলে। তেমনই আদিবাসী সমর্থনে ভাটা পড়ায় আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ভোট কমেছে। জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জনগোষ্ঠীগত আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। উত্তরবঙ্গেও তাই হওয়ায় জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বে ভাটা পড়ার যে প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাতে লাগাম না পরালে পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

ছোট্ট তারা

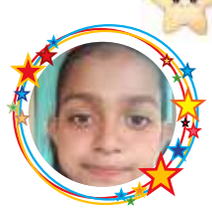

লাটাগুড়ি শিশুতীর্থ বিদ্যানিকেতনের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অদিত্রী হোড় নাচতে ভালোবাসে। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আঁকা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছে সে।

চলছে জিলিপি ভাজা। *জলপাইগুড়ির যোগমায়া কালীবাড়িতে রথের মেলায়। ছবি : মানসী দেব সরকার*

জলা ভরাটে প্রশ্নে পুরসভা

তদন্তের আশ্বাস ধূপগুড়ির ভাইস চেয়ারম্যানের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৪ জুলাই : জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনা ফেলে ধীরে ধীরে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে নয়ানজুলি। হাইওয়ের পাশের নীচু জমি পর্যন্ত এইভাবে একটা পথ বানিয়ে ফেলতে পারলেই জমির দর একলাফে বেড়ে যাচ্ছে। ধূপগুড়ি পুর এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ধারে এমনই অভিনব কায়দায় জলা ভরাটের অভিযোগ সামনে এল। বালি-পাথর ফেলে বা অস্থায়ী কাঠামো গড়ে জায়গা দখল কিংবা আবর্জনা ফেলে জলা বুজিয়ে পথ তৈরি করার এমন নজির আগে দেখেননি শহরবাসী। অনেকেই মনে করছেন, পুরসভার অজান্তে আবর্জনা তুলে নিয়ে গিয়ে এই কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এবিষয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘ওই এলাকায় কে বা কারা আবর্জনা জড়ো করছেন বা নিয়ে গিয়ে ফেলছেন তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত হবে। প্রয়োজন পড়লে আমরা এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং আইনের সহায়তা নেব। পুরসভা কারও কাছে আবর্জনা বিক্রি করে না বা কাউকে জলা ভরাট করতেও সহায়তা করেনি।’

এই ইস্যুতে পুরসভার পাশাপাশি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। জাতীয় সড়কের পাশে আবর্জনা এনে স্তূপ করে জলা বুজিয়ে জায়গা দখল নিয়ে এলাকাবাসী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। পুরো কাজটিই নাকি রাতের অন্ধকারে করা হয়। ক্ষমতাবান কারও প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া শহরের আবর্জনা জড়ো করে এনে ফেলা যে অসম্ভব তা সকলেই মনে করেন। পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য পুরো বিষয়টি অজান্তে চলছে বলেই দাবি করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার বলেন, ‘কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। সম্প্রতি দেখছি আবর্জনা স্তূপ করে নিকাশিনালা বা জলা বুজিয়ে সরকারি জায়গা দখল করে পথ তৈরি হচ্ছে। পুরসভা সাহায্য না দিলে এরা এত আবর্জনা কোথায় পাচ্ছে।’

ডাম্পিং গ্রাউন্ড বা সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট না থাকায় আবর্জনা নিয়ে হয়রান ধূপগুড়ি পুরসভা। তহবিলের টাকা খরচ করে জেলা এবং ভিনজেলার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শহরের আবর্জনা ফেলতে হয়। তবে জড়ো করা আবর্জনা স্থানীয় স্তরে কাউকে বিক্রি বা দান করার খবর জানেন না পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকরা। তা সত্ত্বেও নিয়মিত জলা বোজানোর জন্য ব্যাপক পরিমাণ আবর্জনার উৎস বা এই কাজে যুক্ত মানুষদের হদিস মেলেনি। স্থানীয় স্তরে এনিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, ‘ধূপগুড়ি পুরসভার শাসকরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট গড়তে চূড়ান্ত ব্যর্থ। তাই আবর্জনা বাইপাস করছে বলে শুনেছি। এর পেছনে মোটা আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ উঠছে। তৃণমূল নেতারা হয়তো শহরের আবর্জনাও বেচে খাচ্ছেন।’

আবর্জনা ফেলে জলা বুজিয়ে দখল সরকারি জায়গা। এশিয়ান হাইওয়ের পাশে।

প্রশ্ন উঠছে

- ধূপগুড়ি পুর এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ধারে চলছে এমনই অভিনব কায়দা
- এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে
- এমনকি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা
- পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, পুরো বিষয়টি অজান্তে চলছে
- এনিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে

জরিমানা

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : স্কুলের ১০০ মিটারের মধ্যে নেশাজাত দ্রব্য বিক্রির অভিযোগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন জমিদারপাড়া, বজরাপাড়া এলাকায় প্রায় ১০-১২ জন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করল জেলা পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর।

জলপাইগুড়ির হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের জেলা কন্সালটেন্ট আতাউর রহমান খান বলেন, ‘পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা যেমন অপরাধ, তেমনই স্কুল কিংবা কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি করাটাও অপরাধ। সেই অপরাধে বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে সচেতন করার পাশাপাশি ২০০ টাকা করে স্পট ফাইন করা হল। ভবিষ্যতেও যদি তাঁরা এই সমস্ত জিনিস বিক্রি করেন, তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

টিআই নম্বর

ধূপগুড়ি, ৪ জুলাই : ধূপগুড়ি মহকুমা এলাকায় টোটোর জন্য টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) দেওয়া হবে। এই কাজটি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের তরফে করা হবে। এর জন্য আপাতত টোটো বিক্রি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে শোরুম মালিকদের। শুক্রবার ধূপগুড়ি বিডিও অফিস আয়োজিত এক সভায় শহরের কয়েকজন টোটো শোরুমের মালিককে বিষয়টি জানানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা, এসডিপিও গেইলসন লেপচা সহ পরিবহণ আধিকারিক, ট্রাফিক আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পুরসভার প্রতিনিধিরা। এসডিও জানান, দ্রুত এবিষয়ে কাজ শুরু করবে ব্লক ও পুরসভা প্রশাসন।

নকল নোট জমা দিয়ে গ্রেপ্তার

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৪ জুলাই : কথায় আছে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। ঠিক সেরকমই অনলাইনে কেনা নকল নোট এটিএমে জমা দিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। ধৃতের নাম শুভ্রজ্যোতি গুহ (২০)। সে ময়নাগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা। শুক্রবার তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

২৫ জুন পরিবারের এক সদস্যকে নিয়ে ময়নাগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএমে টাকা জমা দিতে গিয়েছিল ওই তরুণ। প্রায় ৫০ হাজার টাকা জমা করে সে। তার মধ্যেই পাঁচশো টাকার ২৩টি নকল নোট ছিল। অর্থাৎ ১১ হাজার ৫০০ টাকা। যদিও এটিএমে ওই টাকা জমা পড়ে যায়।

এটিএমে জমা পড়লেও ওই টাকা অ্যাকাউন্টে যায়নি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটিএমের ভেতরে ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন থাকে, যার কাজ নোট বাছাই করা। কোনও নোটে সমস্যা থাকলে, সেটি পাশে রাখা একটি ট্রে-তে পড়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। পাঁচশো টাকার ওই ২৩টি নকল নোট আলাদা হয়ে যায় এটিএমে প্রবেশের পর। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে ব্যাংক। শনাক্ত করা হয় শুভ্রজ্যোতিকে। তড়িঘড়ি ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জানায় ব্যাংক। তদন্ত শুরু করে বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেরায় শুভ্রজ্যোতি জানিয়েছে, সে অনলাইনে ওই নকল নোট কিনেছিল। কুরিয়ারের মাধ্যমে বাড়িতে বসে নোটগুলো পেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, আসলের সঙ্গে নকল নোট মিশিয়ে ফায়দা তোলা।

শুভ্রজ্যোতির বাবা পেশায় একজন পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী। তাঁর তরফে এই ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে কারও কারও মতে, এই ধরনের নকল পাঁচশো টাকার নোট বাজারে ছড়ানো হয়েছে কি না, তা পুলিশের খতিয়ে দেখা উচিত। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘আজকাল অনলাইনে খুব সহজে এই ধরনের নোট কিনতে পাওয়া যায়। ওই তরুণও অনলাইনে নোটগুলো কিনেছিল বলে স্বীকার করেছে। বাজারে সে আরও নোট চালিয়েছে কি না, তা জানতে আমরা জেরা করছি।’

গ্রেপ্তার হওয়া সেই তরুণ। শুক্রবার ময়নাগুড়িতে।

ঘটনাক্রম

- আসলের সঙ্গে নকল পাঁচশো টাকার নোট মিশিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা
- ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন (সিডিএম) নোট জমা নিলেও, তা আলাদা করে দেয়
- সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধৃতকে শনাক্তকরণ
- ধৃতকে পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত

রুটমার্চ

মালবাজার, ৪ জুলাই : মাল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শুক্রবার রুটমার্চ করল বিশাল পুলিশবাহিনী। নেতৃত্বে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ। শনিবার উলটোরথ এবং রবিবার মহরমকে কেন্দ্র করে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ওই রুটমার্চ বলে জানান তিনি।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহাল, জেলার স্কুলগুলির বেহাল দশা কাটাতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ, রাজ্যে ৮২০৭টি ও জেলায় ২১৯টি সরকারি স্কুল বন্ধ না করা সহ আরও একাধিক দাবিতে শুক্রবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে স্মারকলিপি দিল ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক প্রস্তুতি মঞ্চ।

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

বালি-পাথরে ভরাট নর্দমা

মালবাজার, ৪ জুলাই : রাস্তার ওপর থাকা বালি-পাথর পড়ে ভরাট হচ্ছে নর্দমা। যার ফলে অল্প বৃষ্টিতেই নর্দমা উপচে রাস্তায় জল জমছে। পাশাপাশি এই পাথর এবং বালিতে মাঝেমধ্যেই মোটর সাইকেল এবং টোটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। এই ধরনের সমস্যা বাড়ছে শহরের উত্তর কলোনি ও দক্ষিণ কলোনিতে। পাশাপাশি সেই জল ঢুকছে বাসিন্দাদের বাড়িতেও। বৃষ্টি ছাড়াও বাড়ির নোংরা জল নর্দমায় জমা হচ্ছে বালি ও পাথরের বাধা পেয়ে। ফলে মশামাছির উপদ্রবের পাশাপাশি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, কাজল সাহা, সুকান্ত দাসরা জানিয়েছেন, কয়েকজন বাসিন্দার সচেতনতার অভাবে এই সমস্যা হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে জল জমে মশামাছির জন্য নানা ধরনের অসুখবিসুখ বাড়বে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার স্যানিটারি কনভেনার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, ‘আমরা মাইকিং করে বাসিন্দাদের সচেতন করার চেষ্টা করছি। পুনরায় সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হবে সাধারণ মানুষের মাঝে।’

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ

মহরম এবং উলটোরথের প্রস্তুতি জলপাইগুড়িতে

নিশান তৈরিতে ব্যস্ত দুই ভাই

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : মাঝে আর একটা দিন। তারপরই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র মহরম। মহরম নিয়ে অনেক গল্প কথা থাকলেও নিশানের গুরুত্ব রয়েছে আদি অনন্তকাল ধরে। নিশান ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতীকী পতাকা, যা মহরম পালনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে এই পতাকা বানানোর কাজ চলছে জোরকদমে। বিশেষ করে মহম্মদ পাপ্পু এবং জহরু মহম্মদ এই দুই ভাইয়ের এখন দম ফেলার সময় নেই। এই পতাকার চাহিদা শুধু জলপাইগুড়ি শহরে নয়, অর্ডার এসেছে বাইরে থেকেও। তাই দুই ভাই এখন পতাকা তৈরিতে প্রচণ্ড ব্যস্ত। সবুজ, হলুদ, লাল, বেগুনি, কালো, মেরুন, গোলাপি বিভিন্ন রংয়ের পতাকার চাহিদা রয়েছে বাজারে। তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দের রং সবুজ, হলুদ এবং মেরুন। শয়ে-শয়ে এখন পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত দুই ভাই।

জহরুর কথায়, ‘আমি এবং ভাই বিগত ৩০ বছর ধরে পতাকা বানাচ্ছি। পতাকার মাপ হয় হাতের মাপের অনুযায়ী। যেমন পাঁচ হাত, সাত হাত, দশ হাত এই অনুযায়ী। এই নিশান বানানোর কায়দাও রয়েছে।’ তিনি জানান, ত্রিকোণভাবে কাপড় কেটে, তার চারদিকে যিনি অর্ডার দিচ্ছেন তাঁর চাহিদা অনুযায়ী রুপোলি কিংবা সোনালি জরির পাড় বসানো হয়। কিছু নিশানে থাকে উর্দু ভাষায় নানান বার্তাও। এগুলোর দাম শুরু হয় ৩০০ টাকা থেকে। এরপর

দিনবাজারে নিশান তৈরির ব্যস্ততা।

যত বড় এবং যত ডিজাইন তার উপর দাম নির্ভর করে।

বিগত কিছু বছর ধরে তাঁদের বানানো নিশান শহরের গণ্ডি পেরিয়েছে বলে জানান মহম্মদ পাপ্পু। সারাবছর দর্জির টুকটাক কাজ মিললেও বছরের এই সময় তাঁদের তৈরি নিশানের চাহিদা থাকে আকাশছোঁয়া। এবছর দুই ভাই প্রায় ৭০-৮০টা পতাকা বানিয়েছেন। শেষমুহূর্তেও অনেকে আসছেন নিশান বানাতে। তাই চাপ রয়েছে বলে জানান তাঁরা। এখন ধীরে ধীরে তাঁদের আগামী প্রজন্মও এই কাজে তাঁদের সাহায্য করছে।

ইসলাম ধর্ম এবং তাতে বিশ্বাসীদের জন্য এই পতাকার মাহাত্ম্য অপরিসীম বলে নিশান তৈরির সময় নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেই তাঁরা এই কাজ করেন। পাপ্পুর কথায়, ‘আমরা ভালো কাজ করতে পারছি আল্লার জন্য। তাই তাঁর প্রতীক বানানোর সময় আমাদের নিষ্ঠা, সততা রাখাটা জরুরি। সেদিকে আমাদের নজর থাকে সর্বদা। পতাকা বানানোর পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে ব্যস্ত দুই ভাই সকলকে শুভকামনা জানাতে ভোলেন না কখনোই।

মাসির বাড়িতে জগন্নাথ। জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

ঘরে ফিরছেন জগন্নাথ, সাজোসাজো রব শহরে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ জুলাই : একদিকে কিছু সেবায়ত ভোগ রান্নায় ব্যস্ত, অন্যদিকে কিছু সেবায়ত জগন্নাথের রথ সাফাইয়ের কাজে মগ্ন। অনেকে আবার ভারাক্রান্ত মনে বসে রয়েছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার কাঠের প্রতিমার সামনে। অষ্টপ্রহর কীর্তন চললেও মন ভালো নেই জগন্নাথ ভক্তদের। আটদিন মাসির বাড়ি থেকে শনিবার যে বাড়ি ফেরার কথা! তাই তাঁদের ঘিরে আবেগ তো থাকেই। শুক্রবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ি টেম্পল স্ট্রিটের যোগমায়া কালীবাড়ি মন্দির চত্বরের ছবিটা ছিল এমনই।

ওদিকে গৌড়ীয় মঠে সাজোসাজো রব। জগন্নাথ যে ফিরছেন নিজের বাড়ি। মঠ প্রাঙ্গণ ধোয়ামোছা সহ মন্দির সাজানোয় ব্যস্ত সকলে। চলছে খিচুড়ি সহ নানা ভালোমন্দ খাবার নিয়ে আলোচনা। কারণ, তাঁরা ফিরে এসে খাবেন যে! গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পুণ্ডরিক দাসের কথায়, ‘পুরোদমে রথ সাজানোর কাজ চলছে। পুরো ফুল দিয়ে সাজানো হবে রথ। সেই রথে উঠে জগন্নাথ তাঁর ভাইবোনকে নিয়ে থানা মোড়, হাসপাতালপাড়া, ডিবিসি রোড হয়ে নিজের বাড়ি যাবেন। প্রচুর ভক্তের সমাগমে ধুমধাম করে আমরা ওনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।’

অন্যদিকে, উলটোরথের আগের দিন সন্ধ্যায় মেলায় একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে ভিড়। কেউ খেলনা, তো কেউ রথ নিয়ে বসেছেন টেম্পল স্ট্রিটের রাস্তায়। ভাজা হচ্ছে জিলিপি, পাঁপড়। মালবাজার শহরেও এদিন থেকে নতুন করে সেজে উঠছে রথের মেলা। ভক্তদের সমাগম এবং উৎসাহ দেখে ১৬ জুলাই পর্যন্ত এই মেলা চলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় মালবাজার শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দেখা যায় পুলিশি টহল। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ ও আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে চলে এই বিশেষ টহলদারি। সঙ্গে ছিলেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের কর্মীরা।

ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়িতে মাসির বাড়িতে রয়েছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় মাসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে নিজ বাড়ি লালবাবা শিব মন্দিরে ফিরবেন তাঁরা। প্রতি বছরের মতো এবারেও অন্তত পাঁচ হাজার মানুষকে খিচুড়ি ও সবজি প্রসাদ বিতরণ করা হবে। তাই লাল বাবা শিবমন্দিরে চলছে জোর প্রস্তুতি। ওই মন্দির কমিটির সভাপতি বাদল সরকার বলেন, ‘শনিবার মহা উৎসব। জগন্নাথ দেব বাড়ি ফিরবেন। ভোর থেকেই শুরু হয়ে যাবে খিচুড়ি প্রসাদ রান্না।’ ময়নামাতা কালীবাড়িতেও প্রতিদিন কীর্তন ও জগন্নাথ দেবের ভোগের প্রসাদ বিতরণ করা চলছেই। এদিন থেকেই জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা।

রংদার

অমরত্ব

হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা নাকি বার্ধক্য ঠেকানোর চিকিৎসা, ‘কাঁটা লাগা গার্ল’–এর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা বরাবরের। অজস্র সাহিত্য, সিনেমা এর সাক্ষী। এবারের প্রচ্ছদে অমরত্ব।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, অন্বেষা বসু রায় চৌধুরী ও মাল্যবান মিত্র
ছোটগল্প পাপিয়া মিত্র
ট্রাভেল ব্লগ শুভঙ্কর চক্রবর্তী
কবিতা পার্থসারথি চক্রবর্তী, টিপলু বসু, জয়ন্তকুমার দত্ত, কণিকা দাস, প্রশান্ত দেবনাথ, দেবাশীষ গোপ, সৈকত পাল মজুমদার ও তাপস চক্রবর্তী

গুকেশের কাছে হেরে মন্তব্য কার্লসেনের

দাবায় আগ্রহ হারাচ্ছি

জাগ্রেব, ৪ জুলাই : একেই বলে সমুচিত জবাব দেওয়া।

কয়েকদিন আগে ম্যাগনাস কার্লসেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশকে 'দুর্বল খেলোয়াড়' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ভারতীয় দাবাড়ু প্রত্যুত্তরে মুখে কিছু বলেননি। বরং ৬৪ খোপের লড়াইয়ে আরও একবার কার্লসেনকে মাত দিলেন তিনি। যার জেরে স্বয়ং 'দাবায় আগ্রহ নেই' বলে স্বীকারোক্তি নরওয়ের তারকার।

কয়েকদিন আগে ক্ল্যাসিকাল দাবায় গুকেশের কাছে হেরে উত্তেজিত হয়ে টেবিল চাপড়ে ছিলেন কার্লসেন। বৃহস্পতিবার সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ প্রতিযোগিতায় ফের ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারলেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টানা দ্বিতীয়বার গুকেশের কাছে হেরে হতাশ কার্লসেন। তিনি বলেছেন, 'আমি দাবা খেলায় আগ্রহ পাচ্ছি না। যখন খেলছি, তখন মনে কোনও উত্তেজনা আসছে না। খুব খারাপ পারফরমেন্স করছি।'

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে হেরে খুব চাপে পড়ে গিয়েছিলেন গুকেশ। কিন্তু পরে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে আপাতত ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে তিনি। ভারতীয় দাবাড়ুর প্রশংসা করে কার্লসেন বলেছেন, 'গুকেশ এই ফরম্যাটে দারুণ পারফরমেন্স

নরওয়ে দাবার পর সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজে ফের একবার কার্লসেনকে হারালেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

> গুকেশ এই ফরম্যাটে দারুণ পারফরমেন্স করছে। যদিও এখনও প্রতিযোগিতা বাকি রয়েছে। তবে টানা পাঁচটি ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়।
>
> **ম্যাগনাস কার্লসেন**

করছে। যদিও এখনও প্রতিযোগিতা বাকি রয়েছে। তবে টানা পাঁচটি ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি ম্যাচে একটা সময় বেশ ভালো অবস্থানে ছিলাম। কিন্তু তারপর বেশ কিছু ভুল করেছি। সেই সুযোগটাকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে গুকেশ।'

নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় নামার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে নীরজ চোপড়া। বেঙ্গালুরুতে।

বিদায় কিসের তৃতীয় রাউন্ডে জয় রুবলভের

লন্ডন, ৪ জুলাই : উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন আন্দ্রেই রুবলেভ। আদ্রিয়ান মানারিনোকে ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে তিনি হারিয়েছেন। টেলর ফ্রিৎজ ৬-৪, ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭) ও ৬-১ গেমে জিতেছেন আলেজান্দ্রো ডাভিডোভিচ ফোকিনার বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই ম্যাডিসন কিস। তিনি ৬-৩, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হেরেছেন লরা সিয়েগেমুন্ডের কাছে। ছুটি হয়ে গেল নাওমি ওসাকার। ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬ গেমে তিনি হেরে যান আনাস্তাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভার বিরুদ্ধে। পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই মার্সেলো আরভালো-মাতে পাভিক জুটি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৩, ৬-২ ফলে হারিয়েছেন মুনার-মার্টিনেজ

জয়ের পর আন্দ্রেই রুভলভ।

জুটিকে। দ্বিতীয় বাছাই হেনরি প্যাটার্ন-হারি হেলিওভারা ৭-৬ (৮-৬), ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন বিলি হ্যারিস-মার্কুস উইলিসকে।

মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই টাউনসেন্ড-সিনিয়াকোভা জুটি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৩, ৬-০ ফলে জয় পেয়েছেন কেসর-টাউসেন জুটির বিপক্ষে। দ্বিতীয় বাছাই গ্যাব্রিয়েলা-এরিন জুটি ৬-৩, ৬-৩ ফলে হারিয়েছেন জেন্যাপ-পলিনা জুটিকে। তবে তৃতীয় বাছাই পাওলিনি-এরানি জুটি চ্যান হাও-বারবোরা জুটির কাছে ৬-৩, ৬-২ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

আজ ইতিহাসে চোখ ক্রিসপিনের ভারতের

ব্যাংকক, ৪ জুলাই : স্বপ্নপূরণের থেকে একধাপ দূরে।

অতীতে কখনও মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলেনি ভারত। এবার সেই স্বপ্নপূরণ হতে পারে। সামনে কেবল একমাত্র বাধা থাইল্যান্ড।

শনিবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত খেলবে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। দুই দলই গ্রুপ 'বি'-র প্রথম তিনটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। এমনকি গোলপার্থক্যও সমান দুই দলের। নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী মূলপর্বে খেলার সুযোগ পাবে। ফলে শনিবারের ম্যাচটি দুই দলের কাছে 'ফাইনাল' ম্যাচ। ম্যাচ যদি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকে, তাহলে টাইব্রেকারের মাধ্যমে ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে।

ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী বলেছেন, 'এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করলে ভারতীয় ফুটবল অনেকটা এগিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে দেশের মহিলা ফুটবলেও অনেক উন্নতি হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে চাই। থাইল্যান্ড বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে ৯০ মিনিটে ম্যাচটা আমাদের শেষ করতে হবে। মেয়েরা তৈরি রয়েছে। আশা করছি, ম্যাচটা আমরা জিতব।'

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল থাইল্যান্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। সেই ম্যাচে খেলেছিলেন অঞ্জু তামাং ও সংগীতা বাসফোর। সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে অঞ্জু বলেছেন, 'থাইল্যান্ড শক্তিশালী দল। ওদের কাছে অল্পের জন্য এশিয়ান গেমসে হেরেছিলাম। তবে শনিবার আশা করছি আমরা জিতব।'

অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায় শুরু : নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুলাই : রাত পোহালেই বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' জ্যাভলিনের আসর বসছে। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতার আয়োজনে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

৭ বিদেশি সহ মোট ১১ জন অ্যাথলিট টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন। রাজকীয়ভাবে তাঁদের প্রত্যেককে বেঙ্গালুরুতে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে নীরজের হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগীদের দেওয়া হবে। পাশাপাশি ঢেলে সাজানো হয়েছে কান্তিরাভার মাঠ থেকে গ্যালারি। যা খতিয়ে দেখেছেন নীরজ নিজে। আয়োজন নিয়ে অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী অ্যাথলিট বলেছেন, 'প্রতিদিন নতুন করে শিখছি কীভাবে একটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হয়। এটা করতে গিয়ে যাঁরা এই রকম ইভেন্ট আয়োজন করেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে

> পদক জয় আলাদা জিনিস। কিন্তু আমি ভারত ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন কিছু দিচ্ছি। এজন্য আমি প্রচণ্ড খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

গিয়েছে।' নীরজের সংযোজন, 'শুধু আমার নাম জড়িয়ে রয়েছে বলে নয়, এটা আমার প্রতিযোগিতা। তাই চেষ্টা করছি কোথাও যেন কোনও খামতি না থাকে। এর মাঝে নিজের অনুশীলনেও সময় দিচ্ছি। নীরজ চোপড়া ক্লাসিক আয়োজন নিয়ে আমি যতটা উত্তেজিত, ঠিক ততটাই উত্তেজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েও।'

শুক্রবার প্রাক টুর্নামেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে নীরজ বলেছেন, 'মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নের মধ্যে আছি।' কেন তাঁর এমনটা মনে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হলে নীরজের মন্তব্য, 'পদক জয় আলাদা জিনিস। কিন্তু আমি ভারত ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন কিছু দিচ্ছি। এজন্য আমি প্রচণ্ড খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।'

নীরজ চোপড়া ক্লাসিক
সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টারে

মোহনবাগানে ফিরলেন কিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : এক বছর পর ফের মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে ফিরলেন কিয়ান নাসিরি। এদিন সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে জানানো হল কলকাতা ডার্বিতে হ্যাটট্রিককারী এই স্ট্রাইকারের ফেরার খবর।

আগেই শোনা গিয়েছিল, নিজের পুরোনো ক্লাবেই ফিরতে চলেছেন কিয়ান। গত মরশুমে চেন্নাইয়ান এফসি-তে চলে গেলেও সেভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি সেখানে। তাছাড়া কোচ ওয়েন কোয়েলের পরিকল্পনায় খেলার সুযোগও পাচ্ছিলেন না জামশিদ নাসিরির পুত্র। ফলে তিনি নিজেও আগ্রহী ছিলেন মোহনবাগানে ফেরার জন্য। ফিরে এসে কিয়ানের মন্তব্য, 'আবার কলকাতায় ফিরতে পেরে ভালো

> আবার কলকাতায় ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। সুযোগ পেলে নিজেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ক্লাব থেকেই আমার পেশাদার ফুটবল যাত্রা শুরু।
>
> **কিয়ান নাসিরি**

লাগছে। সুযোগ পেলে নিজেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ক্লাব থেকেই আমার পেশাদার ফুটবল যাত্রা শুরু। সেই জন্যই মোহনবাগানের প্রতি আমার একটা আলাদা আবেগ রয়েছে।' ক্লাবের তরফে জানানো হয়, কিয়ানের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হল। তাঁকে ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে কলকাতা লিগে খেলাবে মোহনবাগান।

এদিন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র তরফে লালবিয়াকডিকা ভানলালভুঙ্গার দলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। আইজল এফসি-র থেকে নেওয়া এই স্ট্রাইকার হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলে লম্বা চুক্তিতে যোগ দিলেন বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া সেভিয়া অ্যাকাডেমির থেকে উঠে এসে লা লিগা ও বুন্দেশলিগার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার জাইরো সাম্পেরিওর নর্থইস্টে যোগদান প্রায় পাকা। যদিও সরকারিভাবে ক্লাব এখনও কিছু ঘোষণা করেনি। আগেই স্প্যানিশ প্লে-মেকার হোসে ম্যানুয়েল চেমা নুনেজ তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। কম্বোডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব সেভয় রিয়েঙ্গ এফসি-তে যোগ দিলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের স্ট্রাইকার কোয়েম পেপরা। নিজের পুরোনো ক্লাব এফসি গোয়াতে ফিরছেন অ্যালবার্তো নগুয়েরা।

জামশেদপুর এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন জয়েশ রানে। গত মরশুমে ছিলেন মুম্বই সিটি এফসি-তে।

ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচনে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর হাত দিয়ে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপ ট্রফিগুলির উন্মোচন ও ফ্ল্যাগ অফ করেন তিনি। প্রেসিডেন্টস কাপ, ডুরান্ড ও সিমলা ট্রফি দেওয়া হয় এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নদের। এদিন এই তিন ট্রফিই ছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং, চিফ অফ ডিফেন্স জেনারেল অনিল চৌহান, চিফ অফ নেভাল স্টাফ দীনেশকুমার ত্রিপাঠী সহ একাধিক সেনা কর্তা। ট্রফি উন্মোচন হলেও এদিনও সূচি প্রকাশ্যে আনেনি আয়োজকরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যে খেলছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, সূচি নিয়ে এখনও আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। তাই মোহনবাগানের তরফে এখনও ডুরান্ডে খেলার কথা স্বীকার করা হয়নি। প্রস্তাবিত সূচিতে মোহনবাগানের গ্রুপেই আছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং। চার নম্বর দল হিসাবে থাকছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচই খেলতে হবে ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে। ৩০ জুলাই তাদের প্রথম ম্যাচ। কিন্তু এটাই চাইছেন না মোহনবাগান কর্তারা। এর আগে হঠাৎই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের কথা বলেছিল তারা। প্রকাশ্যে না বলা হলেও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখার শর্তেই শেষপর্যন্ত খেলতে রাজি করানো হয়েছে মোহনবাগানকে। ফের সূচি নিয়ে তাদের আপত্তি এবার আদৌ রাখা হয় কিনা সেটাই দেখার।

ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে আছে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ছাড়াও আছে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। মোহনবাগানের তুলনায় খানিকটা হলেও সহজ গ্রুপে অস্কার ব্রুজোঁর দল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি অনুশীলনে নামতে চলেছে লাল-হলুদের সিনিয়ার দল। গ্রুপ লিগে সিনিয়ার-জুনিয়ার মিলিতবাহিনীর সঙ্গে দুই-একজন বিদেশিও খেলাতে আগ্রহী তারা। কারণ এবার যেহেতু আইএসএলের বেশিরভাগ দলই আসছে না, তাই তাদের কাছে বড় সুযোগ থাকছে টুর্নামেন্ট জেতার। যদিও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ডুরান্ডে নামতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে মোহনবাগানের মতোই জামশেদপুর এফসি জুনিয়ার দলই শুরুতে মাঠে নামাবে। কলকাতার ম্যাচগুলি হবে যুবভারতী ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার।

কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : ভারতীয় দলের কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

গত বুধবার জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান মানোলো মার্কুয়েজ। দুই পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতেই দায়িত্ব ছাড়েন গত এক বছর দায়িত্বে থাকা কোচ। সেদিনই ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়, দুই-একদিনের মধ্যেই নতুন কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। যা এদিনই দিয়ে দেওয়া হল। কারণ দ্রুত ওই পদ ভরাট করতে চায় এআইএফএফ। কারণ আগামী অক্টোবরে ভারত খেলবে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের তিন ও চার নম্বর ম্যাচ। মূলপর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ওই দুই ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। তাই তার আগে যাতে কোচ নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে পারেন, তাই দ্রুত নতুন কোচকে দায়িত্ব দিতে চায় ফেডারেশন। এবার টেকনিকাল কমিটির সদস্যরা চাইছেন একজন ভারতীয় কোচকে দায়িত্ব দিতে।

যা খবর তাতে বাংলা থেকে সঞ্জয় সেন আবেদন করতে চলেছেন। আর সেক্ষেত্রে তিনিই এগিয়ে বাকিদের থেকে। এছাড়া খালিদ জামিল আবেদন করলে তিনিও থাকবেন বিবেচনায়।

জয়ী শিবাজি

রায়গঞ্জ, ৪ জুলাই : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতায় শুক্রবার ইটাহারের শিবাজি সংঘ ২-১ গোলে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শিবাজির সাজিদুল রহমান ও মঙ্গল মুর্মু গোল করেন। অ্যাকাডেমির একমাত্র গোল কর্নেলাস মুর্মুর। ম্যাচের সেরা সাজিদুল। সোমবার মুখোমুখি হবে বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

জিতল টাউন

বালুরঘাট, ৪ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ৫-০ গোলে গৌরাঙ্গপুরকে হারিয়েছে। এদিন বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে টাউনের মাইকেল হেমব্রম জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল করেন আশিস টুডু, মিলন হাঁসদা ও শুভ ওরাওঁ।

উইম্বলডনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হল দিয়োগো জোটাকে। শুক্রবার।

উইম্বলডনে প্রয়াত জোটাকে স্মরণ

লন্ডন, ৪ জুলাই : প্রয়াত পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোটাকে স্মরণ করতে উইম্বলডনে পোশাক বিধি ভাঙল।

স্থানীয় সময় বুধবার রাতে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন পর্তুগিজ তারকা জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা। লিভারপুল তারকাকে স্মরণ করতে উইম্বলডনের প্রতিযোগীরা হাতে কালো আর্ম ব্যান্ড বেঁধে খেলতে পারবেন।

প্রাক্তন সতীর্থ দিয়োগো জোটার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে জর্ডন হেভারসন।

এমনটাই জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতার আয়োজক অল ইংল্যান্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে।

উইম্বলডনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের সাদা পোশাক পরে খেলতে হয়। কিন্তু প্রয়াত পর্তুগিজ তারকার জন্য ১৪৮ বছরের পুরোনো নিয়ম ভাঙা হয়েছে। স্বদেশীয় ফুটবলারকে স্মরণ করতে পুরুষদের ডাবলসে পর্তুগিজ টেনিস তারকা ফ্রান্সিসকো কার্বাল শুক্রবার কালো আর্ম ব্যান্ড বেঁধেই খেলতে নেমেছিলেন। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'দিয়োগো জোটা শুধু পর্তুগাল নয়, গোটা বিশ্বের কাছে একটা বড় নাম। ও খুব বড় মনের মানুষ ছিল। জোটার পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা রইল। আশা করছি, ওর পরিবার এই কঠিন সময়টা কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

বিবর্ণ ফুটবল, ছন্দপতন বিনোর ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল- ১ (গুইতে) সুরুচি সংঘ- ১ (কর্মণ্য)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দপতন ইস্টবেঙ্গলের।

প্রথম ম্যাচে ৭ গোলের পর এদিনও প্রত্যাশার ফানুস উড়িয়ে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নৈহাটিতে ছুটে এসেছিলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। তবে সেই রেশ ধরে রাখতে পারলেন কই নসিব রহমান, আমন সিকেরা। সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র। সন্তুষ্ট থাকতে হল ১ পয়েন্টেই।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে ভানলালপেকা গুইতে।

মনোতোষ মাঝি ও জেসিন টিকে না থাকায় এদিন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমনকে সামনে রেখে দল সাজান বিনো জর্জ। একটু পিছন থেকে খেলানো হয় বিজয় মুর্মু ও ভানলালপেকা গুইতেকে। ফলত যা হওয়ার ছিল, সেটাই হল। প্রকট হয়ে উঠল ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার সমস্যা। আরেকদিকে বিজয়, সায়নরা মাঝমাঠ না আক্রমণ, কোনদিকে নজর দেবেন তা ভাবতে ভাবতেই ম্যাচ শেষ। কোনও সময়ই মাঝমাঠের দখল নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। আর রইল রক্ষণ। ৯০ মিনিট লাল-হলুদের বক্স ও তার আশপাশে অবাধে বিচরণ করলেন সুরুচি ফুটবলাররা। ম্যাচের শেষ প্রায় আধঘন্টা ১০ জনের সুরুচিকে পেয়েও তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ মশাল ব্রিগেড।

ম্যাচের ২৩ মিনিটে নসিবের শট বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম ৪৫ মিনিটে এর বাইরে ইস্টবেঙ্গল যে একটাই সুযোগ তৈরি করল, গোলও হল তা থেকেই। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েরও একেবারে শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন গুইতে। নসিবের পাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে বল আয়ত্তে আনতে পারেননি বলরাম মান্ডি। ওই বল ধরে গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে গোল করেন গুইতে। দ্বিতীয়ার্ধের ইস্টবেঙ্গল আরও ফ্যাকাসে। ৪৭ মিনিটে আমন যা সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও কার্যত গোললাইন থেকে বিপন্মুক্ত করেন ডিম্পল ভগৎ। এর দুই মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ সুরুচির। গোল করেন কর্মণ্য বনসাল। এর পর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরুচি সংঘ। মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে থাকে রঞ্জন ভট্টাচার্যর দল। ৫৫ মিনিটে অল্পের জন্য দ্বিতীয় গোল পায়নি তারা। ডিম্পলের দূরপাল্লার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। তাদের আরও একটি আক্রমণ ধাক্কা খায় পোস্টে। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে সুমন দে-কে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখেন সুরুচির বাবলু ওরাওঁ। সংযুক্তি সময়ের ৬ মিনিট যোগ করলে শেষ ২৭ মিনিট ১০ জনের সুরুচিকে ঠেকিয়ে রাখতেও রীতিমতো ইস্টবেঙ্গলের কালঘাম ছুটল। বলা ভালো ভাগ্য সহায় ছিল বলে দ্বিতীয় গোলটা হজম করতে হয়নি।

তবে ম্যাচ শেষে বিনোর আক্ষেপ, 'দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমনের গোলটা হয়ে গেলে ম্যাচটা অন্যরকম হত।' সেইসঙ্গে জানালেন, মঙ্গলবার বিএসএস ম্যাচেও মনোতোষ মাঝির খেলার সম্ভাবনা নেই। জেসিন থাকলেও থাকতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোসেফ (বিক্রম), মনোতোষ চাকলাদার, চাকু, সুমন, বিজয় (অ্যাড্রুজ), নসিব, গুইতে (আজাদ), তন্ময় (কৌস্তভ), সায়ন (রোশাল), আমন।

এগিয়েও আটকাল মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ২
ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব- ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচ ড্র করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই দল নিয়ে তাই বা কম কী।

আর্থিক সমস্যা, ফেডারেশন, ফিফার নিষেধাজ্ঞা সবমিলিয়ে মাঠের বাইরে একেবারেই স্বস্তিতে নেই সাদা-কালো শিবির। তার মধ্যে এই ড্র একটু হলেও অক্সিজেন জোগাবে শিবিরে। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব-মহমেডান ম্যাচের ফল ২-২। এর পিছনে ফুটবলারদের অবদান তো রয়েছেই।

> আমরা দশদিন আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দুইবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারিনি। আশা করছি পরের ম্যাচে দল আরও ভালো খেলবে।
>
> **মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু**

তবে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয়। দিন দশেকের প্রস্তুতিতে দলটা গড়েপিটে নিয়েছেন তিনি।

এদিন আশা জাগিয়ে শুরুটা করেছিল মহমেডান। শুরুতেই লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় তারা। তিন মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরায় পুলিশ। বিরতির আগেই আবার মহমেডানকে এগিয়ে দেন লালগাইসাকা। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে পুলিশ। ৫৪ মিনিটে ২-২ করেন সন্দীপ ওরাওঁ। তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও লড়াই করে মহমেডানের তরুণ ব্রিগেড। তাই একেবারেই হতাশ নন মেহরাজ। দলের খেলায় খুশি তিনি। বলেছেন, 'আমরা দশদিন আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দুইবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারিনি। আশা করছি পরের ম্যাচে দল আরও ভালো খেলবে।'

শুভমান ভবিষ্যতের মহাতারকা : আজহার

ছাত্রের ত্রিশতরান হাতছাড়ায় আক্ষেপ যুবির

মাঠ থেকে ফিরেই সুইমিং পুলে গিল

'কপি বুক' ব্যাটিংয়ে মন জয় করলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল।

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : স্বপ্নের ব্যাটিং। রূপকথার ইনিংস।

শুভমান গিলকে নিয়ে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না যুবরাজ সিংয়ের! খুশির মধ্যেও মেনে নিতে পারছেন না প্রিয় ছাত্র নিশ্চিত ত্রিশতরান মাঠে ফেলে আসায়। ৩৮৭ বলে ২৬৯। ৫০৯ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ৩০টি চার ও ৩টি ছক্কা। সবকিছু ছাপিয়ে প্রায় নিখুঁত ক্রিকেটীয় ইনিংস।

যুবরাজের মতে, ত্রিশতরান প্রাপ্য ছিল শুভমানের। গিলকে নিয়ে যুবির যে ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন যোগরাজ সিং। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের কথায়, যুবরাজ কেরিয়ারে যা অর্জন করেছেন, বাবা হিসেবে তিনি গর্বিত। সেটাই এখন যুবরাজ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শুভমান গিল, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মাদের ট্রেনিং দিয়েছে। গিল যখন ২০০-তে পা রাখে, তখন সবাই চাইছিলেন ২৫০ করুক। পরের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তিনশো ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

> বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।
>
> **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**

শুভমানের মতো আক্ষেপ যুবরাজেরও। যোগরাজের যুক্তি, ব্যাটাররা সেট হয়ে আউট হলে খারাপ লাগে। যুবরাজের মধ্যেও একই অনুভূতি কাজ করে। অপরাজিত থেকে স্কোরটাকে যত লম্বা করে ফিরবে আত্মবিশ্বাসের পারদ ততই বাড়বে। শুভমান যা হাতছাড়া করেছে।

সফরের আগে শুভমানের টেস্ট পরিসংখ্যান নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। যোগরাজের মতে, এবার তার জবাব দিচ্ছে। বলেছেন, 'অনেক কথা শুনতে হয়েছে ওকে। টপ হ্যান্ডে অনেক উন্নতি করেছে। সমালোচকদের বলব, ক্রিকেট না বুঝলে মুখ বন্ধ রাখ। তবে সহজে সন্তুষ্ট হলে চলবে না শুভমানের। অনেক বেশি পাওয়ার দক্ষতা রয়েছে ওর মধ্যে। ৩০০, ৪০০ করার ক্ষমতা রাখে। ব্রায়ান লারা পারলে আমরা কেন পারব না?'

শট খেলার সময় ডানহাতের পজিশন নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। যুবরাজের পরামর্শে শুভমান যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন যোগরাজ। কভার ড্রাইভের সময়ও মাথা অনেক সোজা। ছোটখাটো যে পরিবর্তনগুলি ম্যাজিক দেখাচ্ছে। বিলেত সফরের আগেই যুবরাজের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সিরিজে প্রচুর রান করবে শুভমান। ১৪৭, ২৬৯ স্কোরগুলি তারই প্রতিফলন।

শুভমানে মজে মহম্মদ আজহারউদ্দিনও। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মন্তব্য, 'বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।'

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ধ্রুপদী ব্যাটিং। নিখুঁত ইনিংস। ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জয়। শেষ পর্যন্ত হতাশায় ডুবে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে হইচই ক্রিকেট দুনিয়ায়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ২৬৯ রানের নিখুঁত ব্যাটিংয়ের পর থামতে হয়েছে তাঁকে। এমন একটা ইনিংস এজবাস্টনের মাঠে খেলেছেন শুভমান, যার কথা স্বপ্নেই ভাবা যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রথমে স্কাই স্পোর্টস ও পরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শুভমান নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরেছেন। যার মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আগামীর আরও সাফল্যের স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, এজবাস্টনের মাঠ থেকে সতীর্থদের সঙ্গে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'মাঠ থেকে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়েছিলাম। বাবা বলল, দারুণ খেলেছ। এভাবেই এগিয়ে যাও। তোমার ব্যাটিং দেখে গর্ব হচ্ছে। আর মা বলল, এই ছন্দ ধরে রাখ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

শচীন তেন্ডুলকারের পর বিরাট কোহলি। আর কোহলির পর শুভমান। টিম ইন্ডিয়ার চার নম্বর ব্যাটারের শূন্যস্থানপূরণ হয়ে গিয়েছে, এমন কথা এখনই বলে দেওয়া যায়। দলের কান্ডারি হিসেবে হেডিংলের পর এজবাস্টনে শুভমান যে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এমন সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজের ব্যাটিংকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছেন? দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিকেটের কিছু টেকনিকাল দিকের কথা তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান বলেছেন, 'আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।' এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনে শতরান করে অপরাজিত ছিলেন শুভমান। দ্বিতীয় দিনে সেই শতরানকে দ্বিশতরানে বদলে দেন তিনি। সব ঠিক থাকলে তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ত্রিশতরানও পেতে পারতেন তিনি।

মুহূর্তের ভুলে ত্রিশতরান পাননি ভারত অধিনায়ক। যা নিয়ে হতাশা গোপন না করে তিনি বলেছেন, 'ত্রিশতরান মিস করেছি আমি। যেভাবে খেলছিলাম, ভেবেছিলাম দলের রানটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। সঙ্গে ত্রিশতরানও হয়ে যাবে। সেটা হয়নি। হয়তো খারাপ লাগা রয়েছে। কিন্তু ভালো লাগছে একটা কথা ভেবে, দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছি।' মাঠ থেকে হোটেলে ফিরেই সুইমিং পুলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

> আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।
>
> **শুভমান গিল**

সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে নতুন শুরুর লক্ষ্যে তিনি এমনটা করেছিলেন। সেই তথ্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশে শুভমান শুনিয়েছেন এজবাস্টনে তাঁর বড় রানের নেপথ্য কারণও। ইনিংসের শুরুর দিকে তিনি ইংরেজ ফিল্ডারদের মাঝে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এমন সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজের ব্যাটিংকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছেন? দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিকেটের কিছু টেকনিকাল দিকের কথা তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান বলেছেন, 'আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে নতুন শুরুর লক্ষ্যে তিনি এমনটা করেছিলেন। সেই তথ্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশে শুভমান শুনিয়েছেন এজবাস্টনে তাঁর বড় রানের নেপথ্য কারণও। ইনিংসের শুরুর দিকে তিনি ইংরেজ ফিল্ডারদের মাঝে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এমন সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজের ব্যাটিংকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছেন? দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিকেটের কিছু টেকনিকাল দিকের কথা তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান বলেছেন, 'আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি।

অজিদের টানলেন ক্যারি-ওয়েবস্টার

সেন্ট জর্জেস, ৪ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়ে গেল ২৮৬ রানে। আলো কম থাকার কারণে প্রথম দিনে আর ব্যাট করতে হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

প্রথম টেস্টের মতোই অজি ব্যাটারদের একই দূর্দশার ছবি পাওয়া গেল। শুরুর দিকে ডোবালেন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটাররা। শেষের দিকে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল টেলএন্ডারদের থেকে।

যদিও অজিরা শুরুটা করেছিল ইতিবাচক মানসিকতায়। বিনা উইকেটে তারা ৪৭ রান তুলে নেয়। তারপরই উসমান খোয়াজাকে (১৬) ফেরান আলজারি জোসেফ (৬১/৪)। শুরু হয় অজিদের ভাঙন। একসময় তাদের স্কোর ১১০/৫ হয়ে যায়। সেখান থেকে ষষ্ঠ উইকেটে ১১২ রান যোগ করেন বিউ ওয়েবস্টার (৬০) ও অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩)। দুই ব্যাটারের প্রচেষ্টার শেষপর্যন্ত অজিরা থামে ২৮৬ রানে।

অন্যদিকে, বোলিংয়ে আলজারিকে সংগত দেন জেডন সিলসরা (৪৫/২)।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুক্রবার প্রথম ইনিংসে ৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯১ রান তুলেছে। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (২৯) ও রোস্টন চেজ (৮)।

অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারি।

ছয় বলে ছয় রকম অ্যাকশন ঈশানের

টনটন, ৪ জুলাই : সমারসেটের বিরুদ্ধে ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি ম্যাচ খেলতে গিয়ে ৭৭ রান করে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন ঈশান কিষান। তবে ব্যাটিং নয়, ঈশান চর্চায় এসেছেন তাঁর বোলিংয়ের জন্য। সেটাও করেছেন সমারসেটের বিরুদ্ধে মাত্র ১ ওভার বোলিং করার সুযোগ পেয়েই। ওভারে ছয়টি বল তিনি করেছেন ছয়টি অ্যাকশনে। প্রথম বলে হরভজন সিংয়ের স্টাইলে অফস্পিন করেন ঈশান। পরের বলে লেগস্পিন, একেবারে শেন ওয়ার্নকে নকল করে। সচরাচর বল হাতে দেখা যায় না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। চমকে দেওয়া ওভারে সেই ধোনির অ্যাকশনও তুলে এনেছেন ঈশান। ওভারটিতে ১ রান খরচ করলেও কোনও উইকেট তিনি তুলতে পারেননি। ম্যাচটিও ড্র হয়।

কিপিং গ্লাভস ছেড়ে ঈশান কিষানের বোলিংয়ের এই ভিডিও এখন ভাইরাল।

KHOSLA ELECTRONICS

BRING YOUR BAJAJ EMI CARD & GET ADDITIONAL ₹ 500 OFF

Upto 24 MONTHS EMI

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

FINANCE AVAILABLE

OPEN BOX CLEARANCE SALE

Upto 80% OFF*

1 EMI OFF | 0 DOWNPAYMENT

FREE GIFT COUPON Worth ₹ 4,700*

UP TO ₹6,000 INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 26 Jun - 14 Jul 2025. T&C Apply.

LED TV — Upto 60% DISCOUNT — EMI ₹ 888 onwards — FREE Bluetooth speaker worth ₹ 1,990

AIR CONDITIONER — Upto 45% DISCOUNT — EMI ₹ 1,522 onwards — FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500

REFRIGERATOR — Upto 40% DISCOUNT — EMI ₹ 922 onwards — FREE 550 Watt Mixi worth ₹ 4,999

WASHING MACHINE — Upto 45% DISCOUNT — EMI ₹ 890 onwards — FREE Chopper worth ₹ 695

MICROWAVE OVEN — Upto 40% DISCOUNT — EMI ₹ 990 onwards — FREE Dosa Tawa worth ₹ 1,599

CHIMNEY — Upto 50% DISCOUNT — 1350 Suc, MOTION SENSOR, AUTO CLEAN, TOUCH PANEL, HOOD CHIMNEY — EMI ₹ 1,333 — FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,199

ACCESSORIES — Upto 80% DISCOUNT — ₹ 999 onwards

WATER PURIFIER — Upto 50% DISCOUNT — RO + UV — EMI ₹ 1,167 — FREE Stainless Steel Bottle worth ₹ 999

COMBO OFFER — Upto 63% DISCOUNT — ₹ 3,990 onwards — 550W Mixi + Induction Cooker + 1.5Ltr Stainless Steel Kettle

SAMSUNG — S25 Ultra (12/256) ₹ 1,11,900* EMI ₹ 9,325

iPhone — iPhone 16 (128GB) ₹ 72,500* CASH BACK ₹ 4,000 on CC

vivo — V50 (8/128GB) ₹ 34,999* CASH BACK ₹ 2,500 on CC

oppo — A5 (6/128GB) ₹ 15,499* CASH BACK Upto ₹ 1,500 on CC

ASUS — i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6", Backlit, Win 11 + MSO ₹ 35,900*

DELL Technologies — i5 12th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD Windows 11+OFC 24 ₹ 50,900*

Lenovo — i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹ 58,900*

hp VICTUS — i5 13th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD,RTX 2050 4GB 15.6"FHD, MSO ₹ 62,500*

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products..

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

বাজবলে লাগাম পরালেন সিরাজ-আকাশ

ভারত- ৫৮৭ ও ৬৪/১
ইংল্যান্ড-৪০৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : প্রথম দুইদিনে ভারতের দাপট।

তৃতীয় দিনে ব্যাট-বলের দুরন্ত দ্বৈরথে রোমাঞ্চকর ক্রিকেট। সাদা পোশাকের ফরম্যাটে রঙিন, আকর্ষণীয় লড়াই। দিনের শুরুটা যদি হয় ভারতের, মাঝে ইংল্যান্ডের দাপট জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকের বাজবলের কাঁধে চেপে। শেষবেলায় ফের মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপের প্রত্যাঘাত।

ম্যাচের রং বারবার বদলাল। কখনও জেমি-হ্যারির ত্রিশতাধিক রানের মহাকাব্যিক যুগলবন্দির সামনে অসহায় লাগল ভারতীয় বোলারদের, আবার দ্বিতীয় নতুন বলে সেই সিরাজদেরই রাজপাট। সাপলুডোর যে দ্বৈরথ শেষে দিনের শেষে ফের ভারতের রাশ শক্ত।

৩৮৭/৫ থেকে ইংল্যান্ডকে ৪০৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৮০ রানের লিড আদায় করে নিয়েছেন শুভমান গিলরা। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের (২৮) উইকেট হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৬৪/১। সবমিলিয়ে লিড ২৪৪। হাতে ৯ উইকেট। বাকি দুইদিনে যেখান থেকে ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করা স্বপ্নটা দেখায় যায়।

ওপেনিং জুটিতে ৫১ রান যোগ করার পর ফেরেন যশস্বী। লেগবিফোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডিআরএস নেন। যদিও রিভিউ নিতে দেরি করায়, স্টোকস তা মানতে চাননি। একপ্রস্ত নাটকের পর আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ এবং শেষপর্যন্ত রিভিউতে আউট যশস্বী। দিনের শেষে ক্রিজে লোকেশের (২৮) সঙ্গে করুণ নায়ার (৭)।

তৃতীয় দিনের আকর্ষণীয় টক্করে অনেকটা কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন জেমি (অপরাজিত ১৮৪)-ব্রুক (১৫৮)। ৮৪/৫ স্কোরের আতঙ্ক সরিয়ে দলকে লড়াইয়ে ফেরানো বিস্ফোরক, স্বপ্নের ব্যাটিং। ব্যক্তিগত দেড় শতাধিক স্কোর, ৩০৩ রানের জুটিতে রসদ জোগান রঙিন পোশাকে মাঠ ভরানো বার্মি-আর্মিকে। অক্সিজেন জোগান দলকেও।

দ্বিতীয় নতুন বলে শেষপর্যন্ত জুটি ভেঙে স্বস্তি দেন আকাশ (৮৮/৪)। ভিতরে ঢুকে আসা বলে ভেঙে যায় ব্রুকের (১৫৮) রক্ষণ। এরপর সিরাজ-ধাক্কায় (৭০/৬) ধস। ৩৮৭/৫ থেকে স্টোকস ব্রিগেড গুটিয়ে যায় ৪০৭ রানে। ইংল্যান্ড ইনিংসের নায়ক জেমিকে অবশ্য নড়ানো যায়নি। টেল এন্ডারদের ব্যর্থতার জেরে নিশ্চিত দ্বিশতরান হাতছাড়া করেন। স্মিথদের দাপটের পাশে হাফ ডজন ব্যাটারের শূন্য! তৃতীয় সর্বোচ্চ রুটের ২২! অদ্ভুত বৈপরিত্য।

৭৭/৩ থেকে শুরু করে দিনের দ্বিতীয় ওভারেই সিরাজের জোড়া ধাক্কায় ইংল্যান্ড ৮৪/৫। সাজঘরে জো রুট (২২), বেন স্টোকস (০)। অনসাইডে ফ্লিক করতে গিয়ে রুট জমা পড়েন ঋষভ পন্থের দস্তানায়। ইংরেজ অধিনায়কের জন্য কার্যত আনপ্লেয়বল বল। ধেয়ে আসা বাউন্সার থেকে ব্যাট সরাতে না পেরে কেরিয়ারের প্রথমবার 'গোল্ডেন ডাক' স্টোকস।

ফলো অন বাঁচাতে তখনও ৩০৪ রান। এখান থেকেই অবিশ্বাস্য ব্যাটিং জেমি-ব্রুকের। পালটা আক্রমণে ভয়কে জয় করার আস্ফালন। দুইজনেই সহজাত স্ট্রাইকার। প্রথম সেশনে তারই প্রতিফলন। শটের ফুলঝুরিতে লাঞ্চের আগে ২৭ ওভারে ১৭২ রান যোগ করেন! ওভার পিছু রান রেট ৬.৩৭! টেস্ট না টি২০, বোঝা দায় হবে।

জেমি-হ্যারির ৩০৩ রানের জুটি

মাঝের সেশনে জুটিতে আরও ১০৬।

নায়ক একান্তভাবে উইকেটকিপার-ব্যাটার জেমি। রবীন্দ্র জাদেজাকে জোড়া বাউন্ডারিতে লাঞ্চের আগে ৮০ বলে সেঞ্চুরি পূরণ জেমির। ভাঙেন ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে কপিল দেবের রেকর্ড (৮৬ বলে)। প্রথম ইংল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে এক সেশনে সেঞ্চুরির নজির।

সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনেও। জাদেজার বলে প্রথম স্লিপে ব্রুকের (৬৩ রানে খেলছিলেন) ক্যাচ ফেলেন শুভমান। ধরতে পারলে ১৮২/৬ হয়ে যেত ইংল্যান্ড। কয়েক ওভার বাদে সুন্দর নিজের বলে ব্রুকেরই হাফ চান্স হাতছাড়া করেন। উপহার কাজে লাগিয়ে লাঞ্চের পর নবম শতরান ব্রুকের।

মাঝের সেশনে রানের গতিতে ব্রেক লাগালেও জুটি অটুট রেখে আরও ১০৬ রান তোলেন জেমি-ব্রুক। ইংল্যান্ড ৩৫৫/৫। দেড়শো পার স্মিথের। ব্রুক সেখানে দেড়শোর মুখে। স্মিথদের একবগ্গা দাপটের মাঝে ভীষণভাবে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব অনুভব হচ্ছিল। সাতদিন বিশ্রাম পাওয়ার পর কেন খেলানো হল না, প্রশ্নটা ফের উঠতে শুরু করে।

প্রসিধ কৃষ্ণা তো একসময় কোথায় বল রাখবেন বুঝে পাচ্ছিলেন। জেমি ২৩ রান নেন প্রসিধের এক ওভারে। শুরুতে বল টার্ন পেলেও পরে মারের মুখে খেই হারান জাদেজা। সুন্দর তথৈবচ। অথচ, গতকাল রুটও বাউন্স-টার্ন আদায় করে নিয়েছিলেন!

ফিল্ডিংয়েও দৃষ্টিকটু ভুলভ্রান্তি। হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়মিত বল গলল। ঋষভ পন্থ সারাক্ষণই অনিশ্চয়তায় ভুগলেন। বল ফসকালেন দস্তানা দিয়ে। হাফ চান্সও ফেললেন। শেষপর্যন্ত প্রায় দুই সেশন ধরে চলতে থাকা যে ব্যর্থতার ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দ্বিতীয় নতুন বলে সিরাজ-আকাশের প্রত্যাঘাত। ২০ রানে শেষ পাঁচ শিকারে ফের ম্যাচের রং বদলে দেন।

জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকদের দাপট থামাতে মহম্মদ সিরাজকে পরামর্শ জসপ্রীত বুমরাহর।

শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজ দেখিয়ে ১৮৪ রান করলেন জেমি স্মিথ। থাকলেন অপরাজিত।

নজরে পরিসংখ্যান

জেমি স্মিথ টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের প্রথম ব্যাটার, যিনি আগের দিন অপরাজিত না থেকেও এক সেশনে শতরান করার নজির গড়লেন। বার্মিংহাম টেস্টের তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের আগে স্মিথ ৮০ বলে ১০২ রান করেন।

ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে টেস্টে দ্রুততম শতরানের নিরিখে হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন জেমি। দুইজনেই নিয়েছেন ৮০ বল। সামনে শুধু জনি বেয়ারস্টো (৭৭ বল) ও জিএল জেসপ (৭৬ বল)।

কপিল দেবকে (৮৬ বল) টপকে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে দ্রুততম শতরান জেমির।

জয়ের অন্য পথ খুঁজে নেব, দাবি ইংল্যান্ড কোচের

ব্রুকদের কাছে এমনই প্রত্যাশা ছিল বুচারের

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ভারতের ৫৮৭ রানের পাহাড়।

যদিও গুটিয়ে থাকার মেজাজে একেবারে নেই ইংল্যান্ড শিবির। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্রুত তিন উইকেট হারানোর পরও গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়নি ইংল্যান্ডের স্পিন বোলিং কোচ জিতেন প্যাটেলের কথাতে।

সাফ জবাব, ইংল্যান্ড ড্রয়ের জন্য খেলবে না। জয়ের রাস্তা ঠিক খুঁজে নেবে। ইতিহাস বলছে, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকস জুটির তিন বছরের বাজবল জমানায় এরকম পরিস্থিতিতে তিনবার জিতেছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষ ইনিংসে ৫০০ বা তার বেশি রান করেও হেরেছে! ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাস ধরলে মোট ৬ বার এই রকম ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ১৪৫ বছরে তিনবার। শেষ তিন বছরে বাজবলের দাপটে বাকি তিন!

পড়তে পড়তেও বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন হ্যারি ব্রুক।

দ্বিতীয় দিনের শেষে গতকাল ম্যাককুলামের সহকারী জিতেন প্যাটেলও দাবি করেন, 'একশোভাগ নিশ্চিত, জয়ের জন্য ঝাঁপাব আমরা। লক্ষ্যপূরণে অন্য কোনও রাস্তা ঠিক বের করে নেব। এটাই আমাদের দলের মূল মন্ত্র। খেলোয়াড়দের যে দক্ষতার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দাবি, ম্যাচের এখনও অনেক বাকি। আগে আগে কী হয়, অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে। শুভমানের ইনিংসকে মাস্টারক্লাস আখ্যা দিলেন। মেনে নেন সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও যা থামাতে পারেননি তাঁরা। চাপ থাকলেও আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরেনি, তা বুঝিয়ে দেন পরের কথায়। জিতেন প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী, তৃতীয় দিন হতে চলেছে ইংল্যান্ডের।

সহকারী কোচের যে দাবির প্রতিফলন জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকের ব্যাটিং দাপুটে যুগলবন্দিতে। তৃতীয় দিনের শুরুতেই ৮৪/৫ হয়ে যাওয়ার পরও 'যে কোনও পরিস্থিতিতে জিততেই হবে' মানসিকতা থেকে সরে আসেনি ইংল্যান্ড। স্মিথরা সেটাই করে দেখান আগ্রাসী ব্যাটিং, ম্যারাথন জুটিতে।

ঠিক এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, আশাবাদী ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্ক বুচার। লক্ষ্যপূরণে শুভমান গিলের ব্যাটিংকে অনুসরণের পরামর্শও দেন। বুচারের কথায়, 'স্পিনারদের জন্য পিচে কিছু ক্ষত তৈরি হয়েছে। তবে খুব বেশি সাহায্য মিলছে না। ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের উচিত, রক্ষণকে শক্তপোক্ত করে বড় রানের পথে এগোনো। খুব ভালো পিচ। ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। এখনও পর্যন্ত পিচের চরিত্র বদলায়নি। যার সুযোগ নিতে হবে।'

মাইকেল ভন আবার ভারতীয় ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেও দুষছেন ইংল্যান্ডের নখদন্তহীন বোলিংকেও। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স হতাশ করেছে তাঁকে। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, 'খুব নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে ভারতীয় ব্যাটাররা। দুর্দান্ত ব্যাটিং। তবে ইংল্যান্ড বোলিংও পাশপাশি চিন্তার জায়গা। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স।'

নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জাদেজা

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ব্যাট হাতে ৮৯ রানের ইনিংস। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া। অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ২০৩ রানের দীর্ঘ পার্টনারশিপ। যে জুটি টিম ইন্ডিয়ার বড় রানের ভিত নিশ্চিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও নয়া বিতর্কে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। যার নেপথ্যে গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে টিম হোটেল থেকে সতীর্থদের আগে একাকী মাঠে হাজির হয়ে জাদেজার ব্যাটিং চর্চা। সেই চর্চার ফল ৮৯ রানের ইনিংস। কিন্তু তারপরও অভিযোগ, বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা অমান্য করেছেন তিনি। বিসিসিআই বা ভারতীয় দলের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কিন্তু জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে।

শুভমানের প্রশংসা

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই সফরের পরই বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় দলের জন্য তৈরি হয়েছিল দশ দফা নির্দেশিকা। যার অন্যতম ছিল, কোনও ক্রিকেটার, কোচ, কোচিং স্টাফরা চাইলেই অনুশীলন বা ম্যাচের সময় একাকী মাঠে যেতে পারবেন না। সবাইকে একসঙ্গে টিম বাসে করেই যাতায়াত করতে হবে। জাদেজা গতকাল এজবাস্টনের মাঠে খেলা শুরুর অনেকটা আগে একাকী হাজির হয়ে সেই নিয়ম ভেঙেছেন বলে অভিযোগ। যদিও ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল জাড্ডুর এমন পরিকল্পনার কথা জানতেন।

জাদেজা নিজেও এমন বিতর্ক নিয়ে উদাসীন। বরং তিনি অনেক বেশি করে মজে রয়েছেন তাঁর দলের অধিনায়ক শুভমানের মায়াবী ব্যাটিংয়ে। দুনিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো স্যর জাদেজারও একসময় মনে হয়েছিল, শুভমানকে আউট করা যাবে না। যদিও বাস্তবে সেটা হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জাদেজা বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে শুভমান এখন কতটা পরিণত, সেটা বোধহয় আমার বলার প্রয়োজন নেই আর। দুনিয়ার সবাই দেখতে পেয়েছেন শুভমানকে। ওর ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, আর যাই হোক না কেন, ও আউট হবে না। আরও বড় রান করবে। হয়তো আউট হয়েছে। কিন্তু সেটা তো খেলারই অঙ্গ।'

রোহিত শর্মার উত্তরসূরি হিসেবে শুভমানের নাম যখন ভারত অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হয়নি, সেই সময় জাদেজার নাম শোনা গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের দৌড়ে। জাড্ডু কি এখনও ভারতীয় দলের নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্নের সামনে জাড্ডুর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'ওই সময় চলে গিয়েছে।'

শুভমান গিলের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজার ২০৩ রানের পার্টনারশিপ ভারতকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেয়।

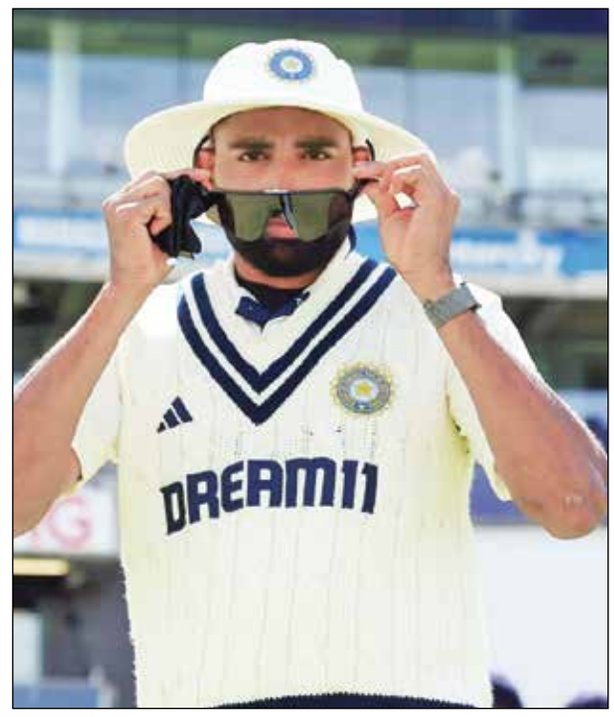

যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। চশমা খুলে ইংল্যান্ডের বাজবল দর্শন মহম্মদ সিরাজের। শেষপর্যন্ত অবশ্য ৬ উইকেট নিয়ে শুভমান গিলের মুখে হাসি ফোটালেন তিনি। বার্মিংহামে শুক্রবার।

দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি : সিরাজ

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : সময়ের সঙ্গে মন্থর হচ্ছে এজবাস্টনের বাইশ গজ। উপরি হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহ নেই প্রথম একাদশে। প্রসিধ কৃষ্ণা ও আকাশ দীপরা আগে টেস্ট খেলেছেন ঠিকই। কিন্তু সংখ্যাটা বেশ কম। এমন অবস্থায় এজবাস্টনে ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। তৃতীয় দিনের শেষে ছয় উইকেট নিয়ে দলকে স্বস্তির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন সিরাজ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ভালোই জানেন বেন স্টোকসদের বাজবলের জন্য কোনও রানই নিরাপদ নয়। কিন্তু তারপরও দ্বিতীয় ইনিংসে একইভাবে দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে তৈরি সিরাজ। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সিরাজ বলেছেন, 'ছয় উইকেট নিয়েছি, দুর্দান্ত লাগছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। আমি ছন্দেই ছিলাম, কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ উইকেট পেয়েছি।'

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দলের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সিরাজের কথায়, 'দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ সবসময় পছন্দ করি আমি। বলতে পারেন, বিষয়টা আমার মধ্যে এমনিই চলে আসে। এজবাস্টনের পিচ ক্রমশ মন্থর হচ্ছে। এমন পিচে নির্দিষ্ট লাইনে পরিকল্পনা করে বল করা খুব জরুরি। আমি সেটাই করেছি। আকাশ-প্রসিধরা খুব বেশি টেস্ট খেলেনি। কিন্তু তারপরও ওরা আমায় সাহায্য করেছে।' ইতিমধ্যেই ২৪৪ রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। খেলার এখনও দুই দিন বাকি। স্টোকসদের বাজবলের বিরুদ্ধে কত রান নিরাপদ? সিরাজের কথায়, 'আপাতত খেলায় আমরাই এগিয়ে। কিন্তু ইংল্যান্ডের আগ্রাসী মানসিকতার ক্রিকেটের কথাও মনে রাখতে হবে। লিড যতদূর সম্ভব নিয়ে যেতে হবে আগামীকাল। বাকিটা দেখা যাক। এজবাস্টনের পিচে ধৈর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

জলপাইগুড়িতে চলছে সাইয়ের ট্রায়াল। ছবি : অনীক চৌধুরী

সাইয়ের ট্রায়ালে ৩১৯ জন

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি ট্রেনিং সেন্টারে নতুন অ্যাথলিটদের ভর্তির জন্য দুইদিনের ওপেন ট্রায়াল শেষ হল শুক্রবার। ট্রায়াল হয়েছিল জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ট্রায়ালে মোট ৩১৯ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১৭৫ জন ফুটবলে, অ্যাথলেটিক্সে ১১৫, জিমনাস্টিক্সে ১২, আচারিতে ৭ এবং টেবিল টেনিসে ১০ খেলোয়াড় অংশ নেয়। সাইয়ের কোচ ওয়াসিম আহমেদ বলেছেন, 'ট্রায়ালে যারা নির্বাচিত হবে তাদের নাম আমরা কলকাতা সেন্টারে পাঠাবো। সেখানে তাদের বাছাই পর্ব হবে। তারপর সেখান থেকে আমাদের তালিকা পাঠালে, আমরা তাদের ভর্তি নেব।' সাই সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি সেন্টারের মোট ১১০টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসন বর্তমানে খালি রয়েছে। সেই আসনেই ট্রায়ালের মাধ্যমে অ্যাথলিটদের নেওয়া হবে।

সেরা মঙ্গল

রায়গঞ্জ, ৪ জুলাই : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মঙ্গল রায়। রায়গঞ্জের কর্নজোড়ার হাউজিং মাঠে এদিনের প্রতিযোগিতায় রানার্স সঞ্জিত দেবশর্মা। সেরা ব্যাটার রাজীবরঞ্জন দাস, সেরা বোলার আকাশ দেবনাথ ও সেরা ফিল্ডার মনোতোষ রায়।

হ্যাটট্রিক সুমনের

জামালদহ, ৪ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সাকাতির হাট ক্রীড়া সংস্থা ৫-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাকাতির সুমন বর্মন। তাদের বাকি গোল করেন সুব্রত বর্মন ও মনোজ বর্মন। মাথাভাঙ্গার একমাত্র গোল সমীর বর্মনের। শনিবার খেলবে উচলপুকুরির জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগারের মুখোমুখি হবে সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট।

ম্যাচের সেরা সুমন বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জিতল দিশা

কোচবিহার, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে দিশার মনোজ আলি ও সূর্য মণ্ডল গোল করেন। স্পিরিচুয়ালের স্কোরার দেবাশিস দেবনাথ। ম্যাচের সেরা সূর্য। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

রাহুলের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। সূর্যনগর মাঠে মর্নিংয়ের রাহুল ওরাওঁ জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি অরুণ এক্কার। বিবেকানন্দের একমাত্র গোল করেন তুষার দাস।

উত্তরের খেলা

বড় জয় বান্ধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার গ্রুপ 'এ'-তে বান্ধব সংঘ ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিকু থাপা ও গৌরব তামাং জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুই গোল সোহিত থিং ও টিকাদাস রাইয়ের। যদিও ২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে অমিত রায়ের করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথ। ম্যাচের সেরা হয়ে বান্ধবের জন খাতি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে নবীন সংঘ ও নবোদয় সংঘ।

ভগতের ড্র

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এসপি রায় কোচিং সেন্টার এবং ভগৎ সিং কলোনির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। বহু চেষ্টার পরও কোনও দলই গোলমুখ খুলতে পারেনি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভগতের সুদর্শন টোপ্পো।